এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
অনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ১৯৬০

চিত্রশিল্পী :
ধীরেন বল
শৈল চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

উপহার

সূচীপত্র

—দুই—

লোকটিকে বলে তো এলাম, কিন্তু খাবার কি করে সংগ্রহ করব, সেই হলো মহা চিন্তা। দিদিকে বললে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। বলবে, "পাজী, যেখানে সেখানে যাওয়া হচ্ছে, যার তার সঙ্গে মেশা হচ্ছে!"

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছে, তাই ভয়ে ভয়ে বাড়ির দোরে এসেই ভগ্নীপতির খোঁজ করলাম। দেখি, তিনি রান্নাঘরে খাবার টেবিলের সামনে একা বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে, পিপ্?"

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমি শুধালাম,—

"দিদি কোথায়?"

"এইমাত্র তোমার খোঁজেই বেরিয়েছেন। তোমার উপর যা চটে আছেন, তোমাকে সামনে পেলে আর আস্ত রাখবেন না।"

বলতে বলতেই দিদির পদশব্দ শোনা গেল। অমনি ভগ্নীপতি বললেন, "পিপ্! যদি বাঁচতে চাও, তবে এই তোয়ালেটা জড়িয়ে ওই দোরের আড়ালে লুকিয়ে থাকো।"

লুকিয়ে থেকেও কি রক্ষা আছে! রান্নাঘরে ঢুকেই দিদির চোখ ঠিক আমার উপরই পড়ল। তিনি আমায় কান ধরে দোরের আড়াল থেকে টেনে এনে, দমাদ্দম পিটাতে শুরু করলেন। সাথে সাথে তাঁর মুখও চলতে লাগল—"হতভাগা ছেলে! সকাল থেকেই টোটো করা! এতক্ষণ কোথায় ছিলি?"

"কবরখানায় গেছিলাম।"

"সেই চুলোয় কি কাজ ছিল? তোকে নিয়ে আমার হাড়মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল।"

ভগ্নীপতি আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচতে এসে নিজেও দু' এক ঘা খেলেন। দিদির রাগ একটু পড়লে বললেন, "এবার দয়া করে রাত্রির খাবারটা খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করো। আমার তো আর ঘুরে বেড়ালে চলবে না। গুচ্ছের কাজ পড়ে আছে, একহাতে সব সামলাতে হবে।"

আমাদের খাবার হলো আধখানা মাখনমাখা পাঁউরুটি, আর এক কাপ চা। অন্য দিন খেতে বসে আমার আর আমার ভগ্নীপতির মধ্যে কম্পিটিশন শুরু হয়, কে কত তাড়াতাড়ি তার রুটি শেষ করতে পারে। কিন্তু পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও আমি শুধু চা টুকুই খাচ্ছিলাম। কারণ আমার মতলব ছিল সুযোগ পেলেই রুটিটা আমার পকেটে লুকিয়ে ফেলব, যাতে কাল লোকটাকে দিতে পারি।

ভগ্নীপতি জো আমাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, কেন খাচ্ছি না। আমিও ইশারায়ই জবাব দিলাম যে খাচ্ছি! তারপর জো'র একটু অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আমি রুটিটা আমার প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে ফেললাম।

নিমেষের মধ্যে গোটা রুটিটা অদৃশ্য হওয়ায় জো ধরে নিলেন, আমি না চিবিয়েই ওটা গিলে ফেলেছি। আমাকে তিনি সে কথা জিজ্ঞাসাও করলেন।

যত ফিসফিস করেই আমাদের কথা হোক না কেন, দিদির কানে গিয়ে ঠিক পৌঁছুল। অমনি তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "পিপ্, তোমার খাওয়ায় আজ এত অরুচি কেন? নিশ্চয়ই হজমের গোলমাল হয়েছে। তোমার চিরতার জল খাওয়া দরকার।"

এই বলে তিনি এক গ্লাস চিরতার জল এনে আমাকে দিলেন। না খেয়ে উপায় নেই। কোন রকমে নাক মুখ বুজে তেতো চিরতার জল এক গ্লাস খেতে হলো।

এমন সময় হঠাৎ দূরে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। আমি জো-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, "আর একজন কয়েদী পালিয়েছে, এ তারই সংকেত। কাল সন্ধ্যার পর একজন জেল থেকে পালিয়েছে, তাই কাল একবার বন্দুকের আওয়াজ হয়েছিল। আজ আবার আর একজন পালিয়েছে, তাই সবাইকে সাবধান করার জন্য এই সংকেত।"

"তাই বলে বন্দুক ছোড়া কেন?"—আমার প্রশ্ন।

আমার দিদি খেঁকিয়ে উঠলেন, "সব তাতেই উকিলী জেরা! "ডেঁপোমি না করে চুপ করে থাক।"

আমার ভগ্নীপতি দিদিকে বললেন, "এত চটছো কেন? ছেলেমানুষ জানে না, তাই জিজ্ঞাসা করছে।"

ভগ্নীপতির ওকালতিতে দিদি আরও চটে গেলেন। বললেন, "যা বোঝ না, তার মধ্যে মাথা গলাতে এসো না!" তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "যা! এইবার গিয়ে শুয়ে পড়্।"

আমি ভয়ে ভয়ে আমার অন্ধকার কুঠুরীতে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। বিছানায় শুয়েও সেই লোকটি আর তার পোষা ভূতের কথাই মনে হতে লাগল। কাল ভোরে যদি তার ফরমাশী জিনিস আর খাবার না নিয়ে যাই, তাহলে হয়তো তার ভূতকে আমার পিছনে লেলিয়ে দেবে; আর সে এসেই মট্ করে আমার ঘাড়টি ভাঙবে!

এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম, তখন ভোর হয়ে গেছে, তবে তেমন আলো ফোটেনি। দিদি জামাইবাবু তখনও ঘুমে অচেতন। ভাবলাম খাবার সংগ্রহ করবার এই চমৎকার সুযোগ! আমি পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দিকে এগুতে লাগলাম। একটু শব্দ হয়, আর অমনি চমকে উঠি, বুক টিপটিপ করতে থাকে! ভাবি, এই বুঝি ধরা পড়লাম। দু পা এগুই তো তিন পা পিছিয়ে আসি। এমনি করে শেষ পর্যন্ত রান্নাঘর

থেকে কিছু রুটি, পনীর, কয়েকটা বড় বড় চপ, একটা গোটা টার্কিশ মুরগীর রোস্ট, ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে কিছু মদ চুরি করলাম। পাছে মদের বোতল ভরতি না দেখে দিদির মনে সন্দেহ হয়, তাই তাড়াতাড়ি আর একটা বোতল থেকে কিছুটা পানীয় মদের বোতলে ঢেলে রান্নাঘরে শিকল টেনে কামারশালায় ঢুকলাম, এবং সেখান থেকে একটা উকো সংগ্রহ করে জলার দিকে রওনা হলাম।

—তিন—

শীতের সকাল। ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। দু'হাত দূরের জিনিসটিও ভাল করে দেখা যায় না। অনেকবার আমি এদিকে এসেছি, তবু কি করে পথ হারিয়ে ফেললাম। যখন বুঝতে পারলাম, তখন আসল জায়গা থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি। তাই আবার উলটোমুখো হাঁটতে হলো।

কনকনে ঠাণ্ডায় পায়ের তলা যেন জমে যাচ্ছে। এরই মধ্যে কোন রকমে হেঁটে চলেছি! মনে সব সময়ই ভয়—এই বুঝি আর কারও চোখে পড়ি, আর অমনি সে চেঁচিয়ে ওঠে, "চোর! দিদির ভাঁড়ার থেকে চুরি করে পালিয়ে এসেছে!"

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা লোক পিছন ফিরে বসে আছে। তার হাত দু'খানি ভাঁজ করে বুকের উপর রাখা, চোখ দুটি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

আমি তাকে চমকে দেব মনে করে যেই তার কাঁধে হাত দিয়েছি, সে অমনি লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তেই আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। কাল যার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, যার জন্য খাবার বয়ে এনেছি, এ সে লোক নয়। অবশ্য এরও পোশাক-পরিচ্ছদ কালকের লোকটিরই মত, পায়েও সেই একই রকম লোহার বেড়ি। তফাত শুধু এর মুখের চেহারায়, আর মাথার টুপিতে। আমাকে দেখেই

সে এমন খিঁচিয়ে উঠল এবং এমন ঘুষি বাগিয়ে এল যে, আমি সরে না গেলে আমার হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যেত। আমি সরে বাঁচলাম, কিন্তু সে তাল সামলাতে না পেরে মুখ থুমড়ে পড়ে গেল। তারপর আবার নিমেষের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ নিশ্চয়ই কালকের দেখা লোকের সেই পোষা ভূত!—খুব বেঁচে গেছি! ধরতে পারলে আমার কি দশা যে হতো, ভাবতেও বুক শুকিয়ে গেল।

আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এবার কালকের লোকটিকে দেখলাম। খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে। শীতে হিহি করে কাঁপছে। সারা রাত বোধ হয় এই জলায়ই কাটিয়েছে।

আমাকে দেখেই সে আমার হাত থেকে খাবারের পুঁটলিটি কেড়ে নিয়ে গপাগপ্ খেতে শুরু করল। সে তো খাওয়া নয়, গেলা। এমন তাড়াহুড়ায় খেতে গিয়ে হয়তো তার গলায় আটকে গেল। তাই সে আমার হাত থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটি টেনে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢালতে লাগল।

তার পেটে যেন রাক্ষুসে ক্ষুধা, খাচ্ছিলও রাক্ষসের মত। খেতে খেতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আমার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করছ না তো? সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসনি তো?"

"না।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যিই বলছি।"

সে খেতে লাগল। আমার মনে হলো যেন একটা কুকুর ভাগাড়ে পড়ে গোমাংস চিবোচ্ছে। সবগুলি খাবারই যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তখন আমি বললাম, "ওর জন্যে কিছু রাখবে না? আমি কিন্তু আর কিছু আনতে পারব না।"

"কার কথা বলছ?"

"কেন, তোমার পোষা ভূত, যার কথা কাল বলেছিলে!"

"ও, সেই ভূতের কথা বলছ? তার খাবারের দরকার নেই।"

"কিন্তু ওর চেহারা দেখে মনে হলো, ওরও খুব খিদে পেয়েছে।"

লোকটি আমার কথা শুনে চমকে উঠল। বলল, "কোথায় তাকে দেখলে? কখন দেখলে?"

"এই মাত্র। ওই তো ওইখানে। ঠিক তোমার মতই পোশাক-আশাক। তোমার মতই পায়ে বেড়ি। কাল বন্দুকের আওয়াজ শোননি?"

"ক্ষুধার জ্বালায় মরছি, শীতে কাঁপছি—এর মধ্যে কোথায় কে বন্দুক ছুড়ছে তা শোনবার সময় কোথায়?"

"আমরা তো দূর থেকেও শুনেছি, আর তুমি এত কাছে থেকেও শোননি। আশ্চর্য!"

"আচ্ছা, যাকে তুমি দেখেছ, তার মুখে কাটা দাগ ছিল কি?"

"হ্যাঁ, সারা মুখটাই কাটা দাগে ভরতি। দেখতে এমন বিশ্রী!"

"সে কোন্ দিকে গেল বল তো! তাকে ধরতে পারলে মজাটা একবার দেখিয়ে দেব!"

সে কোন্ দিকে গেছে, আমি বললাম। শুনেই সেদিকে যাবার জন্য লাফিয়ে উঠল। তার পরই পায়ের বেড়ির ভারে ধপ করে বসে পড়ল এবং আমার হাত থেকে উকোটি নিয়ে বেড়িটি ঘষতে লাগল, কেটে ফেলবে বলে।

সেই ফাঁকে আমি পালালাম।

—চার—

সে দিনটি ছিল বড়দিন। দিদি কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছেন। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা বেশ ভালোই ছিল। সে দিক থেকে আমার খুশী হবার কথা। কিন্তু খুশী হবার উপায় কোথায়? মনে সর্বদাই ভয়, কখন আমার চুরি ধরা পড়ে! তা হলেই তো দিদির হাতে তুলো-ধোনাই হতে হবে।

তাই ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকলাম। দেখি, রান্নাঘরে বসে

জো কি একটা বাসন পরিষ্কার করছেন, দিদি মেঝে ধুচ্ছেন। আমাকে দেখেই তিনি গর্জে উঠলেন, "এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলি, হতভাগা!"

বড়দিনের ভোরে মধুর সম্ভাষণই বটে!

কিছুতেই সত্যি কথা বলা চলে না। তাই মিথ্যার আশ্রয়ই নিতে হলো। বললাম, "গির্জায় বড়দিনের ভজন শুনতে গেছিলাম।"

"তাই তো যাবে। আমি বাঁদী খেটে মরব, আর তোমরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে!"—লক্ষ্য শুধু আমি একা নই, জো'-ও। কারণ ভগ্নীপতিও রবিবারে রবিবারে গির্জায় যান।

জো এক ফাঁকে দুটি আঙুলে একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করলেন। এ হলো আমাদের সাংকেতিক ভাষা। বুঝলাম, দিদি আজও বিষম চটে আছেন। একটু বেফাঁস কথা বললেই তুমুল কাণ্ড করে তুলবেন। তাই চুপ করেই রইলাম।

চার জনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। তাঁরা হলেন মিঃ ওপ্‌সল্, মিঃ ও মিসেস্ হাব্‌ল্, এবং মিঃ পাম্বোলচুক্। শেষের ভদ্রলোক শহরে শস্যের ব্যবসা করেন, নিজের একখানা ঘোড়ার গাড়িও আছে। অবস্থা মোটামুটি ভাল। তিনি প্রতিবারের মত এবারও আমার দিদিকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে দুই বোতল ফরাসী মদ উপহার দিলেন। দিদিও ধন্যবাদ জানিয়ে তা গ্রহণ করলেন।

সবাই গিয়ে খাবার টেবিলে বসলেন। আমিও জো'-র পাশে এক কোণে বসলাম।

খাবার ফাঁকে ফাঁকে একথা সে কথার পর আমার কথা উঠল। আমি দিদিকে জ্বালিয়ে মারছি, আমাকে নিয়ে তাঁর দিনরাত ভুগতে হয়, তিনি যে আমার জন্য এত করেন, আমার সে জন্য কোন কৃতজ্ঞতাবোধ নেই ইত্যাদি।

এমন মুখরোচক আলোচনায় সবাই প্রাণ খুলে যোগ দিলেন। শুধু জো'ই চুপ করে রইলেন। আমার কথা না বলাই ভালো।

আমার চুরি কখন ধরা পড়ে, আমি সেই ভয়েই সন্ত্রস্ত। তাই এই বিরূপ সমালোচনায়ও মনের মধ্যে যে খুব দুঃখ বোধ করলাম, তা নয়।

খাবার তৈরীতে দিদির হাত বেশ পাকা। তাই অতিথিরা তৃপ্তি সহকারেই খেতে লাগলেন। এ পর্যন্ত বেশ ভালোয় ভালোয়ই কাটল। শেষে মিঃ পাম্বোলচুক্ একটু ব্র্যাণ্ডি চাইলেন। আমার তো বুক ধড়ফড় করতে লাগল।

দিদি ব্র্যাণ্ডির বোতল এনে গ্লাসে ঢেলে দিলেন। মিঃ পাম্বোল-চুক্ তা গলায় ঢেলেই ওয়াক করে উঠলেন। বললেন, "উঃ কি বিশ্রী গন্ধ।" বলতে না বলতেই বমি করে ফেললেন।

সাবাই তাঁর কাছে ছুটে গেল। খাওয়ার আনন্দই মাটি হবার যোগাড়! ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। ভাবলাম, ব্র্যাণ্ডির বোতলে তাড়াতাড়ি কি মিশাতে কি মিশিয়েছি, কে জানে! যদি বিষ হয়ে থাকে তবে তো মিঃ পাম্বোলচুক্ মরেই যাবেন। আর পুলিস এসে আমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

দিদিও বোকা বনে গেছেন। এত ভাল ব্র্যাণ্ডি দিয়েছেন! এমনটি হবার কথা নয়! তিনি একটু ব্র্যাণ্ডি গ্লাসে ঢেলে শুঁকতে গিয়ে দেখেন, ফিনাইলের গন্ধ! ব্র্যাণ্ডির বোতলে ফিনাইল কি করে এল, তা আর তিনি কি করে জানবেন!

যাক সবটা মদ বমি হবার পর মিঃ পাম্বোলচুক্ সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। আবার খাবার শুরু হলো। দিদি সবাইকে পুডিং পরিবেশন করলেন। খেয়ে সবাই তারিফ করতে লাগলেন।

তখন দিদি বললেন, "এবার টার্কিশ মুরগীর রোস্ট আনছি।" এই বলে তিনি রান্নাঘরে গেলেন। আমার তখনকার অবস্থা আর বলবার নয়! সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। এই ভেবে যেই দোরের দিকে এগিয়েছি, অমনি একজন আমার হাত চেপে ধরে বলল, "যাচ্ছ কোথায়!"

দেখি, আমার সামনে একদল সৈন্য। তাদের প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক। একজনের হাতে আবার এক জোড়া হাতকড়ি!

—পাঁচ—

যে ঘরে খাওয়া-দাওয়া চলছিল, সৈন্যরা তারই দোরগোড়ায় এসে হাজির। বলল, "আপনাদের বিরক্ত করছি, মাপ করবেন। কিন্তু আমরা নিরুপায়। আমাদের এই হাতকড়ি জোড়া এখনই সারানো দরকার। এই কামারশালার মালিক কে?"

মিঃ জো এগিয়ে এলেন। হাতকড়ি জোড়া দেখে বললেন, "এটা সারাতে ঘণ্টা দুই লাগবে।"

সৈন্যদের মধ্যে যিনি সার্জেণ্ট, তিনি বললেন, "তা হলে দয়া করে এখনই কাজে লেগে যান। আমরা দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করছি।"

এতক্ষণে যেন আমার ধাড়ে প্রাণ এল। হাতকড়ি জোড়া তবে আমাকে ধরবার জন্য নয়!

সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করলেন, "জলাটা এখান থেকে কতটা দূর?"

দিদিই উত্তর দিলেন। বললেন, "মাইল খানেক হবে।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে কি ব্যাপার?"

"জেলখানা থেকে দু'জন কয়েদী পালিয়ে ওখানে লুকিয়ে আছে। সন্ধ্যার আঁধারের আগে তারা আর কোথাও যাবে না। তাই সন্ধ্যার আগেই আমরা তাদের ধরতে যাচ্ছি।"

জো হাতকড়ির জোড়াটি নিয়ে তাঁর কামারশালায় গেলেন। কয়েকজন সৈন্যও তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর সাথে সাথে গেল।

দিদি সার্জেণ্টকে বললেন, "হাতকড়ি মেরামত হতে তো সময় লাগবে। এই ফাঁকে একটু বিয়ার খেয়ে নিন।"

মিঃ পাম্বোলচুক্ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "বিয়ার কেন? আমি যে মদ এনেছি তাই খানিকটা দাও না!"

দিদি মদের বোতলটি আনা মাত্র মিঃ পাম্বোলচুক্ তা থেকে খানিকটা ঢেলে সার্জেণ্টকে খেতে দিলেন। নিজেও খেতে শুরু

করলেন। দেখতে দেখতে গোটা বোতলটি শেষ হয়ে গেল। তিনি তখন দ্বিতীয় বোতলটিও আনতে বললেন। বোতল দুটি যে তিনি দিদিকে উপহার দিয়েছেন, এখন যে আর তা তাঁর নিজস্ব নয়, তাঁর ফরমাশের বহর দেখে তা বুঝবার উপায় রইল না। দ্বিতীয় বোতলটিও আনা মাত্রই শূন্য হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে জো'-র কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাতকড়িটি সার্জেন্টের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা সকলে মিলে তাঁর সঙ্গে জলা পর্যন্ত যেতে পারেন কিনা।

মিঃ ওপ্‌সল্‌ ছাড়া আর সবাই অন্য কাজের অজুহাতে কেটে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত মিঃ জো, মিঃ ওপ্‌সল্‌ ও আমি সৈন্য দলের সঙ্গী হলাম।

প্রথমে আমরা কবরখানায় পৌঁছলাম। সৈন্যদল সেখানে তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কিন্তু সেখানে কারও দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তখন জলার দিকে চললাম। তখন শীত বেশ বাড়তে শুরু করেছে, রাস্তাও খুব খারাপ, সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। আমার হাড়ে কাঁপুনি ধরে গেল। বারবারই মনে হতে লাগল, মরতে কেন এলাম! কয়েদীটি যদি ধরা পড়ে আর আমাকে দেখে, তবে নিশ্চয়ই ভাববে, আমিই সৈন্যদলকে খবর দিয়েছি! বেচারা কি করে জানবে যে, এতে আমার কোন হাত নেই!

জলায় পৌঁছেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারও দেখা পাওয়া গেল না। আমি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভাবলাম, দুটি কয়েদীই ইতিমধ্যে এখান থেকে পালিয়েছে! কিন্তু আমাদের অনুমান যে ভুল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা টের পাওয়া গেল। মনে হল কিছু দূরে দু'জন লোক যেন কি নিয়ে চেঁচামেচি করছে। সার্জেন্টটি তাড়াতাড়ি সে দিকে ছুটলেন। তাঁর সাথে বাকী সবাইও ছুটল। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ছুটাছুটির পর দেখা গেল, দু'জন কয়েদী একটা খানার মধ্যে পরস্পর মারামারি আর গালাগালি করছে।

তাদের দু'জনের পায়েই বেড়ি। তা সত্ত্বেও দু'জনের হাত সমানেই

চলছে। সার্জেণ্ট আর তাঁর সৈন্যরা তাদের দু'জনকেই খানা থেকে টেনে তুলে তাদের হাতে হাতকড়া লাগালেন।

যেতে যেতে আগের দিনের দেখা কয়েদীটি বলল, "আমার পালাবার কাহিনী শুনবে?"

"এখানে বলে কি হবে? বিচারকের কাছে গিয়ে বলো!"—সার্জেণ্ট উত্তর দিলেন।

"না খেয়ে তো থাকা যায় না! তাই ওই গির্জার পাশের কবরখানায় বসে রুটি, পনির, চপ, রোস্ট এসব খেয়েছি।"

"নিশ্চয়ই চুরি করে?" সার্জেণ্ট বললেন।

"তাই। আর সে চুরি হয়েছে কামারবাড়ির রান্নাঘর থেকে।"

এই কথা শুনে সার্জেণ্ট চাইলেন জো'র দিকে; জো আমার দিকে। আমার তখন কি অবস্থা সে আর কি বলব! ভাবলাম, কেন মরতে এখানে এসেছিলাম! এমন সময় আবার কায়েদীটির নজরও আমার উপর পড়ল।

জো'ই যে সেই কর্মকার, সার্জেণ্ট একথা বলতেই, কয়েদীটি বলল, "তোমার সব খাবার চুরি করে খাওয়ার জন্য আমি দুঃখিত।"

"তোমার দুঃখের কোন কারণ নেই। ক্ষুধার সময় খাওয়া মানুষের স্বভাব-ধর্ম।"—জো উত্তর দিলেন।

আমার মনে হলো, জো'র কথা শুনে কয়েদীটির চোখ দুটি যেন জলে ভরে গেল।

—ছয়—

কয়েদী দু'জনকেই ফের জেলে নিয়ে যাওয়া হল। আমরাও বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

সারাটি পথ আমি ভেতরে ভেতরে বিবেকের দংশন বোধ করতে লাগলাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, জো'র কাছে সত্য

গোপন করাটা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তখন আর সব কথা প্রকাশ করার উপায় ছিল না।

পথে জল কাদায় সবারই জামা জুতা ভিজে গিয়েছিল। তাই বাড়ি ফিরে আমরা সোজা রান্নাঘরে ঢুকলাম। দিদি সব খবর জানবার জন্য উৎসুক হয়ে বসে ছিলেন। মিঃ পাম্বোলচুক্‌ও দিদির সাথে বসে গল্প করছিলেন। চিমনিতে তখনও গন্‌গনে আগুন।

জো এবং ওপ্‌সল্‌ আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে জামা জুতা শুকাতে শুকাতে জলার গল্প বলতে লাগলেন! আমি রাজ্যের ঘুম চোখে নিয়ে একটা চেয়ারে বসে ঢুলতে লাগলাম।

আমার ঘুমও দিদির অসহ্য হলো। তাই আমার গালে একটা জোর থাপ্পড় মেরে তিনি প্রথমেই আমার ঘুম ভাঙালেন, তারপর আমার কান ধরে টেনে নিয়ে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

দিদির রান্নাঘর থেকে কয়েদীটি কি করে সব খাবার জিনিস ও ব্র্যাণ্ডি চুরি করেছিল, এ নিয়ে গবেষণা শুরু হলো। এ বিষয়ে মিঃ পাম্বোলচুকের গলাই আর সবাইকে টেক্কা দিচ্ছিল। তাঁর অভিমত এই যে, কয়েদীটি দেওয়ালের গরাদেবিহীন জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল।

বেড়ি পায়ে কি করে তা সম্ভব, এ বিষয়ে মিঃ ওপ্‌সল্‌ কি যেন বলতে চাইছিলেন। কিন্তু মিঃ পাম্বোলচুকের গলাবাজিতে তা আর শোনা গেল না। জো প্রথম থেকেই চুপ করে ছিলেন, শেষ অবধিও তাই রইলেন।

এ সব কথা অবশ্য আমি পরদিন ভোরে জো'র মুখে শুনেছিলাম।

—সাত—

আগেই বলেছি, খুব ছোট বেলা থেকেই আমি দিদির বাড়িতে মানুষ। মানুষ কতখানি হয়েছি, দিদিই জানেন। তবে উঠতে বসতে দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর হাতে থাপ্পড়, কানমলা, চড়-চাপট অজস্র লাভ করেছি। বকুনির তো কথাই নেই।

এইভাবে যখন কিছুটা বয়স হলো, তখন জো'র কামারশালায় শিক্ষানবিশিতে ভরতি হলাম! আমার একটা হাতখরচও ঠিক হলো, যদিও তা কোনদিনই আমার হাতে আসেনি।

দিদি আমার যতই কড়া হোক, জো কিন্তু বড় ভালো মানুষ ছিলেন। আমাদের দু'জনের মধ্যে বয়সের এত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে আমি সব সময়ই বন্ধুর মত সদয় ব্যবহার পেয়েছি।

কামারশালার কাজের সাথে আমার পড়াশুনার একটা নামমাত্র ব্যবস্থাও হয়েছিল। মিঃ ওপ্‌সলের বুড়ো পিসীর একটা নৈশ স্কুল ছিল। সারাদিন কামারশালায় কাজের শেষে সন্ধ্যায় আমায় সে স্কুলে হাজিরা দিতে হতো। বুড়ী পিসীমা ছিলেন কুঁড়ের বাদশা, সন্ধ্যা থেকেই তাঁর দু'চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসত। কাজেই তাঁর স্কুলের পড়ুয়াদের পড়াশুনা যে কতটা এগোত, তা না বলাই ভাল। বুড়ী পিসী নাক ডাকাতে শুরু করতেন, আর আমরা ক'টি পড়ুয়া হুটোপুটি শুরু করে দিতাম। দিনের পর দিন এই ভাবেই চলত।

স্কুল ছাড়া বুড়ী পিসীর একটা মুদিখানাও ছিল। নামেই দোকান, তাতে জিনিসপত্র বড় একটা থাকত না। সে দোকান চালাবার ভার ছিল বুড়ীর বাপ মা-হারা অনাথ নাতনী বিডির উপর। আমি যেমন দিদির হাতে মার খেতাম, বিডিকেও বুড়ী পিসী তেমনি মারধোর করতেন। দেখতেও সে তেমন সুন্দর ছিল না। তবুও তার সাথে আমার ভাব জমতে দু'দিনও লাগল না। আমার যে সামান্য বর্ণপরিচয় হয়েছে, তার মূলেও ছিল বিডি।

সেই সামান্য বিদ্যা নিয়ে আমি আমার স্লেটে বড় বড় অক্ষরে জো'কে একখানা চিঠি লিখে একদিন তার কাছে হাজির হলাম। আঁকাবাঁকা লেখা, তিন লাইন চিঠিতে তিরিশটা ভুল। তাই দেখেই জো'র কি আনন্দ! আমাকে নিয়ে যে কি করবেন, যেন ভেবেই পাচ্ছিলেন না। এমনি ছিল আমার উপর তাঁর ভালোবাসা!

জো নিজে লেখাপড়া জানতেন না। সে সুযোগই তাঁর হয়নি।

তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে জো একদিন আমায় বলেছিলেন, "আমার বাবা ছিলেন ভয়ানক মাতাল। মদের ঝোঁকে মাকে ভীষণ মারধোর করতেন। শেষ পর্যন্ত বাবার অত্যাচারে মা একদিন চোখ বুজলেন। আমারও আর পড়াশুনা হলো না। তারপর থেকে এই কামারশালা নিয়েই আছি। এইখানেই তোমার দিদির সাথে আলাপ। তারপরই আমাদের বিয়ে হলো।"

আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, "দিদির মত এমন বদমেজাজী মেয়েকে আপনার কি করে পছন্দ হলো ?"

আমার প্রশ্ন শুনে জো হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার দিদির মেজাজটাই খারাপ, নইলে ভারী কাজের মেয়ে। সব কাজ তোমার দিদিই একলা হাতে করেন। আমি তো শুধু এই কামারশালা নিয়েই আছি।"

বলতে বলতেই মিঃ পাম্বোলচুকের গাড়ির শব্দ শোনা গেল। এই গাড়িতেই দিদি শহরে গিয়েছিলেন। জো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামাতে লাগলেন।

মিঃ পাম্বোলচুক্‌ও গাড়িতে ছিলেন। তিনিও নামলেন। আমরা সবাই তখন রান্নাঘরে আগুনের পাশে গিয়ে বসলাম। দিদি জো'কে বললেন, কাল সকালেই আমাকে শহরে গিয়ে মিস্ হ্যাভিসামের সাথে দেখা করতে হবে। সেখানে আমার কাজ হবে তাঁর ইচ্ছামত তাঁকে নানা রকম খেলা দেখানো।

মিস্ হ্যাভিসামের নাম আমরা আগেও শুনেছিলাম। ভারী খামখেয়ালী মহিলা। শহরের এক প্রান্তে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। সে বাড়িতে তিনি একলা থাকেন—কোথাও বেরুন না, কারো সঙ্গে মেশেন না। অথচ টাকা পয়সার তাঁর কোন অভাব নেই। সেই মিস্ হ্যাভিসাম্ কি করে আমার নাম জানলেন, আমি তো বুঝতেই পারলাম না, জো'ও পারলেন না। তাই তিনি সে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই করলেন।

কোন প্রশ্নের সোজা উত্তর দেওয়া আমার দিদির অভ্যাস নয়।

তাই তিনি মুখ খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "সবাই তো আর তোমার মত এমন নিষ্কর্মা নয়। মিঃ পাম্বোলচুক্ মিস্ হ্যাভিসামের জমিদারিতেই বাস করেন। মাঝে মাঝে তাঁর সাথে তাঁর দেখাশুনাও হয়। তাই তিনি যেই শুনলেন, মিস্ হ্যাভিসাম্ একটি ছোট ছেলের খোঁজ করছেন, অমনি তিনি পিপের নাম করলেন। বুঝতে পারলে হাঁদারাম!"

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এই ভূতের মত চেহারা নিয়ে মিস্ হ্যাভিসামের মত মহিলার কাছে হাজির হলে তিনি তাকিয়েও দেখবেন না।"

এই বলে আমার ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে বাথরুমে আমাকে টেনে নিয়ে এই ঠাণ্ডার মধ্যেই কলের নীচে বসিয়ে দিলেন। তারপর সারা গায়ে মাথায় সাবান মাখিয়ে সে কি দলাইমলাই! সাবানের ফেনায় আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল, ডলার চোটে আমার চামড়া দুই এক জায়গায় কেটে গেল! সে দিকে দিদির মন দেবার সময় কোথায়?

শেষে আমার সবে ধন নীলমণি এক সেট ভালো পোশাক, যা বরাবরই বাক্সে তোলা থাকত, তা পরিয়ে আমাকে মিঃ পাম্বোলচুকের জিম্মে করে দেওয়া হলো। আজ রাত্রিতে তাঁরই বাড়িতে বাস, কাল ভোরে তাঁর সাথেই মিস্ হ্যাভিসামের কাছে যাওয়া!

—আট—

মিঃ পাম্বোলচুকের বাড়ি পৌঁছেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হতে না হতেই ঘুম ভাঙল। বেলা আটটার সময় প্রাতরাশের ডাক পড়ল। আমি আর মিঃ পাম্বোলচুক্ এক টেবিলেই বসলাম। আমায় খেতে দেওয়া হলো খুব হালকা করে মাখন-মাখানো শুকনো রুটি, আর এক মগ দুধ। তা'তে দুধের চেয়ে জলই বেশী। আর

তিনি গরম গরম ক্রীম রোল আর প্লেট ভরতি মাংস শেষ করতে লাগলেন।

যা হোক, বেলা দশটার সময় আমরা মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম এবং মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাঁর বাড়ির সামনে হাজির হলাম। বিরাট জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড বাড়ি! কিন্তু দেখে মনে হয়, পোড়ো বাড়ি! দরজা জানালা বেশির ভাগই বন্ধ।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তেই একটি তরুণী দোতলার একটি জানালা খুলে জিজ্ঞাসা করল, "কে ?"

"আমি পাম্বোলচুক্!"

"দাঁড়ান, আসছি।"

তরুণীটি এসে চাবি দিয়ে সদর দরজার তালা খুলল। মিঃ পাম্বোলচুক্ বললেন, "পিপ্‌কে নিয়ে এসেছি।"

"এইটিই বুঝি পিপ্? এসো, ভেতরে এসো।" বলে আমাকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল।

মিঃ পাম্বোলচুক্‌ও ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিলেন। তরুণীটি তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, "বাড়ি ফিরে যান। শুধু পিপ্‌ই ভেতরে যাবে।" এই বলে সে দরজা বন্ধ করে চাবি দিল। মিঃ পাম্বোলচুক্ অপ্রস্তুত হয়ে আমার দিকে একটা ভ্রূকুটি করে বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

তরুণীটি আমাকে পথ দেখিয়ে চলল। তার হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। তারই স্বল্প আলোকে আমরা পথ চলছিলাম। সব কটি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ, কোন দিক দিয়ে এতটুকু আলো আসবার মত ফাঁকও নেই। এ ভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত একটা বড় ঘরের দরজার কাছে এসে তরুণীটি আমায় বলল, "এবার ভেতরে যাও।"

তার কথা শুনে আমি সসংকোচে বললাম, "তুমি আগে আগে যাও। আমি তোমার পেছনে পেছনে ঢুকব।"

"বোকার মত কথা বলো না। ও ঘরে আমি যাব না। তোমাকে

একাই যেতে হবে। যাও।" এই বলে সে মোমবাতিটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি আর কি করি! তাই আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিলাম। ভেতর হতে আদেশ হল, "এসো।"

ভয়ে ভয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখি প্রকাণ্ড একটি হল ঘর। চারদিকে নানারকম কাজকরা বাতিদানে মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোয় ঘরখানা দিনের আলোর মতই উজ্জ্বল। ঘরে নানা মূল্যবান্ আসবাবপত্র।

মাঝখানে একটি ড্রেসিং টেবিল। তার প্রকাণ্ড আয়নার ফ্রেমটির রং সোনালী। তার একপাশে একখানা আরাম কেদারায় একটি মহিলা বসে। তাঁর একটি হাত টেবিলের উপর হেলান দেওয়া। এইরূপ অপরূপ মহিলা আমি সারাজীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। তাঁর পরিধানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, সবই সাদা। পায়ের জুতো, মাথার চুল তাও সাদা। গলায় একটা প্রকাণ্ড সাদা মুক্তার মালা! টেবিলের উপরও নানারকম গয়না। দেখলেই মনে হয়, সাজতে বসে যেন সাজ শেষ হয়নি। ঘরের এখানে সেখানে পোশাকের বাক্স খোলা, গয়নার বাক্সও টেবিলের উপর এলোমেলো ছড়ান।

মহিলাটি ধবধবে ফরসা—রক্তশূন্য কঙ্কালসার চেহারা। তিনি যদি আর কিছুক্ষণ কথা না বলতেন, তবে আমি হয়তো তাঁকে মৃত কঙ্কাল বলেই মনে করতাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি?"

"মাদাম, আমি পিপ্। মিঃ পাম্বোলচুক্ আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

"আমার কাছে এসো তো! একটু ভাল করে দেখি।"

ভয়ে ভয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকাতে আমার ভরসা হলো না। তাই দেখে তিনি বললেন, "আমার দিকে তাকাও! কি, ভয় পাচ্ছ?"

যদিও ভয়ে বুক দুরুদুরু করছিল, তবুও আস্তে আস্তে বললাম, "আজ্ঞে, না।"

আমার কথা শুনে তিনি তাঁর একখানি হাত বুকের উপর রেখে ধীরে ধীরে বললেন, "জানো, এখানে বড় জ্বালা! সংসারে বড়দের সাথে অনেক খেলা খেলেছি। তাতে মন ভরেনি। তাই তোমাদের মত ছোটদের খেলা দেখতে চাই, যদি প্রাণে একটু শান্তি পাই! আপন মনে এখানে খানিকক্ষণ খেলো দেখি!"

আমি মহিলাটির কথার কোন তাৎপর্যই বুঝতে পারলাম না। তাই চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলাম। তাই দেখে তিনি বললেন, "কথা শুনতে পারছ না, বেআদব ছেলে!"

"না না, আমি বেআদব নই। তবে এখানকার সব কিছুই আমার কাছে এমন নূতন, এমন অদ্ভুত, এমন বিষাদ-মলিন মনে হচ্ছে যে"—

আমার কথা শেষ করতে পারলাম না। তিনি আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, "এর কাছে সব নূতন, অথচ আমার কাছে কত পুরানো! এর কাছে এত অদ্ভুত, আর আমার কাছে এত পরিচিত! তবে বিষাদ-মলিন বটে! যাক, এস্টেলাকে ডাকো তো!"

এস্টেলা কে, কোথায় তাকে ডাকব, বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়েই রইলাম। তাই দেখে তিনি আবার বললেন, "যাও এস্টেলাকে ডেকে নিয়ে এসো। দোরের কাছে গিয়ে ডাকলেই তাকে পাবে।"

আমি আর কি করি! দোর খুলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকতেই সে সাড়া দিল। দেখলাম যে তরুণীটি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, তারই নাম এস্টেলা।

সে ঘরে প্রবেশ করতেই মিস্ হ্যাভিসাম্ টেবিল থেকে একটা প্রকাণ্ড মুক্তার ব্রোচ তুলে তার বুকের কাছে নিয়ে বললেন, "তোমাকে বেশ মানাবে! একদিন এ তোমারই হবে। এখন এই ছেলেটির সঙ্গে খানিকক্ষণ তাস খেলো তো, আমি দেখি।"

"এই ছেলেটার সঙ্গে আমি তাস খেলব? এ যে একটা গেঁয়ো ভূত!"

আমার মনে হলো, মিস্ হ্যাভিসাম্ যেন তাকে ফিসফিস করে বললেন, "যাই হোক, তুমি তো ওর বুকে আগুন জ্বালাতে পার!"

কথাটা এতই অসম্ভব যে, আমি যেন আমার কানকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না।

মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি তাসের কি খেলা জান?"

"গাধা পিটাপিটি!"

"ওকে হারিয়ে গাধা বানিয়ে দাও।"—মিস্ হ্যাভিসাম্ এস্টেলাকে লক্ষ্য করে বললেন।

এস্টেলা তাস বাঁটতে শুরু করল। আর এই ফাঁকে আমি আবার ঘরের চারদিকে নজর দিলাম। এবার আর আমার সন্দেহ রইল না যে, এই ঘরে কে যেন সাজতে বসেছিল। যে কারণেই হোক, তার সে সাজ আর শেষ হয়নি। তাই যেখানকার জিনিস সেখানেই পড়ে আছে।

তাস খেলায় বারবারই আমি হারতে লাগলাম। তাই দেখে এস্টেলা বলে উঠল, "বোকাটা কেবলই হারছে। একবারে গেঁয়ো ভূত! যেমন চোয়াড়ে হাত, তেম্‌নি নোংরা কাপড় জামা। কাছে বসতেও ঘেন্না করে।"

আমি চুপ করে আছি দেখে, মিস্ হ্যাভিসাম্ বললেন, "পিপ্ তুমি জবাব দিচ্ছনা যে!"

"জবাব আর কি দিব, মাদাম!"

"যা হোক্ কিছু বলবে ত!"

"মেয়েটি ভারী দেমাকে। রূপের গর্বে কাউকে অপমান করতে বাধে না।"—আমি সসংকোচে বললাম।

"তাই তোমার আর ভালো লাগছে না।"

"না, তা' নয়। তবে এখন আপনার অনুমতি পেলে বাড়ি যেতে চাই।"

"যাবে। তবে যাবার আগে খেয়ে যেয়ো।"

"আবার কবে আসব?"

"আবার ছ' দিন পর, বুঝেছ?"

"বুঝেছি, মাদাম।"

"বেশ, এবার নীচে যাও। এস্টেলা! একে নীচে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দাও। ইচ্ছে করলে সে বাগানটা ঘুরে দেখতে পারে।"

আমি এস্টেলার সাথে নীচে নেমে এলাম। সে আমাকে খেতে দিলে, আমি বাগানের এক কোণে বসে তা খেলাম। খেতে খেতে এস্টেলার কথাই ভাবতে লাগলাম। মেয়েটি কি সুন্দর, কিন্তু কি তার অহংকার! আর আমাকে তার কি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! এরই সাথে আবার খেলতে হবে, খেলায় হেরে তার ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইতে হবে! ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে এস্টেলা ফিরে এল। তার হাতে সদর দরজার চাবি। দোর খুলে দিতেই আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

—নয়—

বাড়ি ফেরা মাত্রই আমার দিদি মিস্ হ্যাভিসাম্ সম্বন্ধে সব কথা জানবার জন্য আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরলেন। মহিলাটি এমনই অদ্ভুত প্রকৃতির যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলে তাঁর স্বরূপ বুঝান আমার সাধ্যের বাইরে। তাই কিছু না বলে চুপ করে থাকাই স্থির করলাম। ফলে দিদির হাতে শারীরিক লাঞ্ছনার অন্ত রইল না। তবু আমি আমার সংকল্পে অটল রইলাম।

কিন্তু এ সময় হন্তদন্ত হয়ে এলেন মিঃ পাম্বোলচুক্। মিস্ হ্যাভিসাম্ সম্বন্ধে সব কিছু জানবার জন্য তিনিও হাঁসফাঁস করছিলেন। তাই এসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শহরে কেমন কাটল ?"

"বেশ ভাল।"

"তার মানে ?"

"বেশ ভাল কাটল—এর মানে তো শক্ত নয়!"

আমার দিদির ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি আমার মাথাটা ঘরের দেওয়ালে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "হতভাগা কোন্ কথাই সোজা করে বলতে শেখেনি।"

মিঃ পাম্বোলচুক্ তখন দিদিকে বললেন, "আপনি চুপ করে থাকুন। আমি জিজ্ঞেস করছি।" তারপর আমাকে বললেন, "মিস্ হ্যাভিসাম্ দেখতে কেমন?"

"খুব কালো আর মোটা।"

"তুমি যখন গেলে তখন তিনি কি করছিলেন?"

"তিনি তাঁর ঘরে একটা কালো গাড়িতে বসেছিলেন।"

"ঘরের ভিতর গাড়ি!"—দিদি অবাক হয়ে বললেন।

মিঃ পাম্বোলচুক্ বললেন, "পিপ্ বোধ হয় চেয়ারকে গাড়ী বলে ভুল করছে।" তারপর আমাকে বললেন, "সেখানে সারাদিন কি করলে?"

"নানা রকম খেলা খেললাম। তার পর বেশ পেট পুরে খেলাম।"

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, মিঃ পাম্বোলচুক্ মিস্ হ্যাভিসাম্‌কে কোন দিন চোখে দেখেননি। তাই তিনি যাই জিজ্ঞেস করলেন, আমি তার মন গড়া উত্তর দিতে লাগলাম।

আমাকে যদি আরও প্রশ্ন করা হতো, তবে আমি এই মিথ্যার জাল কতদূর পর্যন্ত ছড়াতে পারতাম জানি না। আমার ভাগ্য ভাল যে, আমাকে আর কোন জেরা করা হলো না। এতক্ষণ যে কাহিনী শুনিয়েছি, তাই নিয়েই তারা আলোচনায় ডুবে গেলেন।

একটু বাদেই কামারশালা বন্ধ করে জো এলেন। আমার দিদি আমার সমস্ত কাহিনীটি টীকাটিপ্পনী সহকারে তাঁকে তক্ষুণি শোনালেন। শুনে জো'র চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ!

জো'কে ধাপ্পা দেওয়া আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তাই প্রথম সুযোগেই তাঁকে নিরিবিলিতে সব কথা খুলে বললাম। শুনে জো শুধু বললেন, "মিছে কথা বলা সব সময়ই অন্যায়। আর কোন দিন

মিছে কথা বলো না। আজ শোবার আগে প্রার্থনা করবে, ভগবান যেন তোমার এই অন্যায় ক্ষমা করেন।"

জো'র এই সরল বিশ্বাসে আমি আবার নূতন করে মুগ্ধ হলাম। ভাবলাম, এমন মহৎ সরল হৃদয় সংসারে অমূল্য সম্পদ্।

—দশ—

আমাদের গাঁয়ে বড়দের একটা আড্ডাখানা ছিল। জো'ও মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। এক শনিবারে জো সেখানে গেছেন। দিদির কথায় আমি তাঁকে ডাকতে গেছি। গিয়ে দেখি জো, মিঃ ওপ্‌সল্ এবং আর একজন অজানা লোক সেখানে বসে চা খাচ্ছেন। জো' আমাকে দেখেই বললেন, "পিপ্! তুমি এখানে কি মনে করে?"

জো'র মুখে আমার নাম শোনামাত্র অচেনা লোকটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর জো'কে বললেন, "আপনারই একটা কামারশালা আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার বাড়ির কাছে একটা জলাও আছে? তার কাছে একটা কবরখানাও আছে?"

"ঠিকই অনুমান করেছেন।"—জো উত্তর দিলেন।

"ও দিকটা ভারী নিরিবিলি। লোকজন নেই বললেই চলে। তাই নয় কি?"

"সেদিকে আর কে থাকবে? তবে মাঝে মাঝে জেল-পালানো কয়েদীদের ওখানে দেখা মেলে। কিছু দিন আগে দু'জন কয়েদীকে আমরা ওখানে দেখেছিলাম। পিপ্, তুমিও তো সঙ্গে ছিলে! তোমার মনে পড়ছে তো?"

"পড়ছে বইকি!" আমি বললাম।

"তোমার নাম বুঝি পিপ্?" অচেনা লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ।"

"মিঃ জো তোমার কে হন?"

"ভগ্নীপতি।"

আমার সাথে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোক একটি অদ্ভুত কাজ করছিলেন। তিনি যে চা খাচ্ছিলেন, তা চামচ দিয়ে না নেড়ে একটা লোহার উকো দিয়ে নাড়ছিলেন। আমি পরিষ্কার দেখলাম, এটি সেই উকো, যা আমি জো'র কামারশালা থেকে চুরি করে এক জেল-পালানো কয়েদীকে দিয়েছিলাম। সেই উকো এই ভদ্রলোকের কাছে কি করে এল বুঝতে পারলাম না।

জো'র চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। তাই আমরা বাড়ি যাবার জন্য উঠতেই সেই অচেনা ভদ্রলোক পকেট হাতড়ে কিছু খুচরা বার করে তার থেকে একটি শিলিং কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটি তোমায় দিলাম।"

বাড়ি গিয়ে কাগজটি খুলতেই দেখি, সেটি সাধারণ কাগজ নয়। এক পাউণ্ড মূল্যের দুখানা ব্যাঙ্ক নোট, আর তা দিয়ে জড়ানো একটি শিলিং।

জো ব্যাঙ্ক নোট দু'খানি নিয়ে তক্ষুণি সেই ভদ্রলোকের খোঁজে গেলেন। গিয়ে দেখেন, তিনি নেই। আমরা চলে আসার সাথে সাথেই তিনিও কোথায় চলে গেছেন, তা কেউ বলতে পারল না।

—এগারো—

নির্দিষ্ট দিনে আমি আবার মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ি হাজির হলাম। এবারও এস্টেলাই দোর খুলে দিল এবং গতবারের মতই বাতি হাতে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তবে এবার নূতন পথে যাওয়া হলো। কিছুদূর গিয়েই খোলা উঠান, সেখানে চমৎকার আলোর ছড়াছড়ি। তার একপাশে একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির

বাইরেই একটা প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘড়ি। মিস্ হ্যাভিসামের ঘরের ঘড়ির মত এ ঘড়িতেও আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট হয়ে আছে।

এ বাড়িরই সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। এক ভদ্রলোক নীচে নামছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেটি কে? কোথায় ওকে নিয়ে যাচ্ছ?"

"মিস্ হ্যাভিসাম্ ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"—এস্টেলা বলল।

"বেশ বেশ! বেশ ভালোভাবে চলো। কোনরকম বেআদবি যেন করো না।" আমাকে এই উপদেশ দিয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন।

এস্টেলা দরজার কাছ থেকে সেদিনের মতই বিদায় নিল। আমি ভেতরে ঢুকলাম। মিস্ হ্যাভিসাম্ সে দিনের মতই এক ভাবে সেই একই আরাম-কেদারায় বসে। ঘরের আর সব জিনিসপত্রও আগের মতই ছড়ান। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "এসেছ! খেলার জন্য তৈরী তো।"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, "তার্স খেলতে হবে?"

"তাস্ খেলতে চাও না? বেশ! কাজ করতে আপত্তি নেই তো?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে ওই সামনের দিকের ঘরটায় যাও।"

সে ঘরে ঢুকে দেখি, সেখানেও দিনের আলোর কোন চিহ্ন নেই। সমস্ত ঘরটায় ভ্যাপসা গন্ধ, এক কোণে চুল্লীতে আগুন জ্বলছে। সে আগুনও সম্প্রতি জ্বালা হয়েছে, তাতে উত্তাপের চেয়ে ধোঁয়াই বেশী। ঘরের একোণে ওকোণে বাতিদানে মোমবাতি জ্বলছে। ঘরের মধ্যে সব চাইতে বেশী যা নজরে পড়ে সে হচ্ছে একটা লম্বা টেবিল। তার উপর টেবিল ক্লথ পাতা। মনে হয় টেবিলের উপর নানা রকম খাবার সাজান হয়েছিল। কিন্তু সে টেবিলে কেউ বসবার আগেই এই ঘরের মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, আর ঘড়িটিও ঠিক সেই সময় বন্ধ হয়েছে। টেবিলের মাঝখানে বড় বড় খাবার কিছু সাজান ছিল, এখন ধুলো আর মাকড়সার

জালে তা চেনবার উপায় নেই। ঘরের চারদিকে ইঁতুর আরসোলার রাজত্ব।

মিস্ হ্যাভিসাম্ টেবিলের ওদিকটায় আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "আমি যখন মরব, আমায় ওরা ওখানে শুইয়ে রাখবে।"

তাঁর মোমের মত বিবর্ণ চেহারা, এই ভুতুড়ে পরিবেশ, আর এই কথা!—আমি যেন কেমন অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

তিনি আমার এ অবস্থা দেখে আবার বললেন, "জান, ওটা হচ্ছে আমার বিয়ের কেক।"

এই বলে তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। আমাকে টানতে টানতে বললেন, "চল, আমায় হাঁটাবে, চল।"

তিনি এক হাতে আমার কাঁধ ধরে, আর এক হাতে একটা লাঠি ভর করে ঘরটার চার ধারে ঘুরতে লাগলেন। দুর্বল শরীরে এ ভাবে হাঁটা তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তবুও তিনি থামলেন না।

হাঁটতে হাঁটতে তিনি আমায় বললেন, "জান পিপ্, আজ আমার জন্মদিন। টেবিলের উপর এই যে সব খাবার দেখছ, তোমার জন্মের কত বছর আগে এমনি এক দিনেই তা সাজান হয়েছিল। ইঁতুর আরসোলায় তা খেয়ে শেষ করেছে। আর আমাকে শেষ করেছে কাল।" এই বলে তিনি একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। খানিক বাদে বললেন, "এস্টেলাকে ডাকো।"

এস্টেলা এলে আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, "তোমরা দুটিতে সেদিনের মত তাস খেল, আমি দেখি।"

আজও আমি বারবার এস্টেলার কাছে হেরে যেতে লাগলাম। খেলা শেষে আমার ফের আসবার দিন ঠিক করে আমাকে নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এস্টেলাই আমাকে নীচে নিয়ে এল। সেদিনের মতই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার সামনে কিছু খাবার রেখে দিল। পেটের ক্ষিধেয় সেই অশ্রদ্ধার খাবারও পেট পুরে খেয়ে সে দিনের মতই বাগানের এ দিকটায় ঘুরতে লাগলাম। বহুকাল বাগানের কোন যত্ন নেওয়া

হয়নি। এখানে সেখানে শুকনো গাছ, আগাছার জঙ্গল, আর আবর্জনা।

হঠাৎ একটা প'ড়ো বাড়ির দোতলার একটা জানালার দিকে নজর পড়ল। অবাক্ হয়ে দেখলাম সেখানে একটি যুবক দাঁড়িয়ে। তার চেহারা বিবর্ণ, চক্ষু বসা, মাথায় চুল পাতলা। শরীরে শক্তি আছে বলেই মনে হয় না, এমনই রোগা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধহয় কিছু পড়ছিল। আমায় দেখেই সরে গেল।

পর মুহূর্তেই কোন্ অদৃশ্য পথে দোতলা থেকে নেমে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আমাকে বলল, "এখানে কি মনে করে? কার হুকুমে এখানে ঢুকেছ?"

আমি এস্টেলার নাম করলাম।

"এস্টেলা!" এই বলেই সে হঠাৎ আমার মুখে এক ঘুষি মারল।

আমারও সহ্য হলো না। আমিও পালটা ঘুষি বাগালাম। মুহূর্তে দু'জনের মধ্যে প্রবল মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বেচারা প্রথম ঘুষিতেই মাটি নিল, কিন্তু নিমেষেই আবার উঠে দাঁড়াল। আবার ঘুষি চালালাম, আবারও সে পড়ে গেল। বার কয়েক পড়ে যাবার পর তার আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি রইল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমি হেরে গেছি, তুমিই জিতেছ।"

আমি তখন তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সে আমার সব রকম সাহায্যই ধন্যবাদসহ প্রত্যাখ্যান করল। তারপর টলতে টলতে নিজেই কোন রকমে তার ঘরের দিকে চলে গেল।

আমিও বাইরে যাবার জন্য সদর দরজার দিকে পা বাড়ালাম। দেখি, এস্টেলা চাবি হাতে আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। তার চোখ মুখ ঝলমল করছে। মনে হলো কোন কিছুতে সে খুব খুশী হয়েছে।

এতক্ষণ আমি কোথায় ছিলাম, সে বিষয়ে সে আমায় কোন কিছু জিজ্ঞাসা করল না। আমাকে সদর দরজার দিকেও নিয়ে গেল না। বরং সে আবার সেই অন্ধকার সরু পথেই চলল এবং আমাকেও তার সাথে যেতে বলল। একটু গিয়েই সে আমার দিকে ফিরে

দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আমার হাতটি একবার ধরতে পার।"

আমি সানন্দে তার কথা রক্ষা করলাম। তার এই হঠাৎ সদয় ব্যবহারে আমার মনেও খুশীর ছোঁয়াচ লাগল।

—বারো—

বাড়ি ফিরে মনে মনে বিষম ভয় পেতে লাগলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে মারামারির ফলে আমার না জানি কি শাস্তি হয়! যদিও আমি যেচে মারামারি করতে যাইনি, কিন্তু আমিই মার দিয়েছি বেশী। আমার ঘুষির চোটেই বেচারীর অনেক জায়গা কেটে রক্তপাতও হয়েছে। তার জন্য হয়তো আমাকে পুলিসে দেওয়া হবে, জেলে পাঠান হবে, নয়তো মিস্ হ্যাভিসাম্ই তাঁর পিস্তল দিয়ে আমাকে গুলি করবেন। এমনও হতে পারে শহরের ছেলেদের আমার পিছনে লেলিয়ে দিবেন—এই সব নানা চিন্তায় আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ি যাবার দিন যতই এগুতে লাগল, আমার মনের ভয়ও ততই বাড়তে লাগল। যা হোক, ভগবানের নাম জপ করতে করতে নির্দিষ্ট দিনে সেখানে গিয়ে দেখি, আমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। কারো মুখেই সে দিনের মারামারির কোন কথাই নেই। সব ব্যবস্থাই ঠিক আগের মতই। সেই ভদ্রলোকেরও আর পাত্তা নেই!

আজ মিস্ হ্যাভিসাম্ বাড়ির উঠানে একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বসেছিলেন। চেয়ার ঠেলে ঠেলে তাঁকে উঠানে ঘুরানোই ছিল আমার আজকের কাজ। বেলা বারোটা পর্যন্ত এভাবে তাঁকে ঠেলার পর আমার ছুটি।

এ ভাবেই কয়েক মাস চলল। নির্দিষ্ট দিনে আমি যাই। মিস্ হ্যাভিসামের খেয়াল-খুশী মত আমার উপর কাজের ভার পড়ে। তিনি এখন আমার সাথে অনেক বেশী কথা বলেন।

একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বড় হয়ে আমি কি করব। আমি বললাম, "খুব সম্ভবতঃ আমি জো'র কাজেই শিক্ষানবিসি করব।"

"পড়াশুনা করবার তোমার ইচ্ছা হয় না?"

"হয় বইকি! কিন্তু তার সুযোগ কোথায়?"—উত্তর দেবার পর মনে মনে আশা করছিলাম, তাঁর মুখে শুনতে পাব, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুই বললেন না। তাঁর কাছে আমি আমার কাজের পারিশ্রমিক বাবত কিছু পাব কিনা, তার ইঙ্গিত পর্যন্ত তিনি দিলেন না।

এস্টেলার ব্যবহারও আমার কাছে দুর্বোধ্যই রয়ে গেল। কোন কোন দিন সে আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করত, কোন কোন দিন বা একটু হেসে দু' একটা মিষ্টি কথা বলত। আবার কোন দিন পরিষ্কারই বলত, আমি তার দু'চোখের বিষ।

মাঝে মাঝে আমরা তাস খেলতাম। সে সময় সে যদি আমার উপর মেজাজ দেখাত, আমার মনে হতো মিস্ হ্যাভিসাম্ তাতে খুশীই হতেন। তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে আদর করতেন, আর তার কানে কানে বলতেন, "এদের বুকে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দাও।"

'এদের' বলতে তিনি কাকে লক্ষ্য করতেন, ঠিক বুঝতে পারতাম না। তবে তাঁর কাছে আশকারা পেয়ে আমার প্রতি এস্টেলার দুর্ব্যবহার মাঝে মাঝে বেশ মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, তবুও চুপ করেই থাকতাম। এস্টেলার প্রতি আমার ছিল এই এক ধরনের দুর্বলতা।

একদিন আমার উপর মিস্ হ্যাভিসামের হুকুম হলো, গান গাইতে হবে। গান আমি ভাল জানি না, তা ছাড়া আমার গলাও ভাল নয়। তা সত্ত্বেও আমাকে গাইতে হলো, মিস্ হ্যাভিসাম্‌ও যোগ দিলেন, এস্টেলাও যোগ দিল। রক্ষা এই যে, আমরা সবাই খুব নীচু গলায়ই

গাইলাম। আমরা তিন জন ছাড়া সে গান আর কেউ শুনতে পেল না।

বাড়িতে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই নানা আলোচনা হতো। তার প্রধান অংশীদার আমার দিদি আর মিঃ পাম্বোলচুক্। মিস্ হ্যাভিসাম্ আমাকে কি কুবেরের ধন দেবেন, এই নিয়ে তাঁদের গবেষণায় অন্ত ছিল না। এ সব আলোচনায় জো চুপ করেই থাকতেন। আমিও চুপ করেই শুনতাম।

একদিন মিস্ হ্যাভিসাম্ হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "পিপ্, তুমি দিন দিনই ঢ্যাঙা হয়ে উঠছ।"

সত্যি সত্যি আমি মাথায় বেশ বেড়ে উঠছিলাম। তাই চুপ করেই রইলাম।

সেদিন যখন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেব, তিনি আমায় বললেন, "তোমার ভগ্নীপতির নামটা যেন কি ?"

"জো গ্রিগরি।"

"তার কাছেই তুমি শিক্ষানবিসি করবে বলছিলে না ?"

"হ্যাঁ।"

"তাকে বলো, তোমার শিক্ষানবিসির কাগজপত্র ঠিকঠাক করে কালই যেন আমার কাছে আসে। তোমাকে আমার আর দরকার নেই। তুমি তার কাছেই কাজ শিখবে।"

বাড়ি ফিরে জো'কে এ সংবাদ দিতে তিনি খুশীই হলেন। কিন্তু আমার দিদির অন্য মূর্তি! রাগে তিনি কি করবেন, ভেবেই পাচ্ছিলেন না। আমার উপর তাঁর মধুবর্ষণ তো হলোই, তারপর শুরু হলো জো'র উপর। এমন অপদার্থ, অকর্মা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। নইলে এমন একটা দুঃসংবাদেও এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে! তার উচিত এখুনি গলায় দড়ি দেওয়া।

জো নির্বিকার চিত্তে স্ত্রীর বাক্যবাণ সহ্য করতে লাগলেন। এ তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

—তেরো—

মিস্‌ হ্যাভিসামের সাথে দেখা করতে রওনা হবার আগে জো'র সে কি অদ্ভুত সাজ-পোশাকের ঘটা! আমি যতই বলি যে, তাঁর নিত্যকার সাধারণ পোশাকেই তাঁকে বেশ মানায়, তিনি ততবারই মাথা নেড়ে বলেন, "তা কি হয়! কত বড় একটা মানী লোকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি!"...

শেষ পর্যন্ত জো'র সাজ যা দাঁড়াল, তাতে আমার হাসি চাপা দায় হয়ে উঠল। কিন্তু জো মহা খুশী। আমার দিদিও বায়না ধরলেন, তিনিও আমার সাথে শহরে যাবেন, তবে তিনি মিঃ পাম্বোলচুকের বাড়ি নেমে যাবেন। তাঁরও সাজগোজের কমতি হলো না। সাথে প্রকাণ্ড একটা বাস্কেট, মাথায় কাজকরা টুপি, হাতে ছাতা। আড়ম্বর প্রকাশ ছাড়া এদের কোনটারই প্রয়োজন ছিল না।

দিদিকে মিঃ পাম্বোলচুকের বাড়ি রেখে আমরা মিস্‌ হ্যাভিসামের বাড়ি গেলাম। এস্টেলাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

মিস্‌ হ্যাভিসাম্‌ একটা ইজিচেয়ারে বসা ছিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই জো'কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমিই বুঝি পিপের ভগ্নীপতি?"

এই সোজা কথার জবাব দিতেই জো'র মুখে কথা আটকে গেল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার পর কোন মতে জড়িয়ে জড়িয়ে জবাব দিলেন যে, তিনি আমার ভগ্নীপতিই বটে।

"তুমিই বুঝি পিপ্‌কে মানুষ করছ? তোমার কাজই তাকেও শেখাবে, তাই না?"

এবারও জো কোন রকমে জবাব দিলেন।

"পিপের এতে কোন আপত্তি নেই তো? কামারশালার কাজ তার ভাল লাগে তো?"

জো সোজা জবাব না দিয়ে আমাকে বললেন, "কি বল পিপ্, তোমার তো আপত্তি নেই, আর একাজ তো তোমার ভালই লাগে ?"

মিস্ হ্যাভিসাম্ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তার শিক্ষানবিসির সব কাগজপত্র ঠিকঠাক করে এনেছ তো ?"

"হ্যাঁ। এই যে।" এই বলে তিনি কয়েকটি কাগজ বের করলেন।

"এজন্য তুমি পিপের কাছ থেকে কোন টাকা পয়সা চাও না ?"

"না, আমাদের মধ্যে টাকা পয়সার কোন কথাই হয়নি। কি বল পিপ্ ? তুমি আমার কাছে কাজ শিখবে, তার জন্য আমি তোমার কাছে টাকা নেব, এ আবার কেমন কথা !"

মিস্ হ্যাভিসাম্ আবারও শীর্ণ হাসি হাসলেন। তারপর তাঁর ব্যাগ খুলে বললেন, "পিপ্ এত দিন যে আমার এখানে কাজ করেছে, তার জন্য তো তার কিছু পাওনা হয়েছে। সেটাই সে তোমায় আগাম দক্ষিণা দেবে।"

এই বলে তিনি আমার হাতে পঁচিশ পাউণ্ডের নোট দিয়ে তা জো'কে দেবার আদেশ দিলেন। এতগুলি টাকা একসঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে পেয়ে জো যে তাঁর কৃতজ্ঞতা কি ভাবে প্রকাশ করবেন, তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আমি মিস্ হ্যাভিসাম্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে কি আর আসতে হবে ?"

"না, মিঃ গ্রিগরি এখন তোমার মনিব। ওর কাছেই এখন তুমি কাজ শিখবে।"

তারপর জো'কে বললেন, "পিপ্ বেশ ভাল ছেলে ছিল। এই পঁচিশ পাউণ্ড তারই পুরস্কার। পিপের শিক্ষানবিসির জন্য তুমি আর কিছু চাইবেও না, পাবেও না। বুঝলে ? এবার তোমরা যেতে পার।···এস্টেলা, এদের বাইরে রেখে এস।"

দিদি আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মিঃ পাম্বোলচুকের বাড়ি পৌঁছাতেই তিনি সব কিছু জানবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। পাম্বোলচুকের চোখে মুখেও ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

জো সহজে আসল কথাটি ফাঁস করলেন না। দিদিকে বললেন, "মিস্ হ্যাভিসাম্ তোমাকে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন।"

"ওসব কথা থাক। আসল কথা বল।" দিদি ও মিঃ পাম্বোলচুক্ এক সাথে বললেন।

"আসল কথা আবার কি?"

"মিস্ হ্যাভিসাম্ পিপ্‌কে কি দিলেন?"

"কিছুই দেননি।"

"একবারেই কিছু দেননি।"

"পিপ্‌কে দেননি। তবে তার দিদিকে দিয়েছেন।"

"কত?"

"পঁচিশ পাউণ্ড।" এই বলে জো দিদির হাতে নোটগুলি তুলে দিলেন

মিঃ পাম্বোলচুকের সব ব্যাপারেই বাহাদুরি নেওয়া চাই। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমি যোগাযোগ করে দিয়েছিলাম বলেই তো এতগুলি টাকা ঘরে এল। এখন পিপের শিক্ষানবিসির ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে ফেলা যাক, ভবিষ্যতে যাতে ছোকরা কোন গোলমাল না করতে পারে।"

মিঃ পাম্বোলচুক্ আমাকে আর জো'কে টাউন হলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে হাজির করলেন। তাঁর সামনেই সব কাগজপত্র সই হলো।

দিদি প্রস্তাব করলেন, "এই উপলক্ষে হোটেলে কিছু খাওয়া-দাওয়া হোক। আমরা তিনজন ছাড়া বাইরের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থাকবেন, পাম্বোলচুক্, ওপ্‌সল্ এবং হাবল্ দম্পতি।"

হোটেলে সবাই খুব হইচই করল। জো চুপ করেই রইলেন। আমার তো মুখ খুলবার প্রশ্নই ওঠে না। তারপর অনেক রাত্রিতে যখন ঘুমুতে গেলাম, তখন সত্যি সত্যিই আমি ক্লান্ত। এই ক্লান্তির মধ্যেও আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, জো'র সাথে কামারশালার কাজ এক সময় ভালো লাগত বটে, কিন্তু আমার জীবনে সে ভালোলাগার দিন ফুরিয়ে গেছে। তবুও একাজই করতে হবে।

—চোদ্দ—

দিদির অত্যাচারে বাড়ি আমার কোনদিনই ভাল লাগেনি। শুধু জো'র প্রতিই আমার যা কিছু আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এই এক বছরেই জো'র বাড়িঘর, তাঁর কামারশালা সবই আমার চোখে নেহাতই বাজে বলে মনে হতে লাগল।

এজন্য আমার মনের অকৃতজ্ঞতা কতখানি দায়ী, মিস্ হ্যাভিসামের দায়িত্বই বা এতে কতখানি, আমার দিদির হৃদয়হীনতাই বা এর মূলে কতখানি কাজ করেছে, তা সঠিক বলা শক্ত। আসল কথা, আমার আগের মন, আগের চোখ আর ছিল না।

আগে ভাবতাম, কামারশালায় জো'র শাগরেদি করতে পারলেই জীবন কৃতার্থ হবে। এখন যখন তাঁর কাছে সত্যি সত্যি শিক্ষানবিসিতে ঢুকেছি তখন মনে হচ্ছে, এমন নোংরা কাজ আর বোধ হয় কিছু নেই। হাতে কালি, মুখে কালি, জামা কাপড়ে কালি—এ যেন কালি মাখা ভূতের চেহারা। এ চেহারায় কোন দিন এস্টেলার সামনে পড়া—এ ভাবলেও গায়ে জ্বর আসত। এইরকম বাজে কাজে সারা-জীবন কাটাতে হবে ভেবে মনটা মুষড়ে যেত। তবে এত দুঃখের মধ্যেও আমি কোনদিনই জো'র কাছে এই নিয়ে নালিশ জানাই নি।

এর মূলেও জো'। কারণ জো ছিলেন কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী মানুষ। সব কাজেই তাঁর অকৃত্রিম উৎসাহ ছিল। তাঁর এই স্বভাব-সবল প্রকৃতিই হয়তো আমার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ হতাশচিত্ত ব্যক্তিকেও একবারে ভেঙে পড়তে দেয়নি।

আমার মন যে কি চাইত, তা কি আমিই সঠিক জানতাম? আমার মনের চোখে সর্বদাই এই ছবিই ভাসত, আমি কালি-ঝুলি মেখে কামারশালায় আগুনের সামনে বসে হাতুড়ি পিটাচ্ছি, আর এস্টেলা জানালা দিয়ে তাই দেখে উপেক্ষার হাসি হাসছে।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে হাপর টানতে টানতে আমি আর জো গান গেয়েছি। তখনই মনে পড়ত—মিস্ হ্যাভিসাম্ ও এস্টেলার সাথে গুনগুনিয়ে গান গাওয়া!

সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ি গিয়ে যখন খেতে বসতাম, তখন তা নেহাতই সাদাসিধে মনে হতো। বিছানায় শুয়েও সহজে ঘুম আসত না। কি এক অজানা ব্যথায় বুকটা টন্‌টন্ করত!

—পনেরো—

আমার শিক্ষানবিসির এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর এক রবিবারে আমি কথাপ্রসঙ্গে জো'কে বললাম, "একবার মিস্ হ্যাভিসাম্‌কে দেখতে যেতে চাই।"

"যাওয়াটা কি ভাল হবে? মিস্ হ্যাভিসাম্ কি ভাববেন না যে, তুমি কিছু চাইতে গেছ?"

"আমি শুধু দেখা করতে যাচ্ছি। কাজেই তিনি এ রকম ভাববেন কেন?"

"তাহলে তুমি তাঁর জন্য কিছু উপহার নিয়ে যাও।"

"উপহার আবার কি নেব? তাঁর তো যথেষ্ট আছে।"

জো আমার একবেলার ছুটি মঞ্জুর করলেন। জো'র আরও একজন শিক্ষানবিস ছিল। তার নাম অব্‌লিক্। আমার একবেলা ছুটি হয়েছে জেনে সেও বায়না ধরল, তারও একবেলা ছুটি চাই। জো প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন।

দিদির আড়িপাতার অভ্যাস চিরদিনের। জো আমাদের দু'জনকেই ছুটি দিচ্ছেন শুনে তিনি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তাই শুনে অব্‌লিক্ বলে উঠল, "অই আবার মেজাজ দেখানো শুরু হলো। আচ্ছা মেয়েমানুষ বটে।"

"কি বললে, মুখপোড়া! তোমার এত বড় স্পর্ধা! আমারই বাড়িতে আমারই স্বামীর সুমুখে এত বড় কথা!···ওগো, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ, তোমার কি ঘেন্নাপিত্তিও নেই?"

স্ত্রীর এত বড় অভিযোগের পর আর চুপ করে থাকা যায় না। তাই জো অব্‌লিক্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। দু'জনের মধ্যে লেগে গেল গজ-কচ্ছপের লড়াই। জো'র ঘুষির কাছে অব্‌লিক্ দু'মিনিটেই কাবু হয়ে পড়ল।

জো তখন দিদিকে শান্ত করে ঘরে ঢুকলেন। আমিও আমার কাপড় বদলাবার জন্য আমার ঘরে গেলাম। ফিরে এসে দেখি এরই মধ্যে জো আর অব্‌লিকের ভাব হয়ে গেছে। তারা দু'জনে বসে বিয়ার খাচ্ছে। আমার অবাক্ দৃষ্টি দেখে জো হেসে বললেন, "পিপ্ এই হচ্ছে জীবন। এই রোদ, এই বৃষ্টি। কোনটাই স্থায়ী নয়।"

আমি একটু হেসে শহরের দিকে রওনা হলাম। মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ির দোরে পৌঁছাতেই যে মেয়েটি আমাকে মিস্ হ্যাভিসামের কাছে নিয়ে গেল তার নাম সারা।

ঘরে ঢুকে দেখি সবই আগের মতই আছে। একটুও বদল হয়নি। মিস্ হ্যাভিসাম্ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ কি মনে করে পিপ্? আশা করি কোন কিছু চাইতে আসনি?"

"আমি শুধু আপনার সাথে দেখা করে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি। আর বলতে এসেছি যে, আপনার অনুগ্রহে আমার শিক্ষা-নবিসি ভালই চলছে।"

"বেশ বেশ! মাঝে মাঝে এসো। তোমার জন্মদিনেও এসো।" তারপর একটু হেসে বললেন, "এস্টেলাকে না দেখে ভারী খারাপ লাগছে? সে এখানে নেই। বিদেশে পড়াশুনা করছে। দেখতে কি সুন্দরই না হয়েছে! তোমার ভাগ্যে আর তার দেখা মিলবে না।"

তাঁর কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা হিংস্র আনন্দ ছিল যে, মনটা দমে গেল। নিরাশ হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরে চলে এলাম। পথে মিঃ ওপ্‌সলের সাথে দেখা। তাঁর হাতে একখানা নাটক। তিনি মিঃ পাম্বোলচুকের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণে যাচ্ছেন। সেখানে চা'ও খাবেন, নাটকও পড়ে শোনাবেন। আমাকে দেখে ধরে নিয়ে গেলেন। এমনিতেই মনটা ভাল নয়, বাড়ি গিয়েও শান্তি নেই। তার

উপর আঁধার ঘনিয়ে আসছে। এখন বাড়ি যেতে হলে একা একা যেতে হবে। তাই আমি আপত্তি না করে তাঁর সঙ্গই নিলাম।

নাটক পড়া শেষ হতে রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে গেল। আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ঘুটঘুটে আঁধার। তার উপর ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। ধীরে ধীরে চলেছি। এমন সময় দেখি, অব্‌লিক মাথা নীচু করে আসছে।

আমি এবং মিঃ ওপ্‌সল্‌ ছু'জনেই একটু অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এ সময় এখানে!"

"কোন সঙ্গী পাই কিনা, সে আশায় দাঁড়িয়ে আছি।"

"এর জন্য দেরী করা!" আমি বললাম।

"দেরি আমার হয়নি, হয়েছে তোমার।"

তার একথার কোন অর্থ বুঝলাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম।

"আজ ওবেলার ছুটিটা কেমন কাটালে?"

"মন্দ নয়। আমিও তোমার সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

মিঃ ওপ্‌সল্‌ তাঁর বাড়ির কাছে এসে আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন। আমরা ছু'জন—আমি ও অব্‌লিক্‌ গ্রামের দিকে চলতে লাগলাম। বাড়ির কাছে এসে দেখি মহা গোলমাল। জো'র অনুপস্থিতিতে কারা জোর করে ঘরে ঢুকে আমার দিদিকে এমন মারাত্মক আঘাত করে গেছে যে, তিনি রান্নাঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর চারপাশে গ্রামের ছেলেমেয়ে, জোয়ান-বুড়ো অনেকেই এসে জড়ো হয়েছেন। জো'র মুখে কথা নেই, ছু'চোখে জল।

—ষোল—

পরদিন ঠাণ্ডা মাথায় আমি ভাবতে লাগলাম, কে এই কাণ্ড করতে পারে। জো সন্ধ্যা সওয়া আটটা থেকে রাত পৌনে দশটা অবধি বাইরে ছিলেন। দিদি রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পথচলতি একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। তখন রাত আন্দাজ ন'টা।

পৌনে দশটায় জো বাড়ি ফিরে দেখেন এই কাণ্ড। কোন জিনিস খোয়া যায়নি, কোন জিনিস এদিক ওদিক হয়নি। শুধু আলোটা নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে খুব ভারী অথচ ভোঁতা কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তাঁর পাশে কয়েদীর পায়ের একটা বেড়ি পাওয়া গেছে। বেড়িটি একটি উখো দিয়ে ঘষে কাটা হয়েছে, আর সে ঘষাও দুই এক দিনের নয়, অনেক দিন আগের। গতকাল যে দু'জন কয়েদী পালিয়েছে, তাদের একজন ধরা পড়েছে, তার পায়ের বেড়ি ঠিকই আছে।

আমার প্রথমে মনে হলো, যে কয়েদীটিকে আমি উখো দিয়েছিলাম, এ বেড়ি তারই পায়ের। কিন্তু এ কাজ তার নয়। হয় অর্‌লিক্, নয়তো সেই অচেনা ভদ্রলোক, যিনি জো'র সাথে আড্ডাখানায় চা খেতে খেতে লোহার উখা দিয়ে তা নাড়ছিলেন, এ তাদের একজনের কাজ।

অর্‌লিক্ বলল, সে আমার সাথে সাথেই বেরিয়েছে, সারা দিন শহরে কাটিয়েছে, ফিরেছেও আমারই সাথে। কাজেই তার পক্ষে এ কাজ করার সময় কোথায়? সকালের দিকে দিদির সাথে তার তুমুল ঝগড়া হয়েছে এবং সে জন্য জো'র হাতে প্রচণ্ড মারও খেয়েছে বটে, কিন্তু দিদির এমন ঝগড়া রোজই অনেকের সাথে হয়।

সেই অচেনা লোকটিই বা কি জন্য আসবে? তার দু'খানা ব্যাঙ্ক নোট ফিরিয়ে নেবার জন্য? দিদি তো তা ফিরিয়ে দেবার জন্য তৈরীই ছিলেন। তা ছাড়া দিদির সাথে আততায়ীর কোন ধস্তাধস্তি বা হুটোপুটিও হয়নি। যারই কাজ হোক সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে, আচমকা দিদিকে আঘাত করেছে।

পুলিস যথারীতি এ নিয়ে কয়দিন হইচই করল, নিরপরাধ কয়েক জনকে থানায় নিয়ে অনেক জেরা করল। কিন্তু অপরাধীর সন্ধান মিলল না।

দিদি অনেক দিন বিছানায় পড়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল, শ্রবণশক্তি কমে গেল, তাঁর স্মৃতি শক্তিও হ্রাস পেল।

তাঁর কথা জড়িয়ে গেল। তারপর যখন একটু ভাল হলেন, তখন স্লেটে লিখে লিখে মনের ভাব বুঝাতেন। সব কথা ভাল লিখতে পারতেন না, বানান ভুল হতো, লেখা বুঝা যেত না। তবে একটা মস্ত পরিবর্তন দেখা গেল—তিনি একবারে মাটির মানুষ হয়ে গেছেন !

জো সমস্ত কাজ কর্ম ফেলে দিদির সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর তো বাইরের কাজ আছে, তা না করলে সংসার চলবে কি করে ? আমাদের এই দুঃসময়ে বিডি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। মিঃ ওপ্‌সলের বুড়ী পিসী মারা যাওয়ায় তার স্থায়ীভাবে আমাদের এখানে চলে আসবার সুবিধাও হলো।

দিদি ক'দিন যাবতই স্লেটে 'টি' অক্ষরটি লিখছিলেন। এর দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চাইছেন, শত চেষ্টা করেও আমরা তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিডি এসেই তার সমাধান করে দিল। সে একদিন কামারশালায় গিয়ে অব্‌লিক্‌কে দেখিয়ে বলল, দিদি তার কথাই বলতে চাইছেন। তার নাম তাঁর মনে নেই। কিন্তু কামারশালায় তার কাজই হচ্ছে হাতুড়ি পেটান। হাতুড়ির চেহারাও অনেকটা 'টি' অক্ষরটির মত।

আমরা অব্‌লিক্‌কে দিদির ঘরে ডেকে আনলাম। ভেবেছিলাম তাকে দেখেই দিদি ক্ষেপে উঠবেন। কিন্তু ঠিক উলটাটিই দেখা গেল। তাকে চা জলখাবার দেবার জন্য তিনি ইশারা করলেন। এমন ভাব করলেন যে তার অভ্যর্থনার একটুও ত্রুটি না হয়। হঠাৎ অব্‌লিকের উপর দিদির এই অনুরাগের কোন কারণই আমরা খুঁজে পেলাম না।

—সতেরো—

আমার শিক্ষানবিসী জীবনের একমাত্র বৈচিত্র্য হলো আমার জন্মদিনে মিস্ হ্যাভিসামের সাথে দেখা করতে যাওয়া। সারাই এসে দোর খুলে দিত, মিস্ হ্যাভিসাম্ একই সুরে একই কথা বলতেন।

ব্যতিক্রমের মধ্যে আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনি আমাকে একটি গিনি উপহার দিতেন, এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে তা নিতে হতো।

মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ির মোহ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। ফলে আমার বাড়ি বা কামারশালার কাজ কোনটাই ভাল লাগছিল না।

বিডির কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন হচ্ছিল। তার জুতায় কালি পড়ল, সে যত্ন করে চুল আঁচড়াতে শুরু করল, তার হাত পা, কাপড় চোপড় সব সময় ফিটফাট রাখতে লাগল। তার রূপ ছিল না, এস্টেলার পাশে তো সে দাঁড়াতেই পারে না। তবুও যেন দিন দিন তার চেহারার জৌলশ খুলতে লাগল। তার স্বভাব এমনিই মিষ্টি ছিল, সে মিষ্টতা যেন দিন দিনই বাড়তে লাগল।

কাজের শেষে সন্ধ্যায় আমি পড়াশুনা করতে বসি, বিডি বুনন নিয়ে বসে। যদি কোন সময় আমি বই থেকে মুখ তুলে তার দিকে চাই, দেখি সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে।

এক রবিবারের বিকালে আমি বিডিকে বললাম, "চল, দু'জনে জলার ধারে ঘুরে আসি।"

বিডি তৎক্ষণাৎ রাজী হলো। জলার ধারে গিয়ে আমরা একটা পাথরের উপর পাশাপাশি বসলাম। একথা সেকথার পর এক সময় বললাম, "বিডি, এ জীবন আমার আর ভাল লাগছে না। আমি ভদ্রলোক হতে চাই।"

বিডি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে, "আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে আমি কিন্তু তা চাইতাম না। কারণ তাতে কোন লাভই হতো না।"

"কিন্তু আমার এই ইচ্ছার পেছনে বিশেষ কারণ আছে।"

"সে কারণ কি, তা' তুমিই জান। কিন্তু তুমি কি তোমার বর্তমান অবস্থায় সত্যিই সুখী নও?"

"না, বিডি, আমি মোটেই সুখী নই। কিন্তু শিক্ষানবিসী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তিও নেই।"

"আমার ক্ষমতা থাকলে তোমার দুঃখ দূর করতাম, তোমাকে সুখী করতাম।"

"সে তুমি পারবে না বিডি! সুখ আমার জীবনে নেই। বর্তমান জীবন থেকে মুক্তিও পাব না, সুখও হবে না।"

"এ ভারী দুঃখের কথা।"

"যদি আমি আমার বর্তমান জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম, আমার কাজে মন দিতে পারতাম, তাহলে রাতদিন এ যন্ত্রণা ভুগতে হতো না। কিন্তু এই গেঁয়ো ভূতের জীবন!—এতে কারো কাছে সম্মান নেই, আছে শুধু অপমান আর অবহেলা!"

"গেঁয়ো ভূত! কে তোমায় এমন কথা বলল?"

আমি এস্টেলার কথা বললাম। সে যে কত সুন্দর, আমার যে তাকে কত ভালো লাগে, তার জন্যই যে আমি ভদ্রলোক হতে চাই—বিডিকে আমি মন খুলে সব বললাম।

"তোমাকে এত অপমান করার পরও শুধু তারই জন্য ভদ্রলোক সাজতে চাও?"

"কি জানি, তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারব না।"

"যদি তাকে জব্দ করবার জন্য ভদ্রলোক সাজতে চাও, আমার মতে তার কোনই দরকার নেই। তার কথায় কান না দিলেই সে জব্দ হবে। আর যদি তার মন জয় করা তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও আমি বলব, সে তোমার যোগ্য নয়, কোনদিনই যোগ্য হবে না।"

"কিন্তু আমার যে তাকে খুব ভাল লাগে!"

বিডি এই নিয়ে আর কথা বাড়াল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "তোমায় আমি সব সময় আমার সব কথা বলব। আগেও আমি তোমার কাছে কোন কিছু গোপন করতাম না।"

বিডি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বলল, "চল, বাড়ি ফেরা যাক।"

"এখনই বাড়ি ফিরবে ? তার চেয়ে চলো, আরও একটু এগিয়ে যাওয়া যাক।"

দূরে নদীর জলে অস্তসূর্য ডুবে যাচ্ছে, চার দিকে তার শেষ ছটা অপরূপ রূপের সৃষ্টি করছে। ধীরে ধীরে জলো হাওয়া বইছে। এমন চমৎকার পরিবেশে মনে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও প্রশান্তি আসে।

আমি বিডির হাত ধরে আস্তে আস্তে বললাম, "মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ির মোহ যদি কাটাতে পারতাম, এস্টেলাকে যদি ভুলতে পারতাম! আর যদি তোমাকে ভালবাসতে পারতাম!"

"সে আর তুমি পারবে না!"—বিডির নিরুত্তাপ উত্তর।

মনে হলো, বিডি সত্যি কথাই বলেছে। আর আমার মুখে কোন কথা যোগাল না। শুধু বললাম, "চলো এবার বাড়িই ফিরি।"

কিছু দূর যেতেই অব্লিকের সাথে দেখা। তার মুখে বাঁকা হাসি। শুধাল, "কোথায় যাচ্ছ, বাড়ি ?"

"তা ছাড়া আর কোথায় যাব ?"

"চলো, আমিও তোমাদের সাথে যাই।"

আমার বা বিডি—কারও ইচ্ছা নয়, অব্লিক্ আমাদের সঙ্গে যায়। কাজেই তার প্রস্তাব আমি ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম।

—আঠারো—

দেখতে দেখতে আমার শিক্ষানবিসী জীবনের চার বছর কেটে গেল। একঘেয়ে নিরানন্দ জীবন।

সেদিনটা ছিল শনিবার। সন্ধ্যার দিকে আমাদের আড্ডায় বসে চা খাচ্ছি, আর নানা আলোচনা হচ্ছে। মিঃ ওপ্সল্ই বেশী বকে যাচ্ছেন। জো এবং আমি চুপ করে শুনছি। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কেউ আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন, কেউ বা আমাদের মতই চুপ করে শুনছেন।

উপস্থিত সবাই আশেপাশের লোক। কেবল একজনই আমাদের অপরিচিত। তিনি এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "আপনাদের মধ্যে জোসেফ গ্রিগরি বলে কেউ আছেন কি ?"

"আমিই জো—জোসেফ গ্রিগরি।" জো উত্তর দিলেন।

"আপনার কাছে একজন শিক্ষানবিস আছে। তার নাম পিপ্। সেও এখানে আছে ?"

"আমারই নাম পিপ্"—আমি বললাম।

ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু আমি দেখলাম, এই সেই ভদ্রলোক, দ্বিতীয় দিন মিস্ হ্যাভিসামের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় যিনি নেবে যাচ্ছিলেন, এবং নেবে যাবার সময় আমায় কিছু অযাচিত উপদেশও দিয়েছিলেন।

তিনি জো'কে বললেন, "আপনার এবং পিপের সাথে আমার একটু গোপন আলোচনা আছে। চলুন, আপনার বাড়ি বসেই কথা হবে।"

বাড়ি পৌঁছে জো ভদ্রলোককে আদর অভ্যর্থনা করবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোক বললেন, "আপনার এত ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই : স্থির হয়ে বসে আমার কথা শুনুন। আমার নাম জ্যাগার্স। লণ্ডনে ওকালতি করি। উকিল হিসাবে আমার মক্কেলের উপদেশ অনুযায়ী আপনাদের কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। পিপের শিক্ষানবিসী শেষ হবার এখনও কয়েক বছর বাকী। তাই না ?"

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।"

"আপনি তার অনুরোধে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এখনই তাকে শিক্ষানবিসীর দায় থেকে মুক্তি দিতে রাজী আছেন কি ?"

"নিশ্চয়ই। পিপের উন্নতি হোক, এ আমি সব সময়ই চাই।"

"কিছুই দিতে হবে না।"

মিঃ জ্যাগার্স যেন একটু অবাক্ হলেন। বললেন, "আবার ভেবে দেখুন।"

"এতে ভাববার কিছু নেই।"

"বেশ! এবার পিপের সঙ্গে কথা বলা যাক্! তাকে আমার বলবার কথা হচ্ছে এই যে, সে অদূর ভবিষ্যতে একটা মোটা রকম সম্পত্তি লাভের প্রত্যাশা করতে পারে।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে জো এবং আমি তু'জনেই হতবাক্ হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি আবার বললেন, "ব্যাপারটা খুলেই বলি। পিপ্ একটা বড় রকম সম্পত্তির মালিক হবে। যাঁর সম্পত্তি, তাঁর ইচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিপ্ ভদ্রোচিত জীবনযাপনের যোগ্যতা অর্জন করে।"

আমার স্বপ্ন তবে সাফল্যের পথে! মিস্ হ্যাভিসাম্ তবে আমার সব ব্যবস্থাই করছেন!

ভদ্রলোক আবার বললেন, "আমার মক্কেলের ইচ্ছা, তুমি পিপ্ নামেই ভবিষ্যৎ জীবনে পরিচিত হও। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যিনি তোমার এই উপকার করতে যাচ্ছেন, তিনি নিজ থেকে না বলা পর্যন্ত কোন দিনই তুমি তাঁর নাম জানবার কোনরকম চেষ্টা করবে না। কবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, তার ঠিক নেই। দশ-বিশ বছরও দেরি হতে পারে। আশা করি এতে তোমার কোন আপত্তি হবে না।"

আমি জানালাম যে, এতে আমার কোন আপত্তিই নেই।

"বেশ। তৃতীয় কথা হচ্ছে, তোমাকে আমার অভিভাবকত্বে থাকতে হবে। লণ্ডনে গিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। শিক্ষিত ভদ্রলোক হতে হবে। তার জন্য যা খরচ লাগবে, আমার কাছে চাইলেই তা পাবে। লণ্ডনে তোমার একজন গৃহশিক্ষক দরকার। তোমার জানাশুনা কেউ আছেন কি?...নেই? বেশ, আমি একজনকে জানি। তাঁর নাম মিঃ ম্যাথু পকেট।"

নামটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। মিস্ হ্যাভিসামের বাড়িতে আমি এঁর নাম শুনেছিলাম। খুব সম্ভবতঃ তিনি তাঁর আত্মীয়।

আমার চমক মিঃ জ্যাগার্সের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এঁকে চেনো নাকি ?"

"না, শুধু তাঁর নাম শুনেছি।"

"বেশ, তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। তার আগে বরং লণ্ডনে তাঁর ছেলে হার্বার্টের সাথে যোগাযোগ কর। লণ্ডনে তুমি কবে যেতে পারবে ? সেখানে যাবার আগে তোমার নূতন পোশাক-পরিচ্ছদও চাই। তার জন্য কয়েকটা দিন সময় লাগবে। এই ধরো কুড়ি গিনি। এ দিয়ে পোশাক তৈরি করে নাও। সাত দিন পরই লণ্ডন রওনা হতে পারবে, কি বল ?"

তাঁর কথাবার্তা শুনে জো একেবারে তাজ্জব বনে গেল। মিঃ জ্যাগার্স তাঁকে বললেন, "পিপ্ চলে গেলে আপনার কাজের তো অসুবিধা হবে। তার জন্য আপনি কোন ক্ষতিপূরণ চান না, এ তো আপনি আগেই বলেছেন।"

"আমি আগেও যা বলেছি, এখনও তাই বলছি।"

"কিন্তু আমার মক্কেল আপনাকেও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছেন।"

জো স্নেহভরে আমার পিঠে তাঁর হাত রেখে বললেন, "ভদ্রলোককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আমার যা ক্ষতি, সে পূরণ হবার নয়, অর্থ দিয়ে তো নয়ই। পিপের ভাল হবে, উন্নতি হবে—এতেই আমি খুশী।" বলতে বলতে জো'র চোখ ছলছল করতে লাগল।

জো সাধারণ গ্রাম্য কর্মকার। তাঁর শরীর বিশাল, সেই বিশাল শরীরের ভেতরের মনও যে এত বিশাল, এত উদার, এত স্নেহপ্রবণ—এখন যেন আবার নূতন করে তার পরিচয় পেলাম।

মিঃ জ্যাগার্স চলে যেতেই জো রান্নাঘরে গেলেন। বিডি এবং আমার দিদি সেখানেই ছিলেন। আমি গিয়ে যোগ দিতেই জো

বিডিকে বললেন, "পিপ্ বড়লোক—ভদ্রলোক হতে যাচ্ছে। ভগবান তার মঙ্গল করুন।"

বিডি হাতের বোনা বন্ধ করে আমার মুখের দিকে চাইতেই আমি সব কথা খুলে বললাম।

সব শুনে বিডি শুধু বলল, "আর মাত্র সাত দিন তুমি এখানে আছ! মাত্র সাতটা দিন!"

দিদিকে আমার এই সৌভাগ্যের সংবাদ জানাবার জন্য বিডি অনেক ভাবেই চেষ্টা করল। তিনি কতটুকু বুঝলেন তিনিই জানেন।

জো'ও যেন বাক্যহারা হয়ে গেলেন। বসে বসে কেবলই চুরুট টানতে লাগলেন। আমার সৌভাগ্যে একদিকে যেমন তাঁর অকৃত্রিম আনন্দ, অন্যদিকে আমাকে হারাবার ব্যথাও যে তাঁর তেমনই তীব্র, এটা বুঝে আমার মনও যেন কেমন করতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুতে গেলাম। কিন্তু আজ যেন ঘুমও আমায় ছেড়ে গেছে। তাই জানলার ধারে চুপটি করে বসে রইলাম। অনেক রাত্রে দেখি, জো বাইরের উঠানে বসে বসে চুরুট টানছে। বিডিও তার পাশে। আমার নাম শুনে মনে হচ্ছিল, তাদের মধ্যে আমার কথাই হচ্ছে। যে পরিবেশ ছেড়ে যাবার জন্য এতদিন এত ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম, আজ যেন তাই আমাকে নূতন করে বেঁধে রাখতে চাইছে, আর সে বাঁধনে বাঁধা পড়তে আমার মনেও যেন তেমন জোর আপত্তি বোধ করছিলাম না। মানুষের মন বুঝি এমনই বিচিত্র!

—উনিশ—

ভোর হতেই মনের জড়তা কেটে গেল। চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল মিস্ হ্যাভিসাম্, এস্টেলা, লণ্ডন।

প্রাতরাশের পর জো আমার শিক্ষানবিসীর চুক্তি ছিঁড়ে আগুনে সমর্পণ করলেন। আমি আইনের দিক থেকেও মুক্তিলাভ করলাম।

জো কামারশালায় তাঁর কাজে চলে গেলেন। আমি বিডিকে

নিয়ে আমাদের ছোট্ট বাগানে গেলাম। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বিডিকে আমি বললাম, "আমি চলে যাবার পর জো'কে তুমি সব বিষয়েই সাহায্য করবে, আশা করি।"

"সাহায্য বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?"

"জো এমনিতে চমৎকার। বেশ ভালোমানুষ। কিন্তু তাঁর আদব-কায়দা কিছুই জানা নেই।"

"ওঃ, তার বর্তমান আদব-কায়দায় তাহলে চলবে না?"

"বিডি, সবই তো বুঝতে পারছ। এখানে যা চলে, শহরে গেলে তাতে চলবে কি?"

"তাঁর শহরে যাবার দরকারই বা কি?"

"বাঃ, আমি যখন সম্পত্তির মালিক হব, শহরে বাস করব, তখনও জো এখানে পড়ে থাকবে নাকি? তাঁকে আমি আমার কাছে নিয়ে যাব না? তখন এরকম নোংরা ভাবে থাকলে সেখানে তাঁকে মানাবে কেন?"

"তোমার কি কখনও মনে হয়নি যে, তিনি শহরে নাও যেতে পারেন। তাঁরও আত্মসম্মান থাকতে পারে। এখানে তিনি নিজের বাড়িঘরে আছেন, স্বাধীনভাবে তাঁর কামারশালা চালাচ্ছেন, তাঁর হৃদয়বত্তার জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এ সব ছেড়ে তিনি যাবেন কেন?

"বিডি, আজ তোমার মন মেজাজ ভাল নেই। তাই তোমার মুখে বাঁকা কথা ছাড়া কথা নেই।"

"তোমার যা ইচ্ছে হয় বলো।"

জো'র সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলতে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে দেখছি। তুমি যে সোজা কথার এমন উলটা অর্থ করতে পার, আমার জানা ছিল না।"

আমি রেগে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, আমার উন্নতিতে বোধহয় বিডির হিংসা হচ্ছে।

হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে না। তাই জামা-কাপড় অর্ডার দেবার জন্য আমি দরজীর দোকানে চললাম। এতদিন সস্তা পোশাকই বানিয়েছি, এবার দামী পোশাকের অর্ডার দিতে দরজী আমাকে কি খাতিরই করল! ভাবলাম, অর্থের এমনি মহিমা! দরজীর কাছ থেকে জুতার দোকান, টুপির দোকান, টাইয়ের দোকান—এমনি ঘুরে ঘুরে সব দরকারী জিনিস সংগ্রহ করে আমি মিঃ পাম্বোলচুকের সাথে দেখা করতে গেলাম।

যিনি এতদিন আমার মধ্যে দোষ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি, আজ তাঁর কাছে আমার সে কি আদর! তার ভাঁড়ার থেকে সবচেয়ে ভালো খাবার, সেরা পানীয় বের করে আমার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যেই আমার সৌভাগ্যের খবর তাঁর কানেও এসে পেঁৗছে গেছে।

নূতন জামা কাপড় জুতা পরে আমি এর পর একদিন মিস্ হ্যাভিসামের সাথেও দেখা করতে গেলাম। সারা তো আমায় দেখে চমকেই উঠল। মিস্ হ্যাভিসামের ঘরে পেঁৗছে আমি বললাম, "আমি লণ্ডন যাচ্ছি। তাই যাবার আগে আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আপনার সাথে শেষ দেখা হবার পরই আমার সৌভাগ্যের সূত্রপাত, তাই আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি।"

"মিঃ জ্যাগার্সের সাথে আমার দেখা হয়েছে। তুমি কালই রওনা হচ্ছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জীবনে উন্নতি করো! জ্যাগার্সের কথা শুনে চলো। আচ্ছা, এখন তবে এসো।"

সারা পথ আমি মিস্ হ্যাভিসামের কথা, তাঁর সহৃদয়তার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম।

পরদিন ভোরেই আমাকে রওনা হতে হবে। তাই বিডি শেষ রাতে উঠেই আমার প্রাতরাশের ব্যবস্থা করতে লাগল। জো বিডি

আর আমি তিন জন এক সাথে বসেই খেলাম। দিদি একটা কৌচে আধ-শোয়া অবস্থায় আমাদের খাওয়া দেখতে লাগলেন।

দিদির কাছে বিদায় নেওয়া কঠিন হলো না। কারণ তাঁর স্বাভাবিক বোধশক্তি তখনও ফিরে আসেনি। জো'র কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আর ছাড়তে চাইলেন না। বিডি এসে তাড়া দিতে তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন। বিডির চোখেও জল। বারবারই সে চোখ মুছছে!

এভাবে জো আর বিডির শুভেচ্ছা ও চোখের জলের মধ্যে আমি আমার নূতন জীবনের পথে পা বাড়ালাম।

—কুড়ি—

পাঁচ ঘণ্টা পরে লণ্ডনে হাজির হলাম। মিঃ জ্যাগার্সের অফিসে গিয়ে শুনি, তিনি আদালতে গেছেন। কখন ফিরবেন, ঠিক নেই। কিছুক্ষণ তাঁর অফিস ঘরে বসে যখন আর ভাল লাগল না, তখন ভাবলাম, একটু পথে ঘুরে আসা যাক্। এতে খানিকটা খোলা বাতাসও গায় লাগবে, উকিল পাড়ার হাল চালও খানিকটা বোঝা যাবে।

মিঃ জ্যাগার্সের অফিস ঘরে এবং অফিসের কাছে পথে অনেকেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, তিনি একজন বিচক্ষণ আইন-ব্যবসায়ী। যার পক্ষে তিনি দাঁড়ান, তার জয় অনিবার্য। শুনে মনে মনে খুশী হলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি কোর্ট থেকে ফিরলেন। পথেই তাঁর মক্কেলরা তাঁকে ছেঁকে ধরল। তিনি যাকে যা বলবার বলে বিদায় করে দিয়ে আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আমার জন্য সব ব্যবস্থাই তিনি করে রেখেছেন।

আমাকে বার্নার্ড ইন্-এ মিঃ পকেটের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখানেই আমার জন্য ঘর ঠিক করা আছে। সোমবার অবধি আমাকে সেখানে থাকতে হবে। তারপর মিঃ পকেটই তার বাবার

সাথে দেখা করবার জন্য আমাকে নিয়ে যাবে। তার বাবাকে আমার গৃহশিক্ষকরূপে পছন্দ হয় কিনা, সেটাও আমাকে স্থির করতে হবে। আমার খরচপত্রের কথাও হলো। মিঃ জ্যাগার্স বললেন, "তোমার যাতে কোন দিক দিয়েই কোন অসুবিধে না হয়, সে ভাবেই তোমাকে টাকা দেওয়া হবে। বাজে খরচ যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখবে। আর বাজে খরচ যদি করো, সে দায়িত্ব আমার নয়, তোমার।"

এই বলে তিনি তাঁর কেরানীকে ডেকে বললেন, "উইমিক্! এই ভদ্রলোককে বার্নার্ড ইন্-এ মিঃ হার্বার্ট পকেটের কাছে নিয়ে যাও।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বার্নার্ড ইন্-এ উপস্থিত হলাম। আমি ভেবেছিলাম, এ একটা উঁচু দরের হোটেল হবে। ও হরি! এ যে দেখছি একটা জরাজীর্ণ বাড়ি, কত বছর যে এর চুনকাম হয়নি কে জানে?

মিঃ পকেট ঘরে ছিল না। দোরে একটা কাগজে লেখা—'আমি এখনই আসছি।'

মিঃ উইমিক্ চলে গেলে আমি একা একা মিঃ পকেটের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আধ ঘণ্টা পর সে এল। তার হাতে দু তিনটা প্যাকেট। এসেই আমায় বলল, "তুমি নিশ্চয়ই মিঃ পিপ্?"

"আর তুমি মিঃ পকেট?"

"তোমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। আমি ভাবলাম রাত্রে ডিনারের পর স্ট্রবেরি খেতে তোমার ভাল লাগবে। তাই তোমার জন্য কিছু স্ট্রবেরি কিনতে ফলের দোকানে গেছলাম। দাঁড়াও, দোর খুলছি।"

ঘরে ঢুকতেই সে একটু কৈফিয়তের স্বরে বলল, "আমার ঘরের আসবাবপত্র নেহাতই সাদাসিধে। বাবার কাছ থেকে আমি কোন টাকা নিই না। তাই আমার সামর্থ্য অনুযায়ীই সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তোমার ঘরের ব্যবস্থা অবশ্য অনেক ভাল, তোমার অপছন্দ হবে না। দেখবে চল।"

এতক্ষণে আমাদের পরস্পরকে ভাল করে দেখবার সময় হলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আরে! তুমিই না মিস্ হ্যাভিসামের বাড়িতে যেতে? তোমার সাথেই না মারামারি করেছিলাম! সত্যি, প্রথমেই তোমায় ঘুষি মারা খুবই অন্যায় হয়েছিল।"

"ওসব পুরানো কথা আবার তুলছ কেন? আজ আমরা তুই বন্ধু, এইটাই শুধু মনে রাখব।" এই বলে আমরা তু'জনেই করমর্দন করলাম।

"আমি শুনলাম, সম্প্রতি তোমার ভাগ্য খুলে গেছে!"

"ঠিকই শুনেছ।"

"এক সময় আমিও তোমার মত সৌভাগ্যের আশায় দিন গুনছিলাম। মিস্ হ্যাভিসাম্ আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক আমাকে তাঁর মনে ধরেনি। যদি আমাকে তাঁর পছন্দ হতো, তবে এস্টেলা হয়তো আজ আমারই বাগদত্তা হতো।"

"এস্টেলাকে না পাওয়ার ব্যথা তুমি ভুললে কি করে?"

"এস্টেলা যা পাজী মেয়ে, তার হাত থেকে বেঁচে গিয়ে ভালই হয়েছে।"

"এস্টেলা মিস্ হ্যাভিসামের কে হয়?"

"পালিতা কন্যা। পুরুষদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার ব্যাপারে এস্টেলা তাঁর হাতের পুতুল।"

"পুরুষ জাতির উপর মিস্ হ্যাভিসামের এত আক্রোশ কেন?"

"কিছুই কি শোননি?"

"না। তুমি জান দেখছি। আমায় বল না!"

"সে এক মহাভারত। খাওয়া দাওয়ার পর বলা যাবে।··· মিঃ জ্যাগার্স তোমার এখনকার অভিভাবক?"

"হ্যাঁ।"

"তিনিই মিস্ হ্যাভিসামের সলিসিটার। বৈষয়িক সব ব্যাপারে তাঁর পরামর্শেই তিনি চলেন। তিনিই আমার বাবাকে তোমার গৃহশিক্ষকতা করবার জন্য বলেছেন। আমার বাবা মিস্ হ্যাভিসামের

জ্ঞাতিভাই। কিন্তু কাউকে তোয়াজ করে চলা তাঁর স্বভাবে নেই। তাই মিস্ হ্যাভিসামের আসরে তাঁর তেমন কদর নেই !”

মিঃ পকেটের কথাবার্তা শুনে মনে হলো সে সাদাসিধে ধরনের লোক। চেহারা আগের মতই রোগা। দেখতেও খুব সুশ্রী নয়, তবুও মুখখানা সুন্দর। তাকে দেখে আমার কেন জানি না, মনে হলো, জীবনে খুব বেশী উন্নতি করা এর দ্বারা সম্ভব হবে না।

সে এত কথা বলার পর আমার একবারে চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। তাই বললাম, “আমি গাঁয়ের মানুষ। এতদিন কামারশালায় কেটেছে। শহরের আদব কায়দা জানি না। তাই কোন দিকে আমার যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়, তবে আমাকে বলতে যেন দ্বিধা করো না।”

“নিশ্চয়ই করব না। শোন আমাকে আমার নাম ধরেই ডাকবে —আমার নাম হার্বার্ট।”

“আমাকেও তাই করলে খুশী হব। আমার নাম ফিলিপ।”

“ওসব ভালমানুষী নাম চলবে না। আমি তোমার নূতন নামকরণ করছি হ্যাণ্ডেল্। তোমার আপত্তি নেই তো ?”

“না।”

“বেশ, তাহলে আমি হার্বার্ট, আর তুমি হ্যাণ্ডেল্ ! এসো এবার ডিনারে বসা যাক্।”

—একুশ—

খাবার পর হার্বার্ট মিস্ হ্যাভিসামের কাহিনী বলতে শুরু করল,— “মিস্ হ্যাভিসাম্ ছেলেবেলা থেকেই বাপের আদুরে মেয়ে। শৈশবেই মাতৃহারা হওয়ায় বাপের অতিরিক্ত আদরে তিনি ভারী খেয়ালী হয়ে উঠলেন। মিঃ হ্যাভিসামের মদ তৈরীর কারখানা ছিল। তা থেকে তাঁর প্রচুর আয় হতো। অর্থের অহংকারে তিনি মাটিতে পা দিতে চাইতেন না। মিস্ হ্যাভিসাম্ও বাপের মতই অহংকারী ছিলেন।”

"তিনি কি তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন ?"

"না, তাঁর একটি বৈমাত্র ভাই ছিল। তাঁর বাবা গোপনে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন। একটি মাত্র ছেলে রেখে সে স্ত্রীও মারা যান। তখন মিঃ হ্যাভিসাম্ মেয়ের কাছে সব কথা খুলে বলেন এবং ছেলেকে বাড়ি এনে রাখেন। বয়সের সাথে সাথে ছেলেটি হয়ে উঠে দুর্বিনীত, দুশ্চরিত্র, অমিতব্যয়ী, উচ্ছৃঙ্খল। তাই মিঃ হ্যাভিসাম্ প্রথমে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন; কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়। তিনি ছেলেকেও কিছু টাকাকড়ি দিয়ে যান। কিন্তু মিস্ হ্যাভিসামের তুলনায় তা নেহাতই নগণ্য।

"এজন্য ভাই বোনের উপর বিষম চটা ছিল। দু'জনের মধ্যে মন কষাকষি তো ছিলই, প্রায়ই ঝগড়াঝাটিও চলত। ভাইয়ের এই ঈর্ষার জন্য বোনকে যে কি মর্মান্তিক মূল্য দিতে হয়েছে এবার তাই বলছি।

"বাপের মৃত্যুর পর তাঁর অগাধ ঐশ্বর্য যখন মেয়ের হাতে এসে পড়ল, তখন মধুর লোভে ভ্রমরের মত তাঁর অনেক স্তাবক জুটে গেল। এদের মধ্যে একজনের উপর মিস্ হ্যাভিসামেরও খুব ঝোঁক দেখা গেল। সেই ভদ্রলোকটি এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যে, মিস্ হ্যাভিসামকে না পেলে তাঁর জীবন একবারে মরুভূমি হয়ে যাবে। আসলে কিন্তু এই ভদ্রলোকটি ছিলেন চঞ্চল প্রকৃতির, তাঁর চরিত্রের সুনামও ছিল না। কথায় কথায় তিনি মিস্ হ্যাভিসামের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে যথেচ্ছ খরচ করতেন—তার বেশির ভাগই ছিল বাজে খরচ। তাঁর পরামর্শেই মিস্ হ্যাভিসাম্ অনেক বেশী টাকা দিয়ে পৈতৃক মদের কারখানায় তার ভাইয়ের অংশ কিনে নেন।

"এই ব্যাপারে বাবা আপত্তি করেছিলেন, যখন তখন ভদ্রলোকটিকে এত টাকা দিতেও বারণ করেছিলেন। কিন্তু মিস্ হ্যাভিসাম্ তাঁর প্রতি অনুরাগে এত অন্ধ যে, বাবার এই সদুপদেশের কদর্থ তো

করলেনই, তাঁকে সকলের সামনেই অপমান করলেন। সেই থেকে বাবা আর ও বাড়ির ছায়া মাড়ানোও ছেড়ে দিয়েছেন।

"এঁর সাথেই শেষ পর্যন্ত মিস্ হ্যাভিসামের বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হলো, দিন ক্ষণও ঠিক হলো। কিন্তু বিয়ের দিন বর উধাও। তাঁর আর পাত্তা পাওয়া গেল না। তার পরিবর্তে এল তাঁর একখানা চিঠি।"

"মিস্ হ্যাভিসাম্ তখন কনের পোশাক পরছিলেন, টেবিলের উপর তখন বিয়ের কেক সাজান হচ্ছিল, আর ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট। তাই না?"—আমি বললাম।

"ঠিক তাই। কেন যে এ বিয়ে ভেঙে গেল জানি না। বিয়ে করলে তো ভদ্রলোক সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতেন। হয়তো আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল, সে শুধু টাকার জন্য মিস্ হ্যাভিসামের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছিলেন। কারণ যাই হোক, এতে মিস্ হ্যাভিসামের মন ভেঙে গেল। তিনি একবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর আদেশে বাড়ির সব কয়টি ঘড়িতে আটটা চল্লিশ মিনিট বাজিয়ে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। বাড়িঘরের যত্নও আর নেওয়া হলো না। ফলে ফুলের বাগান আগাছায় ভরে গেল, ঘরে ঘরে ধুলা জমতে লাগল। এখন বাড়ির কি অবস্থা তা তো নিজের চোখেই দেখে এসেছ। শুনেছি, মিস্ হ্যাভিসামের এই দুর্বহ জীবনের মূলে আছে তাঁর ভাইয়ের ষড়যন্ত্র। তাঁকে জব্দ করবার জন্য তিনিই নাকি এই ভদ্রলোকটিকে আমদানী করেছিলেন।"

"এরা এখন কোথায় আছে?"

"জানি না। তবে শুনেছি, তাঁদের কপালেও সুখভোগ ঘটেনি।"

"আচ্ছা, মিস্ হ্যাভিসাম্ এস্টেলাকে কবে পোষ্য নেন?"

"আমি ওখানে যাবার পর থেকেই তো তাকে দেখে আসছি। এর পর আমি যা জানি, তুমিও তা জান!"

এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হলো। হার্বার্ট তার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত রঙ্গীন কল্পনার কথা অতি সহজভাবে আমাকে শোনাতে

লাগল। সে প্রকাণ্ড ব্যবসা ফাঁদবে, পৃথিবী জুড়ে তার কারবার চলবে, লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হবে। এমনি কত কি! এই ভবিষ্যতের আশায়ই সে বর্তমান দারিদ্র্যকে এমন হাসি মুখে সহ্য করে যাচ্ছে।

দু দিনেই আমাদের দু জনের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে যেতাম, থিয়েটার দেখতাম, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতাম। জীবনকে খুব সহজ করে নেবার তার যে একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল, তা দেখে মুগ্ধ হতাম।

সোমবার হার্বার্ট আর আমি বিকাল তিনটার সময় তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার বাবা তখন বাড়ি ছিলেন না। মার সাথেই প্রথম আলাপ হলো। ঝি চাকরের হাতে সংসার। যা করবার তারাই করে। হার্বার্টরা ভাইবোনে আটজন। সবচেয়ে ছোটটি বছর দুয়েকের শিশু।

হার্বার্টের মার ছেলেবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল, কোন ব্যারন বা কাউন্টের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তা না হওয়ায় তাঁর মনে একটা ক্ষোভ ছিল, সেজন্য এই সংসারের প্রতিও তাঁর এক ধরনের উদাসীনতা ছিল। এমন কি এতগুলি ছেলেমেয়ের মা হয়েও তাদের প্রতি তেমন একটা টান ছিল না।

মিঃ ম্যাথু পকেট কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরলেন। ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশী নয়। কিন্তু এরই মধ্যে মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। সে চুলেরও যেমন পারিপাট্য নেই, পোশাক-পরিচ্ছদেরও তেমন যত্ন বা সৌষ্ঠব নেই। সংসারে উদাসীন স্ত্রী নিয়ে ঘর করলে যা হয়, ভদ্রলোকের সেই অবস্থা।

তিনি আমাকে দেখে খুশীই হলেন। হ্যারো এবং ক্যাম্ব্রিজে তিনি পড়াশুনা করেছেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁর বেশ নামও ছিল। তিনি আমাকে আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। বেশ সাজানো গোছানো ঘর, দেখে খুশী হলাম।

তাঁর কাছে আরও দুইটি ছাত্র থাকত। তাদের নাম বেণ্টলি ড্রামল্ এবং স্টারটপ্। মিঃ ম্যাথু পকেট্ তাদের সাথেও আমার

আলাপ করিয়ে দিলেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও এখানে বেশ ভালই ছিল। আশা হলো, দিনগুলি এখানে হয়তো ভালভাবেই কাটবে।

—বাইশ—

দু তিন দিন পর মিঃ ম্যাথু পকেট আমাকে বললেন, "তোমাকে কয়েকটা জায়গার কথা বলছি, লণ্ডনে এগুলি অবশ্য দ্রষ্টব্য। দেখে এসে যদি কোন বিষয়ে তোমার কিছু জানবার থাকে, নিঃসংকোচে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। এতে দুটো কাজ হবে, জায়গাগুলি তোমার চেনা হবে। এগুলি দেখে তুমি কতটা কি বুঝতে পেরেছ, তোমার প্রশ্ন থেকে তা বোঝা যাবে। তোমাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে, সাধারণ লোকের মত তোমাকে চাকুরি বা ব্যবসা করে খেতে হবে না। তোমাকে এমন শিক্ষা পেতে হবে, যাতে বড়লোকদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পার।"

তারপর আমি কোন্ কোন্ বিষয় কি ভাবে পড়ব, তিনি তার একটা ছক কেটে দিলেন। সব কথাবার্তা শেষ হলে আমি বললাম, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমি বার্নার্ড হলেই থাকতে চাই। হার্বার্টও ওখানে আছে, কাজেই কোন অসুবিধাও হবে না।"

"আমার আপত্তির কি আছে, তবে তোমার অভিভাবক মিঃ জ্যাগার্সের মত আছে কিনা তা জানা দরকার।"

মিঃ জ্যাগার্সের মত জানবার জন্য একদিন তাঁর অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, "কিছু ফার্নিচার আর টুকিটাকি দু চারটে জিনিস কিনে নিলেই বার্নার্ড হলে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকা যায়।"

"এর জন্য কত টাকা চাই?"

"কুড়ি পাউণ্ড।" আমি সসংকোচে বললাম।

"উইমিক্! মিঃ পিপ্‌কে কুড়ি পাউণ্ড দিয়ে একটা রসিদ রেখে দেবে। আমি একটু কোর্টে যাচ্ছি।"

মিঃ জ্যাগার্স যেমনই স্বল্পভাষী, তাঁর কেরানী উইমিক্ তেমনই গল্পপ্রিয়। আমাকে টাকা দেবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ জ্যাগার্সের খুব সুনাম আছে, তাই না?"

"উকিল হিসাবে তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর জেরার মুখে মরা বেঁচে উঠে, এমনি তাঁর দক্ষতা! এজন্য তাঁর মক্কেলের অন্ত নেই। অনেক কাজ তাঁকে ফেরতও দিতে হয়। আমরা চারজন কেরানী তাঁর সব কাজের হিসাব রাখতে হিমশিম খাচ্ছি।"

একথা সেকথার পরে তিনি শেষে বললেন, "একদিন অবসর মত আমার বাড়ি আসুন না! তাহলে খুব খুশী হব।"

আমি সানন্দে তাঁর এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

তিনি তখন বললেন, "মিঃ জ্যাগার্স কি আপনাকে খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন?"

"এখনও করেননি।"

"শীঘ্রই নিমন্ত্রণ পাবেন। সেখানে খাদ্য ও পানীয় সবই প্রথম শ্রেণীর হবে। কিন্তু সেখানে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু হবে তাঁর পরিচারিকাটি।"

"তাই নাকি? তবে নিশ্চয়ই তার কিছু বিশেষত্ব আছে?"

"বনের পশু যে কি রকম পোষ মানে, এই পরিচারিকাটি তারই নিদর্শন। চলুন না কোর্টের দিকে যাওয়া যাক! সেখানেও তাঁর দাপট দেখবেন।"

ভাবলাম, মন্দ কি! মিঃ জ্যাগার্সের বাগ্মিতা আর কূটবুদ্ধি দুইয়েরই পরিচয় পাওয়া যাবে।

—তেইশ—

বেণ্টলি ড্রামল্ ছিল একগুঁয়ে, মাথা-মোটা, কুঁড়ে, কৃপণস্বভাব এবং সন্দেহপ্রবণ। পড়াশুনাও একটু বেশী বয়সেই শুরু করেছে। তবে বড় ঘরের ছেলে। ভবিষ্যতে খেতাব পাবার সম্ভাবনা আছে. তাই মিসেস্ পকেট তাকে খুব পছন্দ করেন।

স্টারটপ্ ছিল মায়ের আদুরে ছেলে। মাকে সে খুব ভালবাসত, চেহারাও নাকি মায়ের মতই, মেয়েলী। এই দু'জনের মধ্যে স্টারটপ্‌কেই আমি বেশী পছন্দ করতাম। তবে আমার সত্যিকার বন্ধু ছিল হার্বার্ট। আমার যত মনের কথা তার সাথেই হতো।

দিন দিন আমার খরচের হাত বেড়েই যাচ্ছিল। অনেক সময় অনেক বাজে খরচও করতাম। তবে আর যাই করি, পড়াশুনার দিকে কোন ফাঁকি ছিল না।

অনেক দিন মিঃ উইমিকের সাথে দেখাশুনা হয়নি। তাঁর বাড়ি দেখার নিমন্ত্রণও রক্ষা করা হয়নি। তাই তাঁকে চিঠি দিয়ে জানালাম যে, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।

নির্দিষ্ট দিনে আমি তাঁর অফিসে হাজির হলাম। তিনি আমারই প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি যেতেই যাবার জন্য তৈরী হলেন।

আমরা হেঁটেই রওনা হলাম। যেতে যেতে বললেন, "মিঃ জ্যাগার্স-এর কাছ থেকেও কাল নিমন্ত্রণ পাবেন। আপনার আর তিনজন বন্ধুকেও বলবেন।"

বেণ্টলি ড্রামল্‌কে আমি কোন সময়েই বন্ধু বলে মনে করতাম না। কিন্তু সে কথা না বলে চুপ করেই রইলাম।

কিছুক্ষণ পরই আমরা মিঃ উইমিকের বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ছোট কাঠের বাড়ি। দেখতে মন্দ নয়। পিছনে বাগান। সেখানে নানা রকম সব্জির গাছ, আর মুরগী ও শুয়োরের আস্তানা।

বাগানের এক কোণে লতা-ঘেরা একটি ছোট্ট কুঞ্জ। তাতে একটি ছোট টেবিলের দু'পাশে দু'খানা চেয়ার পাতা। সেখানে বসেই আমরা চা খেলাম।

মিঃ উইমিক তাঁর বাড়ি তৈরির কাহিনী বললেন। একটু একটু করে টাকা জমিয়ে তিনি প্রথমে জমিটি কেনেন। তারপর নিজেই প্ল্যান করে নিজের হাতেই এই বাড়ি তৈরি করেছেন।

এর পর তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক কানে খাটো। চেঁচিয়ে না বললে কোন কথা বুঝতে পারেন না। আমাকে দেখে তিনি খুশীই হলেন এবং ছেলের গুণপনার অনেক কথা বললেন।

মিঃ উইমিক্ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমায় দেখালেন। তার বেশির ভাগই মক্কেলদের কাছে পাওয়া। মিঃ জ্যাগার্স যাদের জেল বা ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের কাছ থেকেই এ সব জিনিসের বেশির ভাগ আদায় করা হয়েছে। এ বিষয়ে মিঃ উইমিকের কোন চক্ষুলজ্জা ছিল না।

রাত্রির খাবার ব্যবস্থাও বেশ ভালই ছিল। বেশ পরিতৃপ্তির সাথেই খাওয়া হলো। রাত্রিও সেখানেই কাটালাম।

পর দিন ভোরে প্রাতরাশ সেরে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা শহরের দিকে রওনা হলাম। অফিসের যত কাছে আসতে লাগলাম, মিঃ উইমিক্‌ও ততো গম্ভীর হতে লাগলেন। এক সময় তাঁর কথাবার্তা একদম বন্ধ হয়ে গেল। তখন তাঁর সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি! কে বলবে যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি ছিলেন, কথায় বার্তায়, হাসি ঠাট্টায় চমৎকার একজন প্রাণচঞ্চল মানুষ!

—চব্বিশ—

সেদিনই রাত্রে মিঃ জ্যাগার্স আমাদের ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন! স্থির হলো, সন্ধ্যা ছ'টায় আমরা তাঁর অফিসে এসে তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি যাব।

আমরা যথাসময়েই সেখানে হাজির হলাম এবং মিঃ জ্যাগার্সের সাথে তাঁর বাড়ি রওনা হলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড বাড়ি। কিন্তু বহুদিন তার সংস্কার করা হয়নি, এমনি চেহারা। বাড়িতে অনেকগুলি ঘর। কিন্তু তিনি মাত্র তিনখানি ঘর ব্যবহার করেন। একটা তাঁর খাবার ঘর, একটা কাপড় পরবার ঘর, আর একটা শোবার ঘর। খাবার ঘরটিই সব চাইতে ভাল। কোন ঘরেই আসবাব-পত্রের কোন বাহুল্য নেই। নেহাত যেটুকু না থাকলে নয়, তাই আছে। তবে তার কোনটাই খেলো বা পলকা নয়। বেশ দামী জিনিস।

আমরা খেতে বসলাম। মিঃ জ্যাগার্সের একপাশে ড্রামল্, আর একপাশে স্টারটপ্। সামনে আমি আর হার্বার্ট। মিঃ জ্যাগার্স ড্রামলের সাথেই বেশী কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

বাড়িতে লোকজনের মধ্যে একটি মাত্র পরিচারিকা। সে-ই এক হাতে সব কাজ করতে লাগল। মিঃ উইমিক্ ঠিকই বলেছিলেন। মিঃ জ্যাগার্সের রুচি আছে। খাবার এবং পানীয় সবই প্রথম শ্রেণীর। ব্যবস্থাও প্রচুর।

খাওয়ার সাথে নানা গল্প চলতে লাগল। সে সব গল্প আমরাই শুরু করলাম। কথায় কথায় আমি বললাম, আমার খরচ অনেক বেড়ে গেছে, অনেক সময় অপব্যয়ও হচ্ছে। যিনি আমার অভিভাবক, আমার খরচপত্রের হিসাব যিনি দেখবেন, তাঁর কাছে এই বাহাদুরি করার যে কোন মানে হয় না, এ বোধও আমার তখন লোপ পেয়েছিল।

ড্রামলের বাহাদুরি আরও বেশী। তার মত সাহসী, শক্তিমান্ খুব

কমই আছে, একাই সে পাঁচ জনের মহড়া নিতে পারে—এমনি অনেক বড় বড় কথা সে বলে যাচ্ছিল। সে যে কত বড় শক্তিধর তা প্রমাণ করার জন্য সে তার আস্তিন গুটিয়ে বাহু আস্ফালন করতে লাগল।

মিঃ জ্যাগার্স তার এই কাণ্ড দেখে মৃদুমৃদু হাসছিলেন। শেষে এক সময় বললেন, "কবজির জোর কাকে বলে তা তোমাদের দেখাচ্ছি। এই বলে তিনি তাঁর পরিচারিকাকে আদেশ করলেন, "মলি! তোমার বাহু দু'খানি অনাবৃত করে এদের দেখাও তো।"

এই আদেশ পালনে মলির প্রথমে অনিচ্ছাই ছিল। কিন্তু মনিবের আদেশ শেষ পর্যন্ত তাকে পালন করতেই হলো। তার সুঠাম শক্তি-শালী বাহু দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ড্রামলেরও মুখে আর কথা ফুটল না।

মলির বয়স প্রায় চল্লিশ, কিন্তু দেখতে কমবয়সী বলে মনে হয়। মুখের গড়ন যে ভাল তা নয়, তবে চেহারায় বেশ একটা কোমলতা আছে। এই কোমল দেহধারিণীর বাহু যুগল যে এমন সুঠাম, এমন শক্তিশালী আমরা তা কল্পনা করতে পারিনি।

মিঃ জ্যাগার্স বললেন, "অনেকেরই কবজির জোর পরীক্ষা করার আমার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু কি পুরুষ, কি মেয়ে, কারও কবজিরই এত জোর আমি আর কোথাও দেখিনি।"

এতখানি শক্তির অধিকারী হয়েও মলি মনিবের ভয়ে সব সময়ই যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকত।

রাত্রি সাড়ে নটার সময় আমরা মিঃ জ্যাগার্সের কাছে বিদায় নিয়ে যে যার আস্তানার দিকে রওনা হলাম।

—পঁচিশ—

পরের সোমবার ডাকে বিডির একখানা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে: "প্রিয় মিঃ পিপ্! মিঃ গ্রিগরির অনুরোধে তোমাকে এই চিঠিখানা লিখছি। তিনি এবং মিঃ ওপ্সল্ লণ্ডন যাচ্ছেন। মঙ্গলবার

বেলা নয়টার সময় মিঃ গ্রিগরি বার্ণার্ড হোটেলে তোমার সাথে দেখা করতে যাবেন। তোমার দিদির অবস্থা একই রকম। আমরা রান্নাঘরে বসে রোজই তোমার কথা বলি। পুরানো দিনের কথা মনে করে আমি তোমাকে আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি। ইতি—

তোমার বিডি।

পুঃ। মিঃ গ্রিগরির কথামত আরও লিখছি, তুমি আজকাল ভদ্র সমাজে মেলামেশা করলেও তাঁর সাথে দেখা করতে হয়তো তোমার আপত্তি হবে না। কারণ তুমি বরাবরই তাঁকে ভালবাসতে। মানুষ হিসাবেও তিনি মহৎ লোক। সে তুমি ভালই জান।"

সত্যি বলতে কি, এই চিঠি পেয়ে আমি মোটেই খুশী হলাম না। জো তাঁর গেঁয়ো পোশাকে এসে গেঁয়ো ধরনের কথাবার্তা বলবেন, আর হার্বার্টের সামনে আমি অপদস্থ হব, এই হলো আমার চিন্তা। তবু মন্দের ভালো যে, ড্রামল্ এখানে থাকবে না। তাহলেই হয়েছিল আর কি!

যথাসময়ে জো এসে হাজির হলেন। তাঁর সেই অদ্ভুত পোশাক, অদ্ভুত জুতা! মাথার টুপিও তেমনি। দেখলেই বোঝা যায় নেহাত গাঁয়ের মানুষ। শহুরে সভ্যতার কোন ধার ধারে না।

এসেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পিপ্, তুমি কেমন আছ?"

"আপনি কেমন আছেন? কত দিন পর আমাদের দেখা! দিদি কেমন আছেন?"

"আমি ভালোই আছি। তোমার দিদি এখনও শয্যাশায়ী। তার আগের স্বাস্থ্য হয়ত আর ফিরে আসবে না।"

"মিঃ ওপ্সল্‌কে কোথায় রেখে এলেন?"

"সে থিয়েটার দেখতে গেছে।"

এ সময় হার্বার্ট ঘরে প্রবেশ করল। জো'র সাথে আমি তার পরিচয় করিয়ে দিলাম।

হার্বার্ট জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ গ্রিগরি, আপনি কি পছন্দ করেন, চা, না কফি?"

"তোমাদের যা ইচ্ছা !"

"তবে চায়ের ব্যবস্থাই করি।"

ভেতরে ভেতরে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম, হয়তো বাইরেও তা প্রকাশ পেয়ে থাকবে। তাই জো'র কথাবার্তায়ও সাবলীলতার অভাব দেখা দিল। আমি যদি আগের মত সহজ সুরে কথা বলতে পারতাম, জো'ও তাহলে মন খুলে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু আমার অহমিকাবোধই তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। কাজেই জো কতক্ষণে বিদায় নেবেন, মনে মনে শুধু তাই ভাবতে লাগলাম।

চা পানের পর হার্বার্ট বাইরে চলে গেল। তখন জো আমাকে চুপি চুপি বললেন, "পিপ্, মিস্ হ্যাভিসাম্ একবার তোমাকে তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছেন। এস্টেলাও তাঁর কাছে এসেছে। বিডিকে চিঠিতে এ কথা জানাতে লিখেছিলাম। কিন্তু সে বলল, লেখার চাইতে মুখে বললেই তুমি বেশী খুশী হবে।"

এতক্ষণ জো'র প্রতি আমার যে বিরাগ ভাব ছিল, এ কথা শুনে তা নিমেষে দূর হলো। মনে হলো, বড় আপনার জন বড় সুসংবাদ জানাতে এসেছে। তাই বললাম, "আজ এখানে থাকবেন তো ?

"না আজই চলে যাব।"

"তবে দুপুরে খেয়ে যাবেন।"

"তারও উপায় নেই। একটু পরই আমি বাড়ি রওনা হব।"

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "আজ আমার আচরণে যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, সে দোষ আমার। তোমার সাথে লণ্ডনে এসে আমার দেখা করা উচিত হয়নি। পুরানো বন্ধু হিসাবে এজন্য আমায় ক্ষমা করো। কোন বাহাদুরি নেবার জন্য এখানে আসিনি, আমার আসার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে খবরটি দেওয়া। আমাকে যদি একজন গেঁয়ো কর্মকার হিসাবেই মনে কর, তা হলেই তোমার মনে কোন সংকোচ আসবে না। মনে করো, লণ্ডনে নয়, আমার কামারশালায় জানালার কাছে বসে তুমি আমার সাথে কথা বলছ। আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সত্যিই কম, তবে এখানে এসে তোমার যে কিছুটা অসুবিধা

ঘটিয়েছি, এটা এখন বুঝতে পারছি। যা হোক, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি সুখী হও।"

এই বলে জো বিদায় নিলেন।

—ছাব্বিশ—

পরদিনই আমি মিস হ্যাভিসামের সাথে দেখা করবার জন্য তৈরী হলাম। প্রথমে স্থির করলাম, জো'র ওখানেই উঠব। তা হলে তিনি ভারী খুশী হবেন। কিন্তু ভোর হতেই সে মতের পরিবর্তন হলো। স্থির করলাম, একটা হোটেলে উঠব।

বিকালের দিকে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে রওনা হলাম। রাত সাতটা আটটার মধ্যেই আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারব। হার্বার্ট আমাকে তুলে দিতে এল। এসে দেখি আমাদের গাড়িতে দু'জন কয়েদীও যাচ্ছে। এদের একজন ঠিক আমার পেছনের আসনে বসা। আর একজন তার পাশে। তাদের রক্ষীও পিস্তল হাতে তাদের কাছেই বসা। কয়েদী দু'জনেরই হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি। একজনকে দেখেই চিনলাম। এ হচ্ছে আড্ডাখানার সেই অজানা লোক, যে কেবলই আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল এবং যাবার সময় আমাকে দু খানা এক পাউণ্ড নোটে জড়িয়ে একটি শিলিং দিয়ে গিয়েছিল। আমার বর্তমান পোশাকে আমাকে চেনা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া বিদায় নেবার সময় হার্বার্ট আমাকে পিপ্ বলে সম্বোধন না করে হ্যাণ্ডেল সম্বোধন করায় সে দিক দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

তবুও কি অস্বস্তি যায়! পাশেই দু'জন জেলের কয়েদী! একজনের নিঃশ্বাস আমার পিঠে এসে পড়ছে! কোন কারণ না থাকলেও আমার যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে ভয় আরও বাড়ল, যখন তাদের দু'জনের ফিসফিস কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল।

শুনলাম, আমাকে সেদিন যে দু'পাউণ্ড নোট দেওয়া হয়েছিল, তাই নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। কয়েদীটি তার সঙ্গীকে বলছে, "হাতে তো মাত্র মিনিট খানেক সময়। সে তাড়াতাড়ি আমার হাতে দু'পাউণ্ডের নোট দু'খানা গুঁজে দিয়ে বলল, 'তুমি তো ছাড়া পেয়ে যাচ্ছ। ছেলেটির নাম পিপ্। যদি তার খোঁজ পাও, নোট দু'খানা তাকে দিও। ছেলেমানুষ হয়েও সে আমায় খাবার এনে দিয়েছিল, আমার সাথে তার দেখার কথা গোপন রেখেছিল।"

"আর তুমি খুঁজে খুঁজে সেই ছেলেটির হাতে সেই নোট দু'খানা তুলে দিলে!"

"তাই দিলাম।"

"তোমার মত এমন বোকামি আমি কিন্তু করতাম না। আমি সে নোট দু'খানা আমার ইচ্ছা মত খরচ করতাম। কে আর তার খোঁজ করত? আচ্ছা সে কয়েদীটির শেষ পর্যন্ত কি হলো?"

"জেল থেকে একবার পালিয়েছিল। আবার ধরা পড়ে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় বলে শুনেছি।"

এসব কথা শুনে আমি ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠতে লাগলাম। কেবলই ভয় হতে লাগল, কখন ধরা পড়ি! তাই গন্তব্যস্থানে পৌঁছতেই চট্ করে নেবে পড়লাম। অন্যান্য যাত্রী ও কয়েদী দু'জনকে নিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ব্লু বোর্ হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম। আর একবারও এই হোটেলে এসেছিলাম। এখানেই রাত কাটাব স্থির করেছিলাম। তাই খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়েও ভাবলাম, কি অদ্ভুত যোগাযোগ! কয়েদী দুটি এ গাড়িতে না এসে অন্য কোন গাড়িতেও আসতে পারত! আমার ভাগ্য ভাল যে, আমাকে চিনতে পারেনি!

—সাতাশ—

যথাসময়ে আমি মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সারাটি পথ কেবল এস্টেলার কথাই ভাবতে লাগলাম। মিস্ হ্যাভিসাম্ তাকে মেয়ের মত লালনপালন করছেন, আমাকেও প্রায় ছেলের মত মানুষ করবার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের বিয়ে দিয়ে তাঁর মলিন গৃহ আবার আনন্দমুখর করা ছাড়া আর কি হতে পারে? আবার তাঁর ঘর হাসিতে ভরে উঠবে, আঁধার ঘরে আলো জ্বলবে, বাগানে ফুল ফুটবে, বন্ধ ঘড়িগুলি আবার চলতে থাকবে, আমরা দুটিতে তাঁর চোখের সামনে হেসে খেলে বেড়াব, আর তিনি তৃপ্ত নয়নে তাই দেখবেন!

এইসব রঙ্গিন কল্পনার জাল বুনতে বুনতে আমি বাড়ির দোরে গিয়ে কড়া নাড়তেই যে এসে দোর খুলে দিল, সে এস্টেলা নয়, সারা নয়, অব্‌লিক্।

আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এখানে কি করে এলে?"

"কেন, পায়ে হেঁটে।" সে ঠাট্টার সুরে উত্তর দিল।

"কতদিন হলো এখানে এসেছ?"

"ঠিক তারিখ বলতে পারব না। তবে তুমি চলে যাবার কিছুদিন পরই আমিও জো'র কাজ ছেড়ে চলে এসেছি।"

ইতিমধ্যেই সে সদর দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা কথা বলতে বলতে তার ঘরের কাছে এসেছি। বড়লোকের বাড়ি দারোয়ানের যেমন ছোট ঘর থাকে, এও তেমনি। তফাতের মধ্যে ঘরের এককোণে একটা বন্দুক।

সেদিকে আমার চোখ পড়তেই অব্‌লিক্ বলল, "ওটায় গুলি ভরা আছে। যাতে দরকারের সময়ই ব্যবহার করা যায়।"

আমি মিস্ হ্যাভিসামের ঘরের কাছে এসে দরজায় টোকা দিতেই তাঁর গলা শোনা গেল, "কে পিপ্! ভেতরে এসো।"

ভেতরে ঢুকে দেখি, সবই সেই আগের মতই আছে। আমি তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "আপনি যে আমাকে দয়া করে স্মরণে রেখেছেন, আপনার সাথে দেখা করতে ডেকে পাঠিয়েছেন, এ আপনার অসীম অনুগ্রহ।"

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি ; এবার দেখলাম, মিস্ হ্যাভিসামের পেছনে এস্টেলা দাঁড়িয়ে। এ ক'দিনেই তার সৌন্দর্য যেন শতগুণ বেড়ে গেছে। মিস্ হ্যাভিসামের মুখে হাসি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এস্টেলা কি খুব বেশী বদলে গেছে?"

"এত বেশী বদলে গেছে যে প্রথমে বুঝতেই পারিনি যে, এস্টেলা এখানে দাঁড়িয়ে।"—আমি উত্তর দিলাম।

"আগে তো এস্টেলা ছিল উদ্ধত, অহংকারী। কথায় কথায় তোমায় অপমান করত। মনে আছে সে সব কথা?"

আমি কোন উত্তর দেবার আগে তিনি এস্টেলাকেও জিজ্ঞাসা করলেন, আমারও কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

এস্টেলা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "অনেক পরিবর্তনই হয়েছে।"

"আগের মত আর গেঁয়ো ভূত নেই, কি বল?"

এস্টেলা কোন উত্তর দিল না। তার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। স্থির হলো, আজ সারা দিন এখানেই থাকব। মিস্ হ্যাভিসামের আদেশে আমি আর এস্টেলা বাগানে বেড়াতে গেলাম। যেখানে হার্বার্টের সাথে আমার মল্লযুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে যেতেই এস্টেলা বলল, "সেদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমি তোমাদের দ্বন্দ্ব দেখছিলাম। দেখতে বেশ ভালই লাগছিল।"

"তার পুরস্কারও তো আমায় দিয়েছিলে।"

"দিয়েছিলাম নাকি? তোমার হাতে যে তার বেশ শিক্ষা হয়েছিল, তাতে খুব খুশী হয়েছিলাম। সে যে এখানে আমার পিছনে ঘুরঘুর করবে, এ আমার একবারে অসহ্য বোধ হচ্ছিল।"

"সে এখন আমার বন্ধু।"

"তাই নাকি! তা হবেও বা। তুমি তো তার বাবার কাছেই পড়াশুনা করছ! যাক্, তোমার ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে তোমার বন্ধুবান্ধবও বদলে গেছে।"

"সে তো স্বাভাবিক।"

"তাই হয়।"

বাগানটি আগাছায় ভরে গেছিল। তারই মাঝে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "প্রথম যেদিন এখানে আসি, সেদিন তুমি এখানেই মদের পিপেগুলির উপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছিলে।"

সে নেহাত উদাসীনের মত বলল, "তাই নাকি?"

আর একটা জায়গা দেখিয়ে আবার বললাম, "এখানেই আমাকে খেতে দিয়েছিলে, তা মনে আছে তো?"

"আমার কিছুই মনে নেই।"

তার এই ঔদাসীন্যে মনটা দমে গেল। এই সৌন্দর্য প্রতিমা কি তবে নিতান্তই নিষ্প্রাণ! হৃদয় বলে কি তার কিছুই নেই!

এস্টেলা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল। বলল, "সত্যিই হৃদয় বলে আমার কিছু নেই। যা আছে তাতে রক্ত ঝরানো চলে, তাকে ছুরিবিদ্ধ করা চলে, তার ধুকধুকানি বন্ধ হলে আমি আর বেঁচে থাকব না—এই পর্যন্তই। নইলে এ হৃদয়ে দয়ামায়া, স্নেহ মমতা, ভালবাসা প্রেম, কোন কিছুই নেই। এ হৃদয় পাষাণে গড়া, পাষাণের মতই কঠিন।"

"কি যা তা বলছ?"

"ঠিকই বলছি। এর এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। যদি আমাদের এক সঙ্গে থাকতে হয়, তবে তোমার এটা এখনই জেনে রাখা ভাল। কারও প্রতি আমার এ যাবত কোন অনুরাগ জন্মেনি, জন্মাবেও না।"

এ যেন মিস্ হ্যাভিসামের প্রতিচ্ছায়া! তাঁর হাতে গড়া বলেই কি তার মুখে এ সব কথা? আমি হতবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে

রইলাম। এস্টেলা আমার মুখের ভাব দেখে বলল, "আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেলে নাকি?"

"তোমার কথায় বিশ্বাস করলে ঘাবড়াবারই কথা।"

"তবে বিশ্বাস করোনো। মিস্ হ্যাভিসাম্ হয়তো এখনই আবার ডেকে পাঠাবেন। তার আগে চলো, আর একটু বেড়ানো যাক্।"

এই বলে সে তার নরম হাতখানি আমার কাঁধের উপর রাখল। তার স্পর্শে আমার সমস্ত অন্তর যেন শিহরিত হয়ে উঠল। আমরা দু'জনই প্রায় একই বয়সী। মিস্ হ্যাভিসাম্ আমাদের দু'জনকেই পুত্র কন্যার মত মানুষ করছেন। তাঁর ইচ্ছা মুখ ফুটে না জানালেও আমাদের দু'জনের মিলনও যে তাঁর অভিপ্রেত, এ বিষয়ে আমি একরকম নিঃসন্দেহ। অথচ এস্টেলার এ কি অদ্ভুত মনোভাব!

খানিকক্ষণ পরে আমরা ঘরে ফিরে গেলাম। দু'জনে এক টেবিলে বসেই খেলাম। তারপর এস্টেলা যখন তার ঘরে চলে গেল, তখন মিস্ হ্যাভিসাম্ আমাকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এস্টেলা বেশ সুন্দর হয়েছে, তাকে তোমার ভালো লাগছে তো?"

"তাকে কার না ভালো লাগবে?"

"বেশ তবে তাকে ভালোবাসতে শেখো, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। সে তোমাকে ভালোবাসুক বা না বাসুক, তোমার ভালোবাসার মর্যাদা দিক বা না দিক, তাকে ভালোবাসো। তার হৃদয়হীন ব্যবহারে, তার উদাসীন আচরণে যদি তোমার বুকও ভেঙে যায়, তবু তুমি তাকে ভালোবাসো।"

পাগলের মত তাঁর একি প্রলাপ! তিনি আবার বলতে লাগলেন, "শোন পিপ্, আমি তাকে ভালোবাসবার জন্যই মানুষ করছি, লেখাপড়া শেখাচ্ছি, নিজহাতে গড়ে তুলছি। তাকে ভালোবাসো। প্রকৃত ভালোবাসা কি জান? অন্ধ অনুরাগ, নিজের সত্তার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি, নিঃশেষে আত্মদান, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ভুলে শুধু একজনেরই ধ্যান জপ, তার সর্বপ্রকার বিরাগ উপেক্ষা করে তাকেই

সর্বস্ব দান—প্রকৃত ভালোবাসার এই হলো লক্ষণ। আমি এ ভাবেই ভালোবাসতে শিখেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম।"—বলতে বলতে তিনি আবেগে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিলেন, চেয়ার থেকে পড়ে যাবার মত হয়েছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকলেন মিঃ জ্যাগার্স। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এখানে কখন এলে ?"

"মিস্ হ্যাভিসাম্ তাঁর এবং এস্টেলার সাথে দেখা করবার জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

মিস্ এস্টেলার সাথে কতবার তোমার দেখা হয়েছে ?"

মিস্ হ্যাভিসাম্ বাধা দিলেন। বললেন, "এ নিয়ে আর পিপ্‌কে তোমার জেরা করতে হবে না। বরং ওকে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরে এসো।"

যেতে যেতে আমি মিঃ জ্যাগার্সকে বললাম, "যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

"স্বচ্ছন্দে। তবে উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছে।"

"এস্টেলার নামের পদবী কি ? হ্যাভিসাম্ ?"

"হ্যাঁ।"

ডিনারের সময় আমরা খাবার ঘরে হাজির হলাম। আমরা চারজন—মিঃ জ্যাগার্সের ঠিক সামনাসামনি বসল এস্টেলা, আমি বসলাম সারার সামনাসামনি। মিঃ জ্যাগার্স একবারও মুখ তুলে এস্টেলার দিকে চাইলেন না। আশ্চর্য !

খাবার পর মিস্ হ্যাভিসামের ঘরে বসে কিছুক্ষণ তাস খেললাম। মিস্ হ্যাভিসাম্ আমায় জানালেন, শীঘ্রই এস্টেলা লণ্ডন যাচ্ছে। সময়মত আমাকে জানান হবে। সে সময় যেন তাকে আনতে স্টেশনে যাই।

হোটেলে ফিরে এসে যতক্ষণ না ঘুম এল, ততক্ষণ চোখে ভাসতে লাগল এস্টেলার মুখ, আর কানে বাজতে লাগল, মিস্ হ্যাভিসামের কথা—এস্টেলাকে ভালোবাসো ! স্বপ্নেও সেই মুখই দেখলাম, সেই

কথাই শুনলাম। আমার পাশেরই আর একটি ঘরে মিঃ জ্যাগার্স তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন।

—আটাশ—

আমার ঘুম ভাঙ্গতে একটু বেলাই হলো। উঠে দেখি, মিঃ জ্যাগার্স প্রাতরাশের জন্য তৈরী। অব্‌লিক্‌কে মিস্‌ হ্যাভিসামের বাড়ির দরোয়ানের কাজ দেওয়া যে নিরাপদ নয়, এ কাজের জন্য যে সে যোগ্য নয়, মিঃ জ্যাগার্সকে সে কথা না বলে পারলাম না। তার সম্বন্ধে যতটুকু জানতাম, সব বললাম। শুনে তিনি বললেন, "বেশ আবার যখন ও বাড়ি যাব তখন তার মাইনেপত্র চুকিয়ে তাকে বিদায় করে দেওয়া যাবে।"

স্থির হলো, মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে আমরা এক গাড়িতেই লণ্ডন ফিরব। কিন্তু তার আগে একবার চুপিচুপি জো'র সাথে দেখা করে যাবার ইচ্ছা মিঃ জ্যাগার্সকে বললাম, তিনি যেন যথাসময়ে রওনা হয়ে যান, আমি পথে গিয়ে গাড়ি ধরব।

এই বলে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এ গলি সে গলি ঘুরে যখন প্রায় জো'র বাড়ির পথ ধরব ঠিক করেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার পুরোনো দরজী দোকানের ছেলেটা আমার পিছু নিল।

আমার সাথে আলাপ জমাতে সে যতই চেষ্টা করতে লাগল, আমি তাকে ততই এড়িয়ে যেতে লাগলাম। আমার এই মনোভাবে সে রেগে গিয়ে আমায় হঠাৎ বলে বসল, "এই সেদিনও কামারশালায় হাপর টানতে, আর আজ চিনতেই পারছো না, এমনি বড়লোক হয়েছো।"

তার এই কথায় আমার চারদিকে লোক জমবার উপক্রম হতেই আমি বিরক্ত হয়ে হোটেলেই ফিরে এলাম এবং মিঃ জ্যাগার্সের সাথে গাড়িতে উঠে বসলাম। লণ্ডনে নিরাপদেই পৌঁছলাম, কিন্তু জো'র সাথে দেখা না করে আসায় মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। তাই

প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পরদিনই জো'কে কিছু ভাল ভাল খাবার জিনিস পাঠিয়ে দিলাম।

হার্বার্টের সাথে দেখা করে তাকে সব কথা বলবার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠল। তাই প্রথম সুযোগেই আমি বার্নার্ড হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। বললাম, "ভাই হার্বার্ট! তোমাকে আমি কয়েকটি গোপন কথা না বলে পারছি না।"

"তোমার সে কথা গোপনই থাকবে, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

"আমি এস্টেলাকে ভালোবাসি।"

"আমি জানি।"

"কি করে জানলে? তোমায় তো বলিনি।"

হার্বার্ট হাসতে হাসতে বলল, "সব কথাই বলার অপেক্ষা রাখে নাকি?"

"তুমি সম্প্রতি এস্টেলাকে দেখোনি। সে যে কি অপূর্ব সুন্দরী হয়েছে তা বলবার নয়। কাল তার সাথে আমার দেখা হয়েছে।"

"তুমি ভাগ্যবান্, হ্যাণ্ডেল! কিন্তু এস্টেলার মনের কোন আঁচ পেলে কি?"

"তার মনের নাগাল পাওয়া শক্ত।"

"তার জন্য ধৈর্য চাই। মনে হয় আরও কিছু যেন বলবে!"

"সে কথা বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে, তবুও তোমাকে না বলে পারছি না। তুমি এইমাত্র বললে, আমি ভাগ্যবান্। কথাটা মিথ্যে নয়। ছিলাম কামারশালার শিক্ষানবীস, আর আজ"—

"আজ তুমি একজন ভদ্রলোক। তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

"কিন্তু সে ভবিষ্যৎ যে সত্যি সত্যি কি, তাই যে জানতে পারছি না।"

"সেটা খানিকটা ঠিক। কিন্তু মিঃ জ্যাগার্স যেখানে তোমার অভিভাবক হতে রাজী হয়েছেন, সেখানে পাকাপাকি ব্যবস্থাই হয়েছে। নইলে তাঁর মত লোক এ ব্যাপারে মাথাই গলাতেন না।"

"এ একটা কথা বটে।"

"কাজেই কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে থাকো। সবুরে মেওয়া ফলে, জানো তো?"

আমি চুপ করে রইলাম। হার্বার্ট তখন বলল, "এবার এমন একটা কথা বলব, যাতে তুমি হয়তো চটেই যাবে। অন্ততঃ খুশী হবে না।"

"অত ভণিতা না করে বলেই ফেল।"

"তোমার মুখে যতটা শুনেছি, ভবিষ্যতে বেশ কিছু ধনসম্পত্তি পাবে, এই কথাই তো মিঃ জ্যাগার্স তোমাকে বলেছেন। এস্টেলার সম্পর্কে কোন কথা হয়নি তো?"

"না, সে কথা কোন সময়ই হয়নি।"

"তা হলে তার কথা মন থেকে মুছে ফেল, তার আশা ছেড়ে দাও। মিস্ হ্যাভিসামের জীবনটা দেখ, তিনি এস্টেলাকে কিভাবে তৈরি করেছেন, তা ভাবো।"

"সবই বুঝি। কিন্তু তবু এস্টেলাকে মন থেকে মুছে ফেলা অসম্ভব।"

"চেষ্টা করতে দোষ কি?"

"বৃথা চেষ্টা করেও লাভ নেই।"

"বেশ তবে তোমাকে এমন একটা খবর দেই, যা শুনলে তুমি খুশী হবে। আমিও একটি মেয়েকে ভালোবাসি। তার নাম ক্ল্যারা। সে লণ্ডনেই আছে এবং এ বাড়ির দোতলায়ই থাকে।"

"সেও নিশ্চয়ই তোমাকে ভালোবাসে। কবে তোমাদের বিয়ে হচ্ছে?"

"সে বলা মুশকিল! আমার অবস্থা জানো তো! তা ছাড়া বড় ঘরের মেয়ে নয় বলে আমার মার ভীষণ আপত্তি।"

"তুমি সব ব্যাপারেই এত আশাবাদী কেন, এতদিনে তার রহস্য জানা গেল।"—আমি হেসে বললাম।

"আশাই তো মানুষের জীবন।" সেও হাসি মুখেই উত্তর দিল।

—ঊনত্রিশ—

কিছুদিন পরের কথা। মিঃ পকেটের কাছে বসে পড়ছি, এমন সময় ডাকে একখানা চিঠি পেলাম। অপরিচিত হস্তাক্ষর, তবুও আশার দোলায় মনটা দুলে উঠল। এস্টেলার চিঠি। ভেতরে কোন সম্বোধন নেই। লিখেছে—

"পরশু দিন বিকালের গাড়িতে লণ্ডন পৌঁছাচ্ছি। তোমার হয়তো মনে আছে, তুমি স্টেশনে আসবে, এটাই স্থির হয়েছিল। অন্ততঃ মিস্ হ্যাভিসামের তাই ধারণা। তাই তাঁর কথামতোই এই চিঠি লিখছি। তিনি তোমাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ইতি—

এস্টেলা।"

নেহাতই মামুলি চিঠি। তবুও মনটা খুশীতে ভরে গেল। যথা-সম্ভব সাজগোজ করে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই গিয়ে ষ্টেশনে হাজির হলাম।

সেখানে পায়চারি করছি, এমন সময় মিঃ উইমিকের সাথে দেখা। তিনি তাঁদের এক মক্কেলের সাথে দেখা করার জন্য জেলখানায় যাচ্ছেন। গাড়ি আসবার তখনও কয়েক ঘণ্টা দেরি। তাই তাঁর অনুরোধে তার সঙ্গ নিলাম।

এর আগে কোন দিন জেল দেখবার সুযোগ হয়নি। সেই জঘন্য পরিবেশ দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মিঃ উইমিক নির্বিকার চিত্তে সকলের সাথেই দু'চার কথা বলতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর মক্কেল এল। স্থূলকায় লম্বা বিশাল চেহারা।

লোকটি এমন একদৃষ্টে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমায় দেখতে লাগল যে, আমি মনে মনে বেশ অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম।

যাহোক আমরা জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। মিঃ উইমিক

তাঁর অফিসে গেলেন, আর আমি স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। গাড়ি আসতে তখনো ঘণ্টাখানেক দেরি। আপন মনে পায়চারি করতে করতে কেবলই ভাবতে লাগলাম, আমার ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে জেল-কয়েদীর ছায়া যেন আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলার কথা বাদ দিলেও এই সেদিন মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ি যেতে কয়েদীর পাশে বসেই যেতে হয়েছিল। আজও এস্টেলাকে নিতে এসে জেলেই কয়েদীর মুখ দেখে আসতে হলো। মিঃ উইমিকের সাথে আজ দেখা না হলেও তো চলতো!

যাহোক নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি এসে পৌঁছল। জানালার পাশে বসা এস্টেলা আমাকে দেখে হাত দিয়ে ইশারা করছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে আমার শুভেচ্ছা জানালাম। তার কাছে শুনলাম, সে রিচমণ্ড শহরে যাচ্ছে। জায়গাটা এখান থেকে মাইল দশেক দূরে। তার জিনিসপত্র নামিয়ে একটা কুলির জিম্মায় দিয়ে বললাম, "একটু চা খাবে তো?"

সে সম্মতি জানাতে আমি তাকে একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলাম। নেহাতই বাজে রেস্তোরাঁ। কিন্তু এস্টেলা পাশে থাকলে যে কোন জায়গাই আমার কাছে স্বর্গ।

"রিচমণ্ডে তুমি কোথায় থাকবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"এক ধনী পরিবারে। বাড়িতে শুধু মা আর মেয়ে। টাকার তাদের অভাব নেই। তবুও আমাকে অনেক খরচ করেই সেখানে থাকতে হবে। ভদ্রমহিলার সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। কাজেই আমি সেখানে থেকে অভিজাত সমাজে মেলামেশা করবার সুযোগ পাব।"

"সেখানে তুমি বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবে। প্রশংসাও পাবে প্রচুর।"

"হয়তো তা পাওয়া যাবে।"

তার এই নিরুত্তাপ উত্তরে আমি খানিকটা হতাশ হলাম। বললাম, "এস্টেলা, তুমি এমন ভাবে কথা বলো যে, মনে হয়, তুমি তোমার কথা না বলে আর কারু সম্বন্ধে বলছ।"

"তোমার কাছে কথা বলার কায়দাও শিখতে হবে, এ আশা করো না। মিঃ পকেটের ওখানে তোমার কেমন কাটছে ?"

"তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে যতটা ভাল থাকা যায়, ততটা ভাল।"

"এই বুঝি তোমার দুষ্টুমি শুরু হলো। ওসব রেখে এখন কাজের কথা শোন। মিঃ ম্যাথু পকেটই তাঁদের পরিবারে একমাত্র ব্যক্তি যিনি ঈর্ষ্যা দ্বেষের উর্ধ্বে। আর সবাই তাঁর মত নয়। তারা মিস্ হ্যাভিসামের কাছে এমন সব চুকলামি করে, যা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর। তারা তোমার সকল রকম গতিবিধির খোঁজখবর রাখে, সত্য মিথ্যা বেনামী চিঠি লিখে মিস হ্যাভিসামের কান ভারী করার চেষ্টা করে। তুমি হয়তো ভাবতেও পার না, তারা তোমায় কতখানি ঘৃণার চোখে দেখে।"

"আশা করি তাতে তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না ?"

আমার এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে এস্টেলা হাসতে শুরু করল। তাই দেখে আমি একটু সংকোচের সহিতই বললাম, "আমার কোন ক্ষতি হলে তুমি এভাবে হাসতে না, এটা কি আমি ধরে নিতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই। আমি হেসেছি তাদের ব্যর্থতা আর তার জ্বালা দেখে। এদের এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমি যে কি খুশী হই তা তুমি বুঝতে পারবে না। কেননা তুমি আমার মত এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বড় হওনি। আমাকে যারা বাইরে আদর দেখিয়েছে, ভেতরে ভেতরে তারাই আমার সর্বনাশের চেষ্টা করেছে। তুমি আমার দুটি কথা বিশ্বাস করতে পার। তারা যত চেষ্টাই করুক মিস্ হ্যাভিসামের মনে তোমার যে আসন, তা থেকে তোমাকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, তারা যে তোমার পেছনেই তাদের সমস্ত শক্তি ও সময় ব্যয় করছে এবং পদে পদে ব্যর্থ হচ্ছে এজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

অনেক আগেই চায়ের অর্ডার দেওয়া ছিল, এতক্ষণে তা এল। চা খেয়ে বিল মিটিয়ে দিয়ে আমরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরুলাম।

একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে আমরা এস্টেলার গন্তব্যপথে রওনা হলাম। নিউ গেট্ স্ট্রীট দিয়ে যেতে জেলখানাটা দেখিয়ে এস্টেলা জানতে চাইল, এটা কি। আমি যে একটু আগেই সেখানে গিয়েছিলাম তা প্রকাশ না করে শুধু বললাম, "এটা একটা জেলখানা। কয়েদীরা থাকে। এখানকার অনেক কয়েদীই মিঃ জ্যাগার্সের মক্কেল।"

"সব জায়গার সব মানুষের গোপন তথ্যের খোঁজ রাখাই তাঁর পেশা।" এস্টেলা আস্তে আস্তে বলল।

"তিনি তোমার এখানকার অভিভাবক নাকি?"

"ভগবান রক্ষা করুন।"

যেতে যেতে হ্যামারস্মিথে মিঃ ম্যাথু পকেটের বাড়িও দেখালাম। রিচমণ্ড থেকে বেশী দূর নয়। তাই বললাম, "মাঝে মাঝে তোমার ওখানে যাব।"

"নিশ্চয়ই আসবে। তোমার যখনই সুবিধা হবে, এসো।"

"মিস্ হ্যাভিসাম্ যে তোমাকে এত তাড়াতাড়ি তাঁর কাছ থেকে দূরে পাঠালেন, এটা আশ্চর্য নয় কি?"

"তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ীই এ ব্যবস্থা করেছেন। আমাকে নিয়মিত তাঁর কাছে চিঠি দিতে হবে, আমার সমস্ত খবরাখবর তাঁকে জানাতে হবে। আমার উপর তাঁর এই আদেশ, পিপ্!"

এই প্রথম এস্টেলা আমার নাম ধরে ডাকল।

আমরা গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলাম। এস্টেলা তার নতুন বাসভবনে প্রবেশ করল, আর আমি শূন্য মনে লণ্ডনে ফিরে এলাম।

—ত্রিশ—

ভবিষ্যতে অনেক ধন-সম্পত্তির মালিক হব, এই আশায় এখন থেকেই আমার খরচের হাত এত বড় হয়ে গেল যে, আমার ধারের পরিমাণ কেবলই বেড়ে যেতে লাগল। আমার পাল্লায় পড়ে হার্বার্টেরও একই অবস্থা। তার ধারের পরিমাণও আমারই মত বেড়ে চলল।

এই নিয়ে রোজই নানা জল্পনাকল্পনা হয়, ব্যয়-সংকোচের অনেক পরিকল্পনা করি। কিন্তু সে শুধু কাগজে কলমে। কাজে কিছুই হয় না। এমনি যখন অবস্থা, তখন আমার নামে একটা চিঠি এল। তাতে লেখা হয়েছে, আমার দিদি আর বেঁচে নেই। গত সোমবার তাঁর দেহান্ত হয়েছে এবং আগামী সোমবার তাঁকে কবর দেওয়া হবে। আমি যেন অবশ্য তাতে যোগ দিই।

চিরদিনই দিদি আমাকে আদরের চেয়ে শাসনই বেশী করেছেন। সময় সময় সে শাসন মাত্রাও ছাড়িয়ে গেছে। তবু আজ তাঁর মৃত্যু-সংবাদে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। জো'র সংসারে দিদি নেই, তাঁর কর্তৃত্ব নেই, এ যেন ভাবতেই পারছিলাম না।

সোমবার খুব ভোরেই আমি জো'র বাড়িতে হাজির হলাম। দেখি শবযাত্রার সব আয়োজনই প্রায় সম্পূর্ণ। সকলের পোশাকেই কালো শোকচিহ্ন। আমার পোশাকেও কালো শোকচিহ্ন পরিয়ে দেওয়া হলো।

আমার মা ও বাবার কবর যেখানে দেওয়া হয়েছে, তার কাছেই দিদিকেও কবর দেওয়া হলো।

বাড়ি এসে আমি, জো আর বিডি তিনজনে একসাথে বসেই খেলাম। খেতে খেতে দিদির অভাব যেন আবার নতুন করে মনে পড়ল। চিরদিন দিদিই পরিবেশন করেছেন, আজ সে ভার নিয়েছে বিডি।

সন্ধ্যার দিকে আমি বিডিকে নিয়ে বাগানের দিকে একটু বেড়াতে গেলাম। সেখানে একটা পাথরের উপর পাশাপাশি বসে দিদির কথাই বলতে লাগলাম। একটু অভিমানের সুরে তাকে বললাম, "দিদির শেষ দিন যে এত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসছে, এ খবরটা আমাকে একটু জানাতে পারতে নাকি ?"

"তোমাকে জানাবার কথা মনে হয়নি।"

বিডির উত্তর শুনে আমি এ নিয়ে আর কিছু না বলে, অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। বললাম, "এর পর কোথায় থাকবে ঠিক করেছ ?"

"একটা স্কুলে চাকরি নেব। এক রকম ঠিকও হয়েছে। মিসেস্ হাবলের সাথেও কথা হয়েছে, তাঁর ওখানেই থাকব। তাহলে আমরা দু'জনেই জো'র দেখাশুনাও করতে পারব।"

ভেবেছিলাম, বিডিকে কিছু অর্থসাহায্য করব। দেখলাম, সে নিজে নিজেই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তাই আবার দিদির প্রসঙ্গেই ফিরে এলাম, "তাঁর শেষের দিকের কথা বল।"

"বলবার বিশেষ কিছু নেই। তুমি তো যাওয়ার সময় বিছানায় শোয়া দেখে গেছিলে। তারপর খানিকটা ভাল হয়েছিলেন। কিন্তু আবার অবস্থা খারাপের দিকে যায়। মৃত্যুর দিন অনেক কষ্টে একবার জো'র নাম উচ্চারণ করতেই আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। তাঁর ইঙ্গিতে তাঁর হাত দুখানি জো'র গলায় তুলে দেওয়া হলো। তিনি জো'র মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। অনেক কষ্টে তিনটি কথা উচ্চারণ করলেন—'জো, ক্ষমা, পিপ্।' তার পরই সব শেষ হয়ে গেল।"

"তাঁকে কে এমন ভাবে আঘাত করে গেল, তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি ?"

"না।"

"অর্‌লিক্ এখন কোথায় কি করে জান ?"

"বোধ হয় কোন পাথরের খনিতে কাজ করে।"

বিডি আমার সাথে কথা বলতে বলতে, অদূরে একটা গাছের

এস্টেলা আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "অনেক পরিবর্তনই হয়েছে

—একত্রিশ—

হার্বার্ট এবং আমার—তু'জনেরই আর্থিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠল। ঋণের বোঝা বেড়েই চলল। ইতিমধ্যে আমার একুশ বছর পূর্ণ হলো। আট মাস আগেই হার্বার্টেরও একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে। তু'জনেই আমরা এখন সাবালক।

যে দিন একুশে পা দিলাম, তার আগের দিন মিঃ উইমিকের কাছ থেকে চিঠি পেলাম, আমার জন্মদিনে যেন আমি মিঃ জ্যাগার্সের সাথে তাঁর অফিসে দেখা করি।

অনেক আশা নিয়েই আমি মিঃ জ্যাগার্সের অফিসে হাজির হলাম। হার্বার্টও আশা করে আছে আজ ফিরে গিয়ে তাকে খুব বড় রকমের একটা সুখবর দিতে পারব।

আমাকে দেখেই মিঃ জ্যাগার্স অভ্যর্থনা করে বললেন, "এসো মিঃ পিপ্! আজ থেকে তোমাকে আর শুধু পিপ্ বলা চলবে না। তা ছাড়া তোমার সাথে কয়েকটা কাজের কথাও আছে।"

আমি মনে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

"তোমার মাসিক খরচের পরিমাণ কত ?"

"সে তো সঠিক বলতে পারব না।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাক্, তোমাকে যখন আমি একটি প্রশ্ন করেছি, তুমিও আমায় একটি প্রশ্ন করতে পার।"

"আমাকে যিনি টাকা পয়সা জুগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর নামটা জানতে পারি কি ?"

"সেটি বলা নিষেধ। অন্য কোন প্রশ্ন করতে পার।"

"আমার কি শীঘ্র কিছু পাবার সম্ভাবনা আছে ?"

"তুমি এই প্রশ্নই প্রথমে করবে, আমি তাই আশা করেছিলাম উইমিক্ তোমার হিসাবে মাসে মাসে অনেক টাকা খরচ লিখছে। তা ছাড়াও তোমার অনেক ধার হয়েছে! তাই না ?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"এই ভাঁজকরা কাগজটা ধর তো। ধরেছ? এবার খুলে দেখতে পার।"

ভাঁজ খুলে দেখি, একটা পাঁচশো পাউণ্ডের নোট। তিনি বললেন, "এই পাঁচশো পাউণ্ডের নোটখানা তোমার জন্মদিনের উপহার। আপাততঃ প্রতি বছর এই দিনে এই পরিমাণ টাকাই পাবে। এই দিয়েই তোমার সারা বছরের খরচ চালাতে হবে। আসছে বছর থেকে এই টাকাটা ১২৫ পাউণ্ড করে প্রতি তিন মাস অন্তর দেওয়া হবে। আমার উপর আমার মক্কেলের এই নির্দেশ।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনার মক্কেলের শীঘ্র লণ্ডনে আসার বা আমাকে অন্য কোথাও ডেকে পাঠাবার সম্ভাবনা আছে কি?"

"প্রথম দিন তোমার বাড়িতে তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে তো? তুমি যে প্রশ্ন করলে, সে দিনের সেই কথাই হচ্ছে তার উত্তর।"

তাঁর একথা শুনে মনে হলো, মিস্ হ্যাভিসাম্ আমার সাথে এস্টেলার বিয়ের কথাটা তাঁকে বলেননি। কিংবা বলে থাকলেও মিঃ জ্যাগার্স সে প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছেন। এই ভেবেই বললাম, "আপনার এ কথার পর আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করা সাজে না।"

তাঁর অফিসের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছিল। তিনি যাবার জন্য তৈরী হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাত্রের ডিনার কোথায় খাবে।"

"বার্নার্ড হোটেলে। হার্বার্টও সেখানেই আছে। আপনিও যদি আমাদের সাথে আজ ডিনার খান, তবে আমরা খুব খুশী হব।"

তিনি সানন্দে সম্মতি জানিয়ে বললেন, "কিন্তু এক শর্তে। আমরা একসঙ্গে যাব। তুমি আগে গিয়ে যে আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে, তা চলবে না। একটু অপেক্ষা কর। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তৈরী হচ্ছি।"

আমি এই ফাঁকে মিঃ উইমিকের সাথে দেখা করতে গেলাম। বললাম, "একটা ব্যাপারে আপনার একটু পরামর্শ চাই। আমার এক বন্ধু ব্যবসা করতে চান। কিন্তু তাঁর টাকার অভাব। আমার ইচ্ছা তাঁকে কিছু অর্থসাহায্য করি।"

"টাকাটা নগদ দেবেন? এক সঙ্গে, না কিস্তিতে কিস্তিতে?"

"নগদ টাকাই দেব। প্রথমে কিছুটা দেব, বাকীটা আস্তে আস্তে দেব।"

"তার চেয়ে টাকাগুলি জলে ফেলে দিন।"

"এই আপনার সুচিন্তিত অভিমত?"

"এই অফিসে এই আমার মত।"

"কিন্তু বাড়ি গিয়ে যদি আপনার মত জানতে চাই?"

"মিঃ পিপ্, বাড়ি আর অফিস এক নয়। যেমন আমার বাবা আর মিঃ জ্যাগার্স এক নন। ছুইটিকে এক করবেন না। অফিসের পরামর্শ নিছক আইনের পরামর্শ। বাড়িতে অন্য কথা।"

"বেশ! তবে আপনার বাড়িই এক দিন যাব।"

"সেখানে সব সময়ই আপনি সুস্বাগত।"

ইতিমধ্যে মিঃ জ্যাগার্স তৈরী হয়ে এসেছেন। তাই আমাদের কথাবার্তা অসমাপ্ত রেখেই তিন জনই অফিস ছেড়ে বাইরে বেরুলাম। কিছু দূর গিয়ে মিঃ উইমিক্ তাঁর বাড়ির পথ ধরলেন। আমি এবং মিঃ জ্যাগার্স আমাদের হোটেলের অভিমুখে রওনা হলাম।

—বত্রিশ—

এক রবিবার বিকালে আমি মিঃ উইমিকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। মিঃ উইমিক্ বাড়ি ছিলেন না, তাঁর বাবার সাথেই খানিকক্ষণ গল্প করতে হলো। ভদ্রলোক কানে খাটো, কাজেই তাঁর সাথে বেশীক্ষণ আলাপ চালানো যে কি কঠিন কাজ, তা বলাই বাহুল্য।

যা হোক, মিঃ উইমিক্ বাড়ি ফিরলেন। তাঁর সাথে একটি মহিলা—মিস্ স্কিফিন্স্। চেহারায় যে খুব সুশ্রী তা নয়, পোশাক-পরিচ্ছদেও তেমন পারিপাট্য নেই। একটা পোস্টাপিসে কাজ করেন।

তাঁর চলাফেরা দেখেই মনে হলো, তিনি প্রতি রবিবারেই এখানে আসেন, মিঃ উইমিক্ ও তাঁর বাবাকে সঙ্গ দেন। শুধু তাই নয়, আমার মনে হল, তিনি বোধ হয় মিঃ উইমিকের ভাবী বধূ।

মিস্ স্কিফিন্স্ চায়ের আয়োজন করতে লাগলেন। আমি আর মিঃ উইমিক্ একটু বাইরের দিকে গেলাম। শুধু মিস্ হ্যাভিসামের কোন নাম না করে আমি খোলাখুলি সব কথাই মিঃ উইমিক্‌কে বললাম। আমি যে টাকা পেয়েছি, তার থেকে আপাততঃ একশো পাউণ্ড মিঃ হার্বার্টকে দিতে চাই। তার পরও বছর বছর এই টাকাই তাকে দেব, যাতে এ দিয়ে সে কারো সাথে ছোটখাট কোন অংশীদারী ব্যবসা করতে পারে। তবে এই সাহায্য যে আমার কাছ থেকে যাচ্ছে হার্বার্ট যেন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে না পারে।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মিঃ উইমিকের কাছ থেকে চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, মিস্ স্কিফিন্সের ভাইয়ের সাহায্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আমি যেন তাঁর সাথে দেখা করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই করে আসি। সই সাবুদ হবার দিন দুই পর হার্বার্ট একদিন হাসতে হাসতে এসে আমাকে সংবাদ দিল, ক্লারিকার নামে এক ব্যবসায়ীর সাথে সে এক অংশীদারী ব্যবসা শুরু করছে। এবার তার ভাগ্যের নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে। শীঘ্রই সে সুদিনের মুখ দেখবে।

তার আনন্দে আমিও অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করলাম। তাকে শুধু জানতে দিলাম না যে, এই ব্যবস্থার মূলে আমারই হাত রয়েছে। আমার সৌভাগ্যের সূত্রপাতেই যে বন্ধুর সৌভাগ্যেরও সূচনা করতে পেরেছি, সেই ভেবে সেদিন আমার চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠল।

—তেত্রিশ—

বার্নার্ড হোটেলে থাকতাম বটে, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত রিচমণ্ড শহরে, মিসেস্ ব্র্যাণ্ডলির বাড়িতে, যেখানে এস্টেলা থাকত। সমাজে মহিলাটির বিপুল প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রায়ই তিনি এস্টেলাকে পার্টিতে, বন-ভোজনে, থিয়েটারে, নাচের মজলিসে নিয়ে যেতেন। তাঁদের সেখানে পৌঁছে দেবার, আবার সেখান থেকে আনবার ভার অনেক সময় আমার উপরই পড়ত।

এতে আমার আনন্দের চেয়ে মানসিক যন্ত্রণাই বেশী হতো। এস্টেলার সাথে যেতাম, সাথে করে নিয়ে আসতাম, পরস্পর পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতাম। কিন্তু কোন সময়ই তার নিবিড় সান্নিধ্য পেতাম না। আমার সাথে সে সব সময়ই কেমন একটা উদাসীন দূরত্ব রেখে চলত। শুধু তাই নয়, তার ভক্তের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলছিল। তাদের সাথে তার ব্যবহারও অনেক বেশী অমায়িক ছিল। এটাই ছিল আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য।

একদিন সে আমাকে দেখা করবার জন্য খবর পাঠাল। মনে যত অভিমানই জমা হোক, সে আহ্বান উপেক্ষা করার সাধ্য আমার ছিল না। এ কথা সে কথার পর সেদিন সে আমায় বলল, "পিপ্, তুমি কি আমার কথায় একবারেই কান দেবে না? এত যে সাবধান করছি, সবই নিস্ফল হবে?"

"তোমার সাবধান করার মানে তো তোমার প্রতি আমি যেন অনুরক্ত না হই?"

"আমার কথা ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হবে, তুমি কি এতই বোকা?"

প্রেম চিরকালই অন্ধ—এই উত্তরই মুখে আসছিল। কিন্তু তা না বলে শুধু বললাম, "আজ তো তুমিই আসতে বলেছ।"

"তা অবশ্য ঠিক। কেন ডেকেছি শোন। মিস্ হ্যাভিসাম্ জানিয়েছেন, আমি যেন শীঘ্রই একবার তাঁর কাছে যাই। আর তুমি যেন আমায় নিয়ে যাও। তোমার সুবিধে হবে তো?"

"এ আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

"বেশ! পরশু যাব, এই ঠিক রইল। যাতায়াতের সব খরচ আমার—এই শর্ত, বুঝলে?"

"তাই হবে।"

যথাসময়ে আমরা গিয়ে মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ি পৌঁছালাম। তিনি যেন এবার এস্টেলাকে আরও বেশী আদর করতে লাগলেন। তার সামনেই তিনি আমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন, এস্টেলা আমার সাথে কেমন ব্যবহার করে। আর কার কার সাথে এস্টেলার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে, সে খবরও তিনি এস্টেলার কাছ থেকেই বার করলেন।

এরই মধ্যে একদিন মিস্ হ্যাভিসাম্ ও এস্টেলার মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি হয়ে গেল। অন্য দিনের মত আমরা আগুনের পাশে বসে আছি। মিস্ হ্যাভিসাম্ এস্টেলার হাত দু'খানি ধরে আছেন, আর এস্টেলা তাঁর বাহুবন্ধন থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে। এই দেখে মিস্ হ্যাভিসাম্ তিরস্কারের সুরে বলে উঠলেন, "আমাকে বুঝি আর ভাল লাগছে না?"

"তা নয়, আমার যেন কেমন ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।"

"অকৃতজ্ঞ মেয়ে! মিথ্যে না বলে বলো যে আমার সঙ্গই তোমার অসহ্য মনে হচ্ছে।"

এস্টেলা এ অভিযোগের কোন উত্তর না দিয়ে, শুধু একটু সরে বসল। মিস্ হ্যাভিসাম্ এতে আরও রেগে গেলেন। বললেন, "পাষাণী। তোমার হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই?"

"কি! আমায় আপনি হৃদয়হীনতার অভিযোগ করছেন? কে আমাকে হৃদয়হীন করেছেন? কার শিক্ষায় আমার হৃদয়কে এমন পাষাণ করতে হয়েছে? এর জন্য দায়ী কে?"

"কি! তুমি আমায় এত বড় কথা বললে? সব দোষ আমার? ছোটবেলা থেকে এতখানি করলাম, এই তার প্রতিদান?"

"কে আপনাকে আমায় মানুষ করতে বলেছিল জানি না। আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন, আমার যা কিছু সবই আপনার। আমার দোষ, আমার গুণ, আমার মন, আমার প্রাণ সবই তো আপনার। আর কি চাই?"

"কিন্তু আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা কোথায়?"

"তাও পেয়েছেন।"

"না, পাইনি। মোটেই পাইনি।"

"আপনি আমাকে মেয়ের মত পালন করেছেন। আপনি আমাকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন, সেভাবেই আমি গড়ে উঠেছি। আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন, তাই শিখেছি। যা করতে বলেছেন, তাই করেছি। আপনি আমাকে যা দিয়েছেন, আমিও আপনাকে তাই দিয়েছি, আমার সর্বস্ব আপনার ইচ্ছার কাছে সঁপে দিয়েছি। কিন্তু যা কোনদিন আপনার কাছে পাইনি, আমার কাছে তাও আশা করলে আমি কি করে দেব?"

"তোমায় আমি ভালোবাসিনি! আমি তা হলে পাগলের মত কথা বলছি, বলতে চাও?"

"আপনাকে আমি পাগল বলতে যাব কেন? আমার চেয়ে কে বেশী জানে, আপনার প্রতিটি কাজের পিছনে আপনার একটি উদ্দেশ্য আছে? আমার চেয়ে কে বেশী জানে, আপনি কোনদিনই কোন কথা ভুলে জান না? এর কোনটাই তো পাগলের লক্ষণ নয়!"

"এত দিন যা করেছি, সবই ভুলে গেছ?"

"ভুলে গেছি? আপনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি শিক্ষা হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। কবে আমি আপনার কোন্ কথা ভুলেছি? কবে আপনার কোন্ উপদেশ অগ্রাহ্য করে চলেছি? আপনি যাকে চাইতেন না, তাকে কোন্দিন আমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছি? আমার কি নিজের

সত্তা বলতে কিছু রেখেছেন? আমি তো আপনার হাতের পুতুল। বলুন আমার কোন্ কথা অসত্য।"

"তোমার এত অহংকার!"

"কে আমাকে অহংকারী হবার শিক্ষা দিয়েছেন? অহংকার দেখাতে পারলে কে এতদিন আমাকে বাহবা দিয়েছেন?"

"তাই বলে আমার উপরও তুমি চোখ রাঙাবে?"

"এ আপনার অন্যায় অভিযোগ। এতদিন পর আপনার সাথে দেখা করতে এলাম, তার কি এই পুরস্কার? আমি তো কোনদিনই আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজই করিনি। আমার দিক থেকে কোন দিন কোন অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিইনি?"

"আমাকে ভালোবাসা—এও কি তোমার অন্যায়?"

"কি করে বলব? আমাকে আপনি এতকাল এই আঁধার ঘরে পুরে রেখে মানুষ করেছেন। কোন দিন জানতেও দেননি যে, এর বাইরে সূর্যের আলো আছে, মুক্ত বায়ু আছে। কেন তা করেননি? আমাকে যদি আর পাঁচটা মেয়ের মতই সহজভাবে মানুষ হতে দিতেন, আর আমি যদি সেভাবে মানুষ হতে পারতাম, তা হলে কি আপনি আমার উপর রাগ করতেন?"

মিস্ হ্যাভিসাম্ এ কথার কোন জবাব দিলেন না।

এস্টেলা আবার বলল, "কাজেই আপনি আমাকে যেমন ভাবে গড়ে তুলেছেন, আমিও সেই রকমই হয়েছি। আমার সাফল্য, অসাফল্য—কোনটার কৃতিত্ব বা দায়িত্ব আমার নয়। এ কথা এখন ভুললে চলবে কেন?"

এস্টেলার এমন উত্তেজনা আমি আর কোন দিন দেখিনি। মিস্ হ্যাভিসামেরও এমন নিরুত্তর অবসন্ন ভাব এই প্রথম দেখলাম।

এদের দু'জনের কথা কাটাকাটিতে আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। আমি ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। আকাশে তখন মৃদু জ্যোৎস্নার আলো। ঘণ্টাখানেক পর আবার যখন ঘরে ঢুকলাম,

দেখি ঝড়ের হাওয়া শান্ত। এস্টেলা মিস্ হ্যাভিসামের পাশে বসে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। একটু আগেই দু'জনেই যে এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার চিহ্নমাত্র নেই।

—চৌত্রিশ—

পরদিন এস্টেলাকে নিয়ে আমি রিচমণ্ড রওনা হলাম। সেখানে তাকে রেখে আমি আমার হোটেলে ফিরে এলাম।

এর কয়েক দিন পরই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। স্টারটপের কথামত আমরা একটা ক্লাবের সভ্য হয়েছিলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়া, আর সভ্যদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারি ছাড়া আর কিছু হতো না। সভ্যরা সবাই তরুণ, কাজেই মেয়েদের নিয়ে গল্প করা সেখানকার একটা রেওয়াজ ছিল।

বেণ্টলি ড্রামলও সেই ক্লাবের সভ্য ছিল। সেদিন সে খুব বাহাদুরি করে বলতে লাগল, "এস্টেলার সাথে তার খুব মেলামেশা আছে। প্রায়ই তারা একসঙ্গে বেড়াতে যায়, হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে, থিয়েটার দেখে।"

এস্টেলা নামটা শুনেই আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন্ এস্টেলার কথা বলছ ?"

"রিচমণ্ডে যে মিসেস্ ব্র্যাণ্ডলির বাড়িতে থাকে। অপূর্ব সুন্দরী।"

"আমিও তাকে চিনি—ভালো করেই চিনি।" আমি বললাম।

"আমার সাথে যার এত মেলামেশা, তার তোমাকে চিনতে বয়েই গেছে। মিথ্যাবাদী কোথাকার !"

তার এই অভদ্রতায় আমি উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। তাকে বেশ কয়েক ঘা দেবার জন্য ঘুষি বাগিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্যান্য সভ্যেরা ব্যাপারটা তখন আর বেশী দূর গড়াতে দিল না। স্থির হলো,

বেন্টলি ড্রামল যদি এস্টেলার চিঠি দেখাতে পারে, তাহলে বোঝা যাবে, তার কথা সত্য। সেক্ষেত্রে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

পরদিনই ড্রামল এস্টেলার নিজ হাতে লেখা একটা চিঠি নিয়ে হাজির। তাতে সে লিখেছে, মিঃ বেন্টলি ড্রামলের সাথে একাধিক নাচের আসরে তার নাচার সৌভাগ্য হয়েছে। বাধ্য হয়ে আমাকে ক্ষমা চাইতে হলো। কিন্তু ড্রামলের উপর আমার রাগ আগের চেয়েও বেড়ে গেল।

এস্টেলার উপরও আমার রাগ হলো। ড্রামল অভিজাত বংশের ছেলে, বড় বড় কথা ছাড়া তার মুখে ছোট কথা নেই। এস্টেলা তাই দেখেই মুগ্ধ হয়েছে!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরই এস্টেলা এবং মিসেস্ ব্রাণ্ডলিকে নিয়ে আমাকে একটা পার্টিতে যেতে হলো। সেখানে নাচের পর এস্টেলা বাগানে বসে একলা বিশ্রাম করছে দেখে, আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম। বললাম, "খুব পরিশ্রান্ত হয়েছ, নিশ্চয়ই।"

"পরিশ্রান্ত হলেই বা রেহাই কোথায়? বাড়ি ফিরেই পার্টির সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে আজই মিসেস্ হ্যাভিসাম্‌কে চিঠি লিখতে হবে।"

আমরা কথা বলছি এমন সময় দেখি, একটু দূরে বেন্টলি ড্রামলও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সেদিকে এস্টেলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, "ওই দেখ, ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে?"

"সেদিকে নজর দেবার আমার কি দরকার?"

"তোমার কাছে আমারও সেই এক প্রশ্ন। তুমি কেন ওর দিকে নজর দেবে? সে তো সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে, তুমি তার সাথে মেলামেশা করো, বেড়াও।"

"আগুন-দেখে আকৃষ্ট হওয়া পতঙ্গের স্বভাব। পতঙ্গকে আমি কি করে বাধা দেব?"

"তোমার সামান্য একটু কৃপাও আমার ভাগ্যে দুর্লভ, অথচ আর সবাই তোমার দু'হাতের অজস্র করুণা পেয়ে ধন্য হচ্ছে।"

আমার কথায় এস্টেলার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কঠিন তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলল, "আর সবাইর মত তোমাকেও বঞ্চনা করবার জন্য ফাঁদ পাতি, এই তুমি চাও ?"

"সবাইকে তুমি শুধু ফাঁদে ফেল, শুধু বঞ্চনা কর !"

"হ্যাঁ ! কিন্তু তোমাকে নয়। যাক্, মিসেস্ ব্র্যাণ্ডলি আসছেন। চল ওঠা যাক্।"

মিস্ হ্যাভিসামের বাড়িতে সেদিন এস্টেলা উত্তেজনার মুখে যা বলছিল, আজ যেন তার অর্থ বুঝতে পারলাম। প্রলোভনে ভুলিয়ে এনে শেষ পর্যন্ত তার বুকে ব্যর্থতার জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া—মিস্ হ্যাভিসাম্ বাল্যাবধি এস্টেলাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। আর এস্টেলাকেও কলের পুতুলের মত তাই করে যেতে হচ্ছে ! হায়, এস্টেলা ! হায় আমার ভাগ্য !

—পঁয়ত্রিশ—

দেখতে দেখতে আরও দু'বছর কেটে গেল। আরো দুটি জন্মদিনও চলে গেল। কিন্তু যে ধনসম্পত্তি পাব বলে এতদিন ধরে আশা করে আছি, তার সম্বন্ধে আর নতুন কোন ইঙ্গিতই পেলাম না।

বছরে সেই পাঁচশো পাউণ্ড অবশ্য পেয়ে যাচ্ছি এবং তাই সম্বল করে বার্নার্ড হোটেল ছেড়ে টেম্পল ইনে উঠে গেছি। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এইটুকুই হয়েছে। হার্বার্ট তার ব্যবসায়ের কাজে কয়েক দিনের জন্য মার্সিলিস্ গেছে। ক্লাব আড্ডা সব ছেড়ে আমিও পড়াশুনায় মন দিয়েছি।

সেদিন ভীষণ দুর্যোগ। সারাদিন ধরে বৃষ্টি আর বাদলা হাওয়া চলেছে। হাওয়ার দাপটে এক একবার দোর জানালা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এমন সময় সিঁড়িতে যেন কারো পদশব্দ শুনতে পেলাম। বাইরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে ?"

"আমি একজন আগন্তুক। উপর তলায় পিপের কাছে যাব।"

"আমারই নাম পিপ্। আপনার কি প্রয়োজন?"

"প্রয়োজন?—বলছি। তার আগে ভেতরে যেতে পারি কি?"

"আসুন।"

ঘরের ভিতরে এলে দেখলাম, আগন্তুকের পোশাক-পরিচ্ছদ একটু অদ্ভুত ধরনের। তিনি তাঁর কোট আর টুপি খুলে একটা চেয়ারে বসতেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। প্রথম জীবনে দেখা কবরখানার সেই কয়েদী!

তিনি প্রথমেই বললেন, "আশেপাশে কেউ নেই তো?"

"না কেউ নেই। কিন্তু এত দিন পর এমন অসময়ে আমার এখানে আসার কারণটা জানতে পারি কি?"

আগন্তুক আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘরের চারদিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো, তিনি খুশীই হয়েছেন। তারপর বললেন, "তুমি বড় ভাল ছেলে। ছোটবেলায় তুমি আমার খুব উপকার করেছিলে। সে কথা আমি ভুলিনি।"

"এ কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। যাক্, আপনি যে আপনার জীবনকে নূতন করে গড়ে তুলতে পেরেছেন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে। তবু আপনার ও আমার জীবনধারা সম্পূর্ণ আলাদা। আশা করি, এটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আপনার জামাকাপড় ভিজে গেছে, আপনাকে খুব ক্লান্তও মনে হচ্ছে। যাবার আগে গরম কিছু খাবেন কি?"

আগন্তুক আমার কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে বললেন, "গরম কিছু পেলে মন্দ হতো না।"

আমি এক গ্লাস গরম পানীয় তাঁর হাতে তুলে দিতেই তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিল। তাই দেখে আমার মনটাও একটু নরম হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি এখন কি করছেন?"

"আমেরিকায় ব্যবসা করছি। আর তাতে প্রচুর লাভও হচ্ছে। আজ সেখানে এক ডাকে সবাই আমায় চেনে।"

"শুনে খুশী হলাম।"

"তুমি যে খুশী হবে, তা জানতাম।"

তাঁর এ কথার মানে কি, বুঝবার চেষ্টা না করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি যে অনেক দিন আগে আমার কাছে একজন লোক পাঠিয়েছিলেন, তাঁর সাথে আর আপনার দেখা হয়েছে?"

"না। আর দেখা হবার কথাও ছিল না।"

"তিনি আমাকে দু'খানা এক পাউণ্ড নোট দিয়ে গিয়েছিলেন; আমার তখনকার আর্থিক অবস্থায় সে দু'খানা নোট মস্ত সম্পদ। তার পর অবশ্য আমার অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। আপনি যখন এসেছেন, তখন সে নোট দু'খানা ফেরত দিতে চাই।" এই বলে আমি আমার ব্যাগ খুলে তাঁর দিকে দু'খানা এক পাউণ্ডের নোট এগিয়ে দিলাম।

তিনি নোট দু'খানা নিয়ে ভাঁজ করলেন। তারপর আগুনে ফেলে দিয়ে আমায় বললেন, "কি করে তোমার অবস্থার উন্নতি হলো, জানতে পারি কি?"

"আমাকে একজন কিছু সম্পত্তি দেবেন।"

"কি রকম সম্পত্তি? কে দিচ্ছেন?"

"তা বলতে পারব না।"

"তুমি যেদিন সাবালক হলে সেদিন তুমি কি পাবে, অনুমান করতে পারছিলে? পারোনি? সেদিন পাঁচশো পাউণ্ড পেয়েছ, এটা ধরে নিতে পারি কি?"

এবার আমার বিস্ময়ের পালা। আমি এক দৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি আবার বললেন, "তুমি তখন নাবালক। কাজেই তোমার একজন অভিভাবক দরকার। যিনি তোমার অভিভাবক তিনি কি একজন আইনজীবী? তাঁর নামের আদ্যক্ষর কি 'জ'?"

আমার বিস্ময় ক্রমেই বাড়তে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, "ধর তাঁর নাম জ্যাগার্স।"

বিদ্যুৎ চমকের মত সমুদয় গোপন সত্য আমার কাছে দিনের

আলোর মত পরিষ্কার ফুটে উঠল। আমার উপকারী, আমার অনুগ্রাহক তবে মিস্ হ্যাভিসাম্ নন্, এই আগন্তুক! এক মুহূর্ত পূর্বেও তাঁর আগমনে বিরক্তি বোধ করেছি, কতক্ষণে চলে যাবেন, তাই ভেবেছি!

"কেমন করে তোমার ঠিকানা পেলাম? কেন, উইমিক্ আমায় জানিয়েছেন।"

তাঁর কথা শুনে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। আগন্তুকই আমায় ধরে একটা সোফায় বসিয়ে দিলেন। যাঁর স্পর্শের ভয়ে এতক্ষণ সংকুচিত হয়েছিলাম, সে স্পর্শ এখন আর খারাপ লাগল না।

আমার পাশে বসে তিনি বললেন, "আমেরিকা গিয়ে প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট করেছি। সেখানে গিয়েই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, লেখাপড়া শিখতে পারিনি, মানুষ হতে পারিনি। কিন্তু অর্থ উপার্জন করব। আর সেই অর্থে তোমাকে লেখাপড়া শেখাব, তোমাকে ভদ্রভাবে থাকবার সমস্ত ব্যবস্থা করব। তাই আমার প্রথম সঞ্চয়ের দুই পাউণ্ড তোমাকে সেদিন পাঠিয়েছিলাম। তার পরের কথা সবই তো তুমি জানো। তোমার এই ভদ্র পোশাক, তোমার হাতের হীরার আংটি, তোমার পকেটে সোনার ঘড়ি, তোমার টেবিলে বইপত্র—এই একটু আগেও তুমি পড়ছিলে, এ দেখে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব! সেই সুদূর সমুদ্রপারে বসে বসে ভেবেছি, তুমি আমার প্রবাসী পুত্র। তাই তোমারই সুখের জন্য, তোমারই ভবিষ্যতের জন্য সেখানে এত পরিশ্রমেও আমি শ্রান্ত বোধ করিনি।...পিপ্, আমিই এক তরফা বলে যাচ্ছি। তুমিও কিছু বল। আমি শুনি। আচ্ছা তোমার কি কোন দিন মনে হয়নি যে, এ সব আমি করছি?"

"না, কোন দিনই না।"

"এখন তো জানলে। জ্যাগার্স ছাড়া আর কেউ একথা জানত না।"

"আপনি ছাড়া এর মধ্যে আর কেউ নেই?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না। আর কে থাকবে? তুমি কি আর কারও কথা ভাবছ?"

হায় এস্টেলা! হায় আমার স্বপ্ন! এক মুহূর্তেই আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গেল।

আমার মুখ দেখে আগন্তুক বললেন, "মনে হচ্ছে, তুমি যেন কি হারাতে বসেছ! পিপ্, টাকায় যদি তা পাওয়া যায় তবে জেনে রেখো, টাকার অভাব হবে না, সে যত টাকাই হোক!"

কি উত্তর দেব! এস্টেলার মুখ মনে করে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আগন্তুক এবার বললেন, "পিপ্, আমার শোয়ার ব্যবস্থা কি করবে? দীর্ঘদিন আমি শুধু সমুদ্রের দোলানি খেয়েছি। এখন আমি বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে চাই।"

হার্বার্টের ঘর খালি। আমি তাঁকে সেখানেই নিয়ে গেলাম। বললাম, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তার ফেরবার সম্ভাবনা নেই।

"সাবধানের মার নেই। কেননা আমার বিরুদ্ধে এখনও মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে। ধরা পড়লেই ফাঁসি! তবু একবার তোমাকে চোখে দেখবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এসেছি।"

তিনি বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি ঘরের দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করে দিলাম। মনের মধ্যে একের পর এক নানা চিন্তার ঢেউ খেলে যেতে লাগল। আমার বর্তমান জীবনের সঙ্গে মিস্ হ্যাভিসামের কোন সম্পর্ক নেই, এস্টেলাকে পাওয়াও অলীক স্বপ্ন।

আর আমি বোকার মত কত কিই না ভেবেছি, কত স্বপ্ন দেখেছি! আর এই আগন্তুক! এক দিনের সামান্য উপকারের বিনিময়ে কি সুগভীর কৃতজ্ঞতা, আর তার প্রকাশও কি বিপুল! আর জো'র প্রতি আমার ব্যবহার! সে অকৃতজ্ঞতার কি পরিমাণ আছে! আজ আমার জো'র কাছে, বিডির কাছে যাবার মুখ নেই! সেখানে যেতে পারলে তাদের সরল হৃদয়ের সহজ সারল্যে হয়তো আমার মন শান্তি পেত! কিন্তু তার উপায় কোথায়!

—ছত্রিশ—

আগন্তুককে এভাবে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই স্থির করলাম, কাল ভোরে সবাইকে বলব যে, দেশ থেকে হঠাৎ আমার কাকা এসেছেন।

এই ভেবে আমার ঘরে এসে দেখি, দোর খোলা ছিল বলে হাওয়ায় আমার আলোটি নিভে গেছে। সিঁড়ির আলো আগেই নিভে গিয়েছিল। আমার কাছে দেশলাইও ছিল না। তাই অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে একজন মানুষের গায় আমার পা ঠেকল। মনে হলো সে যেন গুঁড়ি মেরে শুয়ে ছিল। আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সে কোন উত্তর না দিয়ে সরে গেল। তখনও জোর হাওয়া বইছে। নীচে দরোয়ানকে এ কথা বলতেই সে তন্নতন্ন করে সিঁড়ির সমস্তটাই খুঁজে দেখল। আমিও দেখলাম। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না।

তখন দরোয়ানের আলো থেকে আমার ঘরের মোমবাতিটি জ্বালিয়ে আমার ঘরটিও ভাল করে দেখলাম। এক ফাঁকে হার্বার্টের ঘরটিও দেখে এলাম। না, কোথাও কেউ নেই।

দরোয়ানটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম, রাত প্রায় এগারোটার সময় এক আগন্তুক আমার খোঁজ করছিলেন। তাঁর সাথে আর একজন লোকও ছিল।

আমি বললাম, "আগন্তুক আমার কাকা। কিন্তু তাঁর সাথে তো আর কেউ ছিল না।"

"আমি ভেবেছিলাম, তিনি আপনার কাকারই সঙ্গী।"—দরোয়ান বলল।

শুনে বেশ চিন্তিতই হলাম। পরদিন ভোরে আগন্তুককে আমি বললাম, "আমি তো আপনার নাম জানি না। সবাইকে বলেছি, আপনি আমার কাকা। দেশ থেকে এসেছেন।"

আমার কথা ব্যাখ্যা করে বুঝতে হবে, তুমি কি এতই বোকা ?

"বেশ ভালই করেছ। আমাকে কাকাই ডাকবে। আমার আসল নাম ম্যাগ্‌উইচ। প্রভিস ছদ্মনামে জাহাজে এসেছি।"

"আপনি কাল রাতে যখন এখানে আসেন, তখন আপনার সঙ্গে কেউ ছিল কি?"

"আমার সাথে কেউ আসেনি। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে একজন কেউ আমার অনুসরণ করছিল। সেই দুর্যোগের মধ্যে আমি তার দিকে নজর দেইনি। হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বল তো।"

আমি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম। "আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। ক'দিন লণ্ডনে থাকবেন স্থির করেছেন?"

"বরাবরই এখানে থাকব বলে এসেছি।"

"ফাঁসির দড়ির ভয়ও কি আপনার নেই?"

"আমি এখানে এসেছি সে কথা কে কাকে বলতে যাচ্ছে? তা ছাড়া ছদ্মবেশ পরে থাকলে কে আমায় চিনবে বল। আর ফাঁসিও যদি যেতে হয় তাতেই বা দুঃখ কি? আমার জীবন স্বপ্ন তো সফল হয়েছে। তুমি পড়াশুনা করে মানুষ হচ্ছ, আমার যা আছে, সে সবই তোমার। তা নেহাত মন্দ নয়। তাই মৃত্যুকে আর ভয় কিসের? এখানে থাকা অবশ্য সুবিধে হবে না। আশে পাশে কোথাও একটা ঘর তোমাকেই দেখে দিতে হবে।"

সে দিনই নানা দোকান ঘুরে 'কাকার' জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরচুলা ছদ্মবেশের সাজসরঞ্জাম সব কিনে ফেললাম। আমাদের টেম্পল্ ইনের কাছেই একটা গলির মধ্যে দু'খানা ঘরও পাওয়া গেল।

এ দিকের সব ব্যবস্থা করে আমি মিঃ জ্যাগার্সের সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর মুখেও শুনলাম, ম্যাগ্‌উইচের কোন কথাই মিথ্যা নয়।

এর পর কিভাবে যে আমার দিন কাটতে লাগল, সে আমিই জানি। 'কাকা' সারাদিন ঘরে থাকেন। শুধু সন্ধ্যার দিকে তাঁকে নিয়ে একটু বাইরে বেরুই।

একদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে 'কাকা'কে নিয়ে

আমার ঘরে বসে গল্প করছি, এমন সময় হার্বার্ট হইহই করতে করতে ঘরে ঢুকে আমাকে বলল, "হ্যাণ্ডেল, ভালো আছ তো ?"

তারপর 'কাকা'র দিকে চেয়েই চুপ করে গেল। আমি দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সব কথা খুলে বললাম। শুনে হার্বার্ট ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। আমার মনে তো সর্বক্ষণ ভয় লেগেই আছে, অন্ধকার সিঁড়িতে পায়ে ঠেকা সেই অচেনা লোকটি কখন এসে হাজির হয়।

তাই খাওয়া দাওয়ার পর 'কাকা'কে তাঁর ঘরে রেখে এসে, আমি আর হার্বার্ট দু'জনে মুখোমুখি বসে 'কাকা'র কথাই আলোচনা করতে লাগলাম। প্রথমেই যে প্রশ্ন আমার মনে এল, তা হলো, এ অবস্থায় আমাদের কি কর্তব্য।

"আমার ভাই কিছুই মাথায় আসছে না।" হার্বার্ট বলল।

"তবুও কিছু তো করতে হবে। 'কাকা' তো আমাকে বড়লোক বানাবার জন্য খেপে গেছেন। বলেছেন,-নূতন বড় বাড়ি ভাড়া করতে হবে, গাড়ি ঘোড়া কিনতে হবে, ঘর দুয়ার দামী দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে হবে। তাঁর মাথায় যখন এ সব খেয়াল একবার ঢুকেছে, তখন এসব শুরু করবার আগেই তাঁকে বাধা দিতে হবে।"

"তার মানে তুমি আর তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতে চাও না ?"

"কি করে নেব, তুমিই বল। একটা ফাঁসির আসামী, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, এই তো তাঁর সত্যিকার পরিচয় ! অথচ এ কথাও অস্বীকার করতে পারছি না, আমার উপর তাঁর আকর্ষণ সত্যিই অকৃত্রিম। আমাকে তিনি সত্যিই ভালোবাসেন।"

হার্বার্ট সমবেদনার সুরে বলল, "তা ঠিকই।"

"ভেবে দেখো, ইতিমধ্যেই তাঁর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছি, আমার সে ঋণ বড় কম নয়। তার উপর দেনার দায়ে মাথা ডুবে আছে। এ দিকে কিছু রোজগার করার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই ভাবছি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সেনাদলে নাম লেখাব।"

"তোমার যত আজগুবী চিন্তা। সৈনিক হয়ে টাকা রোজগার

করবে? তার চেয়ে আমি অংশীদারী ব্যবসা করছি, সেখানে যোগ দাও। আমার অংশীদার চমৎকার লোক।"

বেচারা হার্বার্ট! সে জানেও না তার অংশীদারীর মূলে কে।

হার্বার্ট আবার বলল, "কিন্তু আর একটা দিকও ভাববার আছে। লোকটি এত দিন ধরে একটা সংকল্প পোষণ করে আসছে। এখন বাধা পেলে খেপে যাবে। আমার মনে হয় লোকটি যেমন হিংস্র তেমন বেপরোয়া। প্রাণের ভয়ও তার নেই।"

"তুমি ঠিকই ধরেছ।"

"তা হলেই বোঝ। তার সংকল্প সাধনে যদি বাধা পায়, মরিয়া হয়ে সে যে তখন কি করবে তা ভাবতেও পারছি না। তার চেয়ে এক কাজ করো। যে কোন অজুহাতে তাকে ইংলণ্ড থেকে বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। দরকার হলে তুমিও সঙ্গে যাও।"

"কিন্তু তা হলেও আবার যে এখানে ফিরে আসবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি?"

"ভাই হ্যাণ্ডেল! তোমার কথায় বুঝতে পারছি, তুমি আর তার কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে চাও না, তার সঙ্গে সংস্পর্শও রাখতে চাও না, অথচ তাকে বাঁচাতেও চাও। তার একমাত্র পথ হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে ইংলণ্ড থেকে দূরে সরানো। তার আগে তোমার মুক্তি নেই।"

স্থির হলো, পরদিন তিনি যখন প্রাতরাশের জন্য এখানে আসবেন, তখন তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবন কাহিনী শুনতে হবে।

পরদিন তাঁকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, "আমার জীবন বৃত্তান্ত জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তোমাদেরও কথা দিতে হবে, সে কথা আর কাউকে বলবে না।"

আমরা কথা দিলাম।

—সাঁইত্রিশ—

তিনি তাঁর জীবন কাহিনী শুরু করলেন।

আমার নাম ম্যাগ্‌উইচ এবেল। ছেলেবেলা থেকেই বাপ মা কারু মুখই দেখি নি। অনাদরে অবহেলায় পথের কুকুরের মত বড় হয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই চুরি শিখেছি, জেলেও গেছি। জেল থেকে বেরিয়ে ভিক্ষে করেছি, কুলীগিরি করেছি, ফেরিওয়ালা হয়েছি —পোড়া পেটের জ্বালায় কি না করেছি! তারপর একটু বড় হয়ে জুয়া খেলতে শিখেছি, লোকের সঙ্গে মারামারি করেছি। এমন কোন কুকাজ ছিল না, যা করি নি।

এমন সময় একদিন জুয়ার আড্ডায় এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। তার নাম কম্পিসন। ফিটফাট চেহারা, কথাবার্তায় চৌকস, লেখাপড়াও কিছু জানে। আমার তখন জীর্ণ দশা, পরনে ছেঁড়া জামা।

আমার সাথে আলাপ হতেই বলল, "ভাগ্য ফিরাতে চাও? তবে কাল আমার সাথে এখানে দেখা করো। এই নাও পাঁচ শিলিং। খাওয়া দাওয়া করো গে।"

এই তার সঙ্গে আলাপের শুরু। ক্রমে ক্রমে জানলাম, বাইরেই সে ভদ্রলোক। আসলে জালিয়াতি, জুয়াচুরি, জাল নোট চালান— এই তার ব্যবসা। এ সব কাজে তার এক শাগরেদ ছিল, তার নাম আর্থার।

কি করে এক ভদ্রমহিলার সাথে তাদের আলাপ হয়। তাঁর কাছ থেকে তারা মোটা টাকা আদায় করত। সে টাকার বেশির ভাগ কম্পিসনই নিয়ে নিত। আর বেচারা আর্থার! শেষটায় তার কি শোচনীয় মৃত্যুই হলো। কম্পিসনের স্ত্রী আর্থারের যা একটু সেবাযত্ন করত, কম্পিসন আর্থারের দিকে ফিরেও তাকাত না।

আর্থারের এ দুর্দশা দেখে আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কম্পিসনের মোহপাশ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। আমি তার কেনা চাকরের মত তার হুকুমে যত বেআইনী কাজ করতাম।

শেষ পর্যন্ত আর্থারের মাথা খারাপ হয়ে গেল। সে কেবলই বিভীষিকা দেখতে লাগল। এক রাতে সে কম্পিসনের ঘরে এসে তার স্ত্রীকে বলল, "সে উপরে আমার ঘরে আছে। কিছুতেই তার হাত এড়াতে পারছি না। তার সব পোশাক ধবধবে সাদা, হাতে শবাচ্ছাদনের সাদা কাপড়। চোখে তার পাগলের মত দৃষ্টি। সে আমায় বলছে, ভোর পাঁচটায় সে এই কাপড় দিয়ে আমায় ঢেকে দেবে। সে কি করে আমার ঘরে এল?"

কম্পিসনও সেখানে ছিল। সে বলল, "বোকা! সে তো অশরীরী নয়। তোমার ঘরের বন্ধ দরজা জানালা দিয়ে সে কি করে ঢুকবে? ও সব তোমার মনের আতঙ্ক।" আর্থার তখন বলল, "আমি যে স্পষ্ট দেখলাম, তুমি তার বুক ভেঙে দিয়েছ। আর সেই ভাঙ্গা বুক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।"

কম্পিসনের স্ত্রী ও আমি দু'জনে তাকে ধরে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সে তখন চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওই দেখ, সে তার শবাচ্ছাদনের কাপড় দোলাচ্ছে আর বলছে, সে তা দিয়ে আমায় ঢেকে দেবে। ওই দেখ, সে কেমন কট্‌মট্‌ করে আমার দিকে তাকাচ্ছে।"

তাকে খানিকটা মদ খাইয়ে দেওয়া হলো। তার নেশায় শেষ পর্যন্ত সে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই তার শেষ ঘুম। পাঁচটা বাজবার মিনিট কয়েক আগে সে আবার চিৎকার শুরু করল। বলতে লাগল, "ওই দেখ আবার সে এসেছে। আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।" তার পরই সব শেষ।

আর্থার মারা যেতে আমিই কম্পিসনের কুকর্মের প্রধান সঙ্গী হলাম। দু'জনে মিলে জাল নোট চালাতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই ধরা পড়লাম। লণ্ডনেই আমাদের বিচার হলো। তখনই

মিঃ জ্যাগার্সের সাথে আমার পরিচয়। তিনিই আমার উকিল হলেন। আমাকে জেল থেকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে জাল জুয়াচুরি নরহত্যা এতগুলি অপরাধের এত অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আমার জেলে যাওয়া আর আটকান গেল না। অথচ কম্পিসন শুধু তার সুন্দর চেহারা, ভদ্র পোশাক, চমৎকার কথাবার্তা—ইত্যাদির জোরে সে যাত্রা রেহাই পেয়ে গেল। কিছুদিন পর সে আবার ধরা পড়ল। এবার তার অপরাধও প্রমাণ হলো। ফলে সেও আমার সাথে এক হাজতেই এল। সেখানে একদিন সুযোগ পেয়ে তাকে আচ্ছা মার মারলাম। তার পর জেল থেকে পালালাম। কম্পিসনও একদিন পালাল। পিপ্, সেদিন জলার ধারে তার আর আমার মারামারিই তোমরা দেখেছিলে।

"সে কি এখনও বেঁচে আছে, না মারা গেছে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"তা জানি না। সে যদি বেঁচে থাকে, তবে তার ধারণা, আমি মরে গেছি। এই পর্যন্ত বলতে পারি। কেন না তার পরে তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি।"

হার্বার্ট তার কাহিনী শুনতে শুনতে একটা কাগজে কি লিখছিল। লেখাটা আমায় এগিয়ে দিতেই দেখলাম, সে লিখেছে, আর্থারই মিস্ হ্যাভিসামের ভাই। আর্থার মৃত্যুর আগে মিস্ হ্যাভিসামের বিভীষিকাই দেখেছিল। আর কম্পিসনের সাথেই মিস্ হ্যাভিসামের বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছিল।

—আটত্রিশ—

ম্যাগ্‌উইচের কাহিনী শুনে আমার মনে নতুন ভয়ের সঞ্চার হল। কম্পিসন যদি বেঁচে থাকে আর ম্যাগ্‌উইচের খবর পায়, তবে তার পুরোনো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সে অমনি পুলিসে

খবর দেবে। তখন ম্যাগ্‌উইচকে আর রক্ষা করা যাবে না। কাজেই তাকে যত তাড়াতাড়ি লণ্ডন থেকে অন্যত্র পাঠান যায় ততই নিরাপদ।

কিন্তু তাকে নিয়ে ইংলণ্ড ছাড়বার আগে একবার এস্টেলা ও মিস্ হ্যাভিসামের সাথে দেখা করবার জন্য মন উতলা হয়ে উঠল্। তাই হার্বার্টের উপর ম্যাগ্‌উইচের ভার দিয়ে আমি এস্টেলার সাথে দেখা করতে রিচমণ্ড রওনা হলাম। গিয়ে শুনি সে সেখানে নেই।

বাড়ি ফিরে হার্বার্টের সাথে আবার এক দফা আলোচনা করে আমি মিস্ হ্যাভিসামের সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে গিয়ে দেখি, এস্টেলাও আছে। তার হাতে বোনার সাজসরঞ্জাম।

মিস্ হ্যাভিস্যাম্ আমাকে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "পিপ্! হঠাৎ কি মনে করে?"

"আপনি জানেন, আমি লণ্ডনে আপনার আত্মীয়দের সঙ্গেই আছি। তাঁদের মধ্যে মিঃ ম্যাথু পকেট এবং হার্বার্টকে যদি সদাশয়, সৎ, উদারহৃদয়, এবং মহৎ ছাড়া আর কিছু ভেবে থাকেন, তাহলে তাঁদের উপর ঘোর অবিচার করে এসেছেন।"

"তাঁরা তোমার বন্ধু। মনে হচ্ছে, তোমার বন্ধুদের জন্য কিছু বলবে। এ তারই ভূমিকা।"

"ঠিকই ধরেছেন। হার্বার্ট একটা ব্যবসা শুরু করেছে। তাতে যাতে সে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্য যদি তার অজান্তে তাকে কিছু অর্থসাহায্য করতে পারেন, ভাল হয়।"

"গোপনে করতে হবে কেন?"

"কারণ বছর দুই যাবৎ আমিই গোপনে তাকে সাহায্য করে আসছি। কিন্তু আর তা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আপনার কাছে এই প্রার্থনা।"

"আর কিছু বলবে কি?" মিস্ হ্যাভিসাম্ জিজ্ঞাসা করলেন। সে কথার উত্তর না দিয়ে আমি এস্টেলাকে লক্ষ্য করে বললাম,

"এস্টেলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমি আমার অস্থিমজ্জায় মিশে আছ। জানি, তোমার কাছ থেকে প্রতিদান পাব না। তবুও আমি তোমায় ভালোবাসব।"

"তোমার এ উচ্ছ্বাসের অর্থ কি তুমিই জানো। তুমি আমায় ভালোবাসো আর না বাসো, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।" এস্টেলা নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিল।

"এস্টেলা, এ নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা নয়। এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পার না।"

"তোমাকে—শুধু তোমাকেই বলছি পিপ্, আজীবন নিষ্ঠুরতা করার শিক্ষাই আমি পেয়েছি। তোমাকে অনেকবার সাবধানও করেছি, কিন্তু আমার কথায় কান দাওনি। আজ আবার এ কথা কেন ? জানো, আমি শীঘ্রই বিয়ে করতে যাচ্ছি।"

"কাকে ?" আমি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

"বেণ্ট্লি ড্রামল্ আমার ভাবী স্বামী !"

"ড্রামল্ ! সেই হতভাগ্য পাষণ্ড ! তুমি আর কাউকে পেলে না ! নিজের এ কি সর্বনাশ তুমি করতে যাচ্ছ। আমাকে না পারো, তোমাকে যারা সত্যি সত্যি ভালোবাসে, এমন আর কাউকে বিয়ে করো। আমি দূর থেকে তবু সান্ত্বনা পাবো, তুমি সুখে আছ। ড্রামলের হাতে পড়ে দিন দিন তোমার কি দুরবস্থা হবে, তা ভেবে আমি যে পাগল হয়ে যাব।"

"আমাকে ভুলতে তোমার বেশী সময় লাগবে না।"

"সে আর তোমাকে কি বলব ! যাক্ সুখী হও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

আমি যেন সেই মুহূর্তে পাগল হয়ে গেলাম। পাগলের মতই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম। শেষে রাত প্রায় বারোটার সময় হোটেলে আসতে গেটেই দারোয়ান আমার হাতে একটা চির-কুট দিল। পড়ে দেখি, মিঃ উইমিক্ লিখেছেন—"হোটেলে ফিরবেন না।"

—উনচল্লিশ—

মিঃ উইমিকের এই অদ্ভুত অনুরোধের কি হেতু হতে পারে, মনে মনে তাই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু কারণ যাই হোক্, তাঁর কথা মত হোটেলে না গিয়ে আমি আর একটা জায়গায় রাতটা কাটিয়ে দিলাম এবং ভোর হতেই উইমিকের সাথে দেখা করবার জন্য তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা হলাম।

মিঃ উইমিক্ আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল তাহলে হোটেলে ফেরেননি?"

"হোটেলে ফিরেছিলাম, তবে আপনার চিরকুটটি পেয়ে আর ভেতরে ঢুকিনি। ব্যাপারটা কি বলুন তো!"

"আপনি তো জানেন, আমি মাঝে মাঝে আমার মক্কেলদের সাথে দেখা করার জন্য জেলখানায় যাই। সেদিন গিয়ে শুনি, কে একজন দাগী আসামী অনেক দিন আগে জেল থেকে পালিয়েছিল, সে নাকি সম্প্রতি এখানে ফিরে এসেছে, এবং তার সন্ধান পাবার জন্য আপনার হোটেলের আশেপাশে তারা খোঁজাখুঁজি করছে, আপনার উপরও নজর রাখছে। তাই আপনাকে সাবধান করা মনে করে চিরকুটটা রেখে এসেছিলাম।"

"আপনাকে এজন্য আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি অনেক দিন থেকেই আমারও এই সন্দেহ হচ্ছিল।" এই বলে ম্যাগ্‌উইচের আসার দিন অন্ধকার সিঁড়িতে যে একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোকের গায় আমার পা ঠেকেছিল, সে কাহিনী বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "কম্পিসন বলে কাউকে চেনেন কি?"

তিনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, চেনেন।

"সে কি জীবিত আছে? লণ্ডনে আছে?"

এবারও তিনি ঘাড় নেড়েই উত্তর দিলেন। জানালেন, সে জীবিতই আছে এবং লণ্ডনেই আছে। তারপর বললেন, "আপনার প্রশ্ন তো শেষ হয়েছে! এবার আমার কথা শুনুন। আপনাকে সে দিন হোটেলে না পেয়ে আমি মিঃ হার্বার্টের ওখানে যাই। তাঁকে বলি, আপনাদের হেফাজতে যে লোকটা আছে, আর দেরি না করে তাকে অন্য কোথাও সরানো দরকার। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, হার্বার্ট একটি মেয়েকে ভালোবাসে। সে তার বুড়ো বাপকে নিয়ে মিসেস্ হুইম্পোলের বাড়িতে থাকে; তার দোতলাটা খালি ছিল। লোকটিকে সেখানেই সরানো হয়েছে। বাড়িটা আপনার হোটেল থেকে বেশ খানিকটা দূরে, কাজেই আপনার ওপর কারো সন্দেহ হবে না। তা ছাড়া বাড়িটা এমন জায়গায় যে, দোতলার জানালা দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। কাজেই সুবিধামত তাকে বিদেশে পাঠানোও সহজ হবে।"

সব শুনে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

মিঃ উইমিক্ অফিসে চলে গেলে আমি সেখানেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে মিসেস্ হুইম্পোলের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। হার্বার্টকে যে সেখানেই পাব, সে বিষয়ে আমার বিন্দু-মাত্র সন্দেহ ছিল না। হার্বার্ট আমাকে পেয়ে খুব খুশী হলো এবং বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিল।

ক্ল্যারার বাবা বেতো রোগী। বাতের ব্যথায় দিন রাত চিৎকারের উপরই আছেন। বেচারী ক্ল্যারা! বাপকে একটু আরাম দিতে তার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা! হার্বার্ট তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর আমাকে প্রভিসের ঘরে নিয়ে গেল।

দেখলাম নূতন আস্তানায় প্রভিস বেশ আরামেই আছেন। মিঃ উইমিক্ আমাকে যে সব কথা বলেছিলেন, আমি তাঁকে একটু একটু করে সবই বললাম। তিনি যে তাঁকে কিছুদিন একদম বাইরে বেরুতে বারণ করেছেন, আমাকেও কিছুদিন তাঁর কাছে আসা যাওয়া করতে নিষেধ করেছেন এবং সুবিধামত তাঁকে ইংলণ্ডের বাইরে

পাঠাবার কথা বলেছেন, এ সব কথাই প্রভিস বেশ শান্ত ভাবেই শুনলেন। কিছুক্ষণ তাঁর কাছে থেকে আমরা বিদায় নিলাম।

হার্বার্ট বাইরে এসে বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমরা দু'জনেই ভাল নৌকা বাইতে পারি। এসো, একটা নৌকা কেনা যাক্। তারপর দু'জনে মিলে নৌকা বাইব। নদী তো মিসেস্ হুইম্পোলের বাড়ির গা ঘেঁষেই গেছে। কাজেই প্রভিস যদি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে আমরা পরস্পরকে দেখতে পাব, অথচ কারও সন্দেহ করবার কিছু থাকবে না। তারপর সুযোগ-সুবিধা বুঝে প্রভিসকেও একদিন নৌকায় তুলে নিয়ে ফরাসী বা অন্য কোন জাহাজে তুলে দেব।

—চল্লিশ—

এর পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আমার আর্থিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠল। কারণ সব জানবার পর ম্যাগ্‌উইচের কাছ থেকে আর সাহায্য নিতে কিছুতেই মন উঠল না। তাই খুঁজে খুঁজে সস্তা হোটেলে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

আমার যখন এমন অবস্থা তখন মিঃ ওপ্‌সলের নিমন্ত্রণে এক রাত্রে তাঁর থিয়েটার দেখতে গেলাম। ইতিমধ্যে তাঁর থিয়েটার একটু একটু করে জমে উঠছিল। মিঃ ওপ্‌সল্ নিজেও একটা পার্ট করতেন।

সে দিন থিয়েটার ভাঙ্গতেই মিঃ ওপ্‌সল্‌কে আমি বললাম, "আপনার পার্ট বেশ চমৎকার হয়েছে।"

"তোমার সঙ্গে আর কে এসেছিল? ঠিক তোমার পিছনেই যে বসেছিল?"

"কই, আমি তো কাউকে সঙ্গে আনিনি। আপনি কাকে দেখলেন?"

"তোমার হয়তো মনে আছে আমরা এক সন্ধ্যায় সৈন্যদের সাথে জলার ধারে দুইজন পলাতক কয়েদীর খোঁজে গিয়াছিলাম। তুমি তখন খুব ছোট।"

"মনে আছে বইকি ?"

"যে দুইজন আসামী ধরা পড়েছিল, তাদের একজনকেই তোমার পিছনে বসা দেখলাম। থিয়েটার ভাঙ্গবার সাথে সাথেই সে বেরিয়ে গেল।"

"কোন্ জনকে দেখেছিলেন ?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। তবে তাদের দু'জনের একজন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

ম্যাগ্‌উইচ নিরাপদেই মিসেস্ হুইম্পোলের বাড়ি আছেন, সে খবর আজও পেয়েছি। তা ছাড়া তিনি বাইরেও বেরোন না। কাজেই এই লোকটি যে কম্পিসন এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রইল না।

কম্পিসনই তবে ম্যাগ্‌উইচের খোঁজে আছে! এই ভেবে আমার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। বাড়ি ফিরে আমি হার্বার্টকে সব কথা খুলে বললাম। মিঃ উইমিক্‌কেও একটা চিঠি লিখে সব কথা জানিয়ে দিলাম। নৌকা নিয়ে বেরুনোও দিন কয়েক বন্ধ রাখলাম। সাবধানের মার নেই!

এর সপ্তাহখানেক পর মিঃ জ্যাগার্সের সাথে দেখা। তিনি আমাকে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। মিঃ উইমিক্‌ও থাক্‌বেন।

খেতে খেতে মিঃ জ্যাগার্স মিঃ উইমিক্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্ হ্যাভিসাম্ আমার ঠিকানায় মিঃ পিপ্‌কে যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন, তা কি পোস্ট করা হয়ে গেছে ?"

"না, আমার কাছেই আছে। এই যে!" এই বলে তিনি তাঁর ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে আমাকে দিলেন। দু'লাইনের চিঠি। আমি হার্বার্ট সম্পর্কে তাঁর কাছে যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, সে বিষয়ে যেন একবার তাঁর সাথে দেখা করি।

মিঃ জ্যাগার্স জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে যাচ্ছ ?"

"কালই যাব।" উত্তর দিলাম।

"বেশ। আরও একটা খবর তোমায় দিচ্ছি। বেণ্ট্লি ড্রামল্ এস্টেলাকে বিয়ে করেছে।"

আমার বুকে যেন একটা ধাক্কা লাগল! এর পর খাওয়ায় আর আমার রুচি রইল না। এত দিন যদিও বা একটু ক্ষীণ আশা ছিল, তা শেষ হয়ে গেল।

মিঃ জ্যাগার্সের পরিচারিকা মলি-ই আমাদের পরিবেশন করছিল। হঠাৎ তার দিকে চেয়ে আমি যেন একটা নূতন জিনিস আবিষ্কার করলাম। তার আঙ্গুলগুলি যেন ঠিক এস্টেলার মত। তার মুখের গড়নও ঠিক এস্টেলারই মত। দুয়ের মধ্যে এ এক অদ্ভুত সাদৃশ্য!

খাবার পর আমি আর উইমিক্ মিঃ জ্যাগার্সের কাছে বিদায় নিয়ে পথে পা দিতেই বললাম, "মিঃ উইমিক্! আমি যে দিন প্রথম মিঃ জ্যাগার্সের কাছ থেকে আহারের নিমন্ত্রণ পাই, সেদিন আপনি আমাকে তাঁর পরিচারিকাটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে বলেছিলেন। তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি কিছু জানেন। দয়া করে আমায় বলবেন কি ?"

"আমি সব ব্যাপার জানি না। যেটুকু আমার জানা আছে, তাই বলছি। বছর কুড়ি আগে মলি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। মিঃ জ্যাগার্সই তার উকিল ছিলেন। তাঁর চেষ্টায়ই সে বেকসুর খালাস পায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সে ঈর্ষ্যার বশে একটি মহিলাকে গলা টিপে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, তার স্বামীর উপর রাগ করে সে সময় সে তার আপন শিশুসন্তানটিকে মেরে ফেলে।"

"তার এই ঈর্ষ্যা আর রাগের কারণ কি ?"

"তার স্বামী ছিল, ভয়ংকর মাতাল আর অসচ্চরিত্র। মলির উপর সে দিনরাত অত্যাচার করত, আর ঐ মহিলাটিকে নিয়েই থাকত।"

"মলি কবে থেকে মিঃ জ্যাগার্সের কাছে আছে ?"
"যেদিন সে বেকসুর খালাস পায়, সে দিন থেকেই।"
"আচ্ছা তার শিশুসন্তানটি ছেলে না মেয়ে ছিল ?"
"শুনেছি সেটি মেয়েই ছিল।"

—একচল্লিশ—

পরদিনই আমি মিস্ হ্যাভিসামের সাথে দেখা করতে গেলাম। এক বুড়ী ঝি এসে দোর খুলে দিল। মিস্ হ্যাভিসাম্ একটা নোংরা চেয়ারে বসে আগুন পোয়াচ্ছিলেন। আমি যেতেই তিনি বললেন, "তুমি এক দিন হার্বার্টের জন্য কিছু করতে বলেছিলে। কত টাকা হলে তার সমস্যার সুরাহা হয় ?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "নয়শো পাউণ্ড।"

"নয়শো পাউণ্ডই দেব। কিন্তু এক শর্তে। আমি যে টাকা দিয়েছি, ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পায়, হার্বার্ট তো নয়ই।"

"কেউ জানবে না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।"

"হার্বার্টকে টাকাটা দিলে তুমি খানিকটা শান্তি পাবে। তাই না ?"

"খানিকটা শান্তি পাব বইকি ?"

"তুমি কি খুব মানসিক অশান্তিতে আছ ?"

"আমার অশান্তির শেষ নেই। তার সব কারণ আপনিও জানেন না। আপনাকে তা খুলে বলবারও আমার উপায় নেই।"

"আমি কি তোমাকে কোন রকমে সাহায্য করতে পারি ?"

"আপনার এ প্রস্তাবের জন্য আমার সহস্র ধন্যবাদ। এ কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কিন্তু আপনারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই।"

মিস্ হ্যাভিসাম্ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে

একখানা চিরকুটে কিছু লিখে আমাকে বললেন, "এটি মিঃ জ্যাগার্সকে দিলেই তিনি তোমাকে নয়শো পাউণ্ড দেবেন।"

আমি কাগজটি হাতে নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতেই, তাঁর চোখে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। কোন দিন তাঁর চোখে জল দেখিনি। তাই আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি বললেন, "আমাকে একবারে মন থেকে মুছে ফেলো না।"

"এ আপনি কি বলছেন!"

"আমি তোমার যা ক্ষতি করেছি, তাতে আমাকে ভুলে যাওয়াই উচিত। আর মনে রাখলেও নিষ্ঠুর পাষাণী বলেই মনে রাখতে হয়।"

"এস্টেলার কথা মনে করেই তো আপনার এ আত্মগ্লানি হচ্ছে? এস্টেলা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক, আমি তাকে চিরদিন ভালবাসব। তাকে না পেলেও কোনদিন তাকে ভুলতে পারব না।"

"পিপ্! তুমি এমন! আর আমি তোমারও বুক ভেঙে দিলাম। জানো, এস্টেলা যখন প্রথম আমার কাছে আসে, তখন ভেবেছিলাম, বড় হয়ে সে যাতে আমার মত দুর্ভাগা না হয় সে ব্যবস্থা করব। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে যতই তার রূপ খুলতে লাগল, আমার শিক্ষায় সে ততই হৃদয়হীন হতে লাগল। তার সুকুমার হৃদয়ে পাষাণের প্রতিষ্ঠা করলাম। কেন যে এমন করলাম, আমার জীবনে যে কি দুঃখ, তা যদি জানতে!"

"আমি এখান থেকে চলে যাবার পর অনেক কিছুই শুনেছি, অনেক কিছুই জেনেছি। সেইজন্যই আপনাকে এস্টেলার বাল্যজীবন সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করতে চাই। সে কার মেয়ে?"

"জানি না। মিঃ জ্যাগার্স তাকে এখানে নিয়ে আসে।"

"সে যখন এখানে আসে, তখন তার বয়স কত?"

"দু তিন বছর হবে।"

আমার মনে যা একটু সন্দেহ ছিল, মিস্ হ্যাভিসামের উত্তরে তার সম্পূর্ণ নিরসন হল।

মিস্ হ্যাভিসামের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে এসে ভাবলাম, আর তো এখানে আসা হবে না। শেষবারের মত বাগানটা একবার ঘুরে ফিরে দেখে যাই।

এই বাগানের সাথে এস্টেলার স্মৃতি অচ্ছেদ্য। তাই বারবারই তার কথা মনে হতে লাগল। আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, মিস্ হ্যাভিসামের ঘর থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আমি তখন সেদিকে দৌড়ে গিয়ে দেখি, সত্যি সত্যিই মিস্ হ্যাভিসামের কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। তাঁর অজ্ঞান দেহ আমি কোলে করে বাইরে নিয়ে এসে ডাক্তারকে খবর পাঠালাম। সেই ডাক্তারের মুখেই শুনলাম, এস্টেলা তখন প্যারিসে আছে। ডাক্তারই তাকে খবর পাঠাবার ভার নিলেন। আমি নিলাম, মিঃ ম্যাথু পকেটকে খবর দেবার ভার।

আমি যখন মিস্ হ্যাভিসামের কাছে শেষ বিদায় নিতে গেলাম, তখনও তিনি ক্ষীণকণ্ঠে প্রলাপ বকে যাচ্ছেন। সে কণ্ঠ ক্রমেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল। বুঝলাম, এ যাত্রা তাঁর রক্ষা পাওয়া কঠিন হবে।

—বিয়াল্লিশ—

মিস্ হ্যাভিসাম্‌কে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমার একটা হাত বেশ পুড়ে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পর হার্বার্ট‌ই তাতে ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বদলে দিল।

ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময় তার মুখে এদিককার সব খবর শুনলাম। প্রভিস নিরাপদেই আছেন। ঘরের ভেতর বদ্ধ থাকতে কোন আপত্তি করেননি। গতকালই হার্বার্ট তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর অতীত জীবনের অনেক কথা হার্বার্টকে বলেছেন। অবশ্য সে কাহিনী সুখেরও নয়, সম্মানেরও নয়।

আমি তা জানতে চাইলে হার্বার্ট যা বলল তার সারমর্ম এই। এক সময় প্রভিসের স্ত্রী ছিল, ফুটফুটে একটি মেয়েও ছিল। মেয়েটি ছিল তাঁর বড় আদরের। কিন্তু তাঁর বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্য স্ত্রীর সাথে তাঁর ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। প্রভিস স্ত্রী ছাড়া আর একটি মেয়েকেও ভালবাসতেন। তাই ঈর্ষ্যায় অন্ধ হয়ে প্রভিসের স্ত্রী গলা টিপে তাকে হত্যা করে। প্রভিসকে জব্দ করবার জন্য তাঁর মেয়েটিকেও মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। তারপরই সে উধাও হয়। প্রভিসের বিশ্বাস তাঁর স্ত্রী মেয়েটিকে মেরে ফেলেছে। স্ত্রীর সাথে তেমন বনিবনা না থাকলেও, স্ত্রীর উপর যে তাঁর একবারে টান ছিল না তাও নয়। তাই মেয়েকে হত্যা করার অপরাধে স্ত্রীর যখন বিচার হবে, পাছে তাতে সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে তিনি কয়েক বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকেন।

স্ত্রীর বিচার হয় ঠিকই, কিন্তু কন্যা হত্যার জন্য নয়। নারী হত্যার জন্য। মিঃ জ্যাগার্স যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে তাকে হত্যার দায় থেকে মুক্ত করে। তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়। প্রভিস আর তার কোন খোঁজই পাননি।

এই সময়ই প্রভিস কম্পিসনের সংস্পর্শে আসেন। কম্পিসন্ প্রভিসের দুর্বলতার খবর জানত। সে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করে। তাঁকে ক্রীতদাসের মত খাটিয়ে নেয়।

আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। বললাম, "হার্বার্ট, প্রভিসের মেয়েকে তাঁর স্ত্রী হত্যা করেনি। সে বেঁচে আছে। তার নাম এস্টেলা।"

এস্টেলার মা কে, তাও আর অজানা রইল না। তবু তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দরকার। তাই আমি আমার পোড়া হাত নিয়েই মিঃ জ্যাগার্সের সাথে দেখা করতে চললাম। সেখানে মিস্ হ্যাভিসামের চিরকুটখানি দেখাতেই মিঃ জ্যাগার্সের আদেশে উইমিক্ আমাকে নয়শো পাউণ্ড দিয়ে দিলেন।

মিঃ জ্যাগার্সকে আমি মিস্ হ্যাভিসামের শোচনীয় দুর্ঘটনার

কথা বললাম। এও জানালাম যে, তিনি আমাকেও অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিলেন। আমিই তা নিইনি। তাঁকে যে এস্টেলার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি তার সম্বন্ধে যতটুকু জানতেন, তা আমাকে বলেছেন, এ কথাও বললাম।

"তাই নাকি? তিনি কি বলেছেন?"

"যা বলেছেন, তার চেয়ে বেশী আমি জানি। এমন কি এস্টেলার মা কে, তাও জানি। আপনারাও তাকে চেনেন। এস্টেলার বাপ কে, তা হয়তো আপনারা জানেন না। আমি সে খবরও রাখি। তার নাম প্রভিস। সে নিউ সাউথ ওয়েলসের বাসিন্দা।"

"এ কি প্রভিসের মুখে শুনেছ?"

"না। এস্টেলা যে বেঁচে আছে, সে খবরই তিনি রাখেন না।" এই বলে আমি আগাগোড়া সমস্ত কাহিনী বললাম। তারপর এস্টেলা কি করে তাঁর কাছে এল তা জিজ্ঞাসা করলাম।

মিঃ জ্যাগার্স কি সহজে কোন কথা বলতে চান! অনেক সাধ্য সাধনার পর জানতে পারলাম, এস্টেলার মা যখন নারীহত্যার আসামী, তখন তার শিশু মেয়েকে লুকিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে আসে। তিনিও প্রতিশ্রুতি দেন, শিশুটিকে তিনি কোন বড়লোকের আশ্রয়ে রাখবেন, যাতে সে মানুষ হয়। মিস্ হ্যাভিসামের কাছে এস্টেলার থাকার এই হল ইতিহাস।

যতটুকু জানবার, সবই জানা গেল। মিঃ জ্যাগার্সের পরিচারিকা মলিই যে এস্টেলার মা, এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

—তেতাল্লিশ—

মিঃ জ্যাগার্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হার্বার্টের ব্যবসায়ের অংশীদার ক্লারিকারের সাথে দেখা করলাম। তাঁকে নয়শো পাউণ্ড দিয়ে হার্বার্টের অংশীদারীর ব্যবস্থাটা পাকাপাকি

করা হল। ক্ল্যারিকার আমাকে জানালেন যে, শীঘ্রই তাঁরা প্রাচ্যে একটা নূতন শাখা খুলছেন, এবং হার্বার্টকেই তার ভার দেবেন। বুঝলাম, আমার এই দুঃসময়ে হার্বার্টের সাথেও আমার বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে উঠছে। কিন্তু হার্বার্টের উন্নতি হবে, এই ভেবে দুঃখের মধ্যেও আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল।

আরও কিছু দিন কাটল। আমার হাতের ঘা সম্পূর্ণ না শুকালেও অনেকটা ভালর দিকে। এমন সময় এক সোমবারের ডাকে উইমিকের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম তাতে লেখা "এই চিঠি পড়া শেষ হওয়া মাত্র এটি পুড়িয়ে ফেলবেন। আগামী বুধবার সব ব্যবস্থা করবেন অবশ্য যদি করতে চান।

হার্বার্টকে চিঠিখানা দেখিয়ে আগুনে ফেলে দিলাম। সে বলল, "তোমার হাতের যা অবস্থা, তাতে তোমার পক্ষে দাঁড় বাওয়া তো অসম্ভব। কাজেই আর একজন লোক নিতে হবে। আমি বলি, স্টারটপকে নেওয়া যাক্। সে লোক ভাল, দাঁড় বাইতেও ওস্তাদ। আমাদের ভালোওবাসে, তার উপর নির্ভরও করা যাবে। তাকে সব কথা খুলে বলারও দরকার নেই। বলব, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। তারপর সুযোগ বুঝে প্রভিসকে নৌকায় তুলে নেওয়া যাবে। তুমি আর প্রভিস চলে যাবে। আমরা ফিরে আসব।"

সে ব্যবস্থাই হলো। আমরা খোঁজ নিতে গেলাম দু তিন দিনের মধ্যে কোন্ বিদেশী জাহাজ ছাড়বে।—সে হামবুর্গই যাক্, কিংবা রটার্ডামই যাক্, কি অ্যানটোয়ার্পই যাক্। সে সব খোঁজ-খবর নিয়ে আমি গেলাম, পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে এবং হার্বার্ট চলল স্টারটপের সাথে দেখা করতে। সেখান থেকে সে সন্ধ্যার দিকে প্রভিসের কাছে যাবে এবং তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবে।

পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে দেখি আমার নামে একখানা চিঠি। তাতে লেখা—"যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আজ বা কাল রাত নটায় জলার ধারে চুনের ভাটার কাছে পোড়ো বাড়িটায় এসো। এলে 'তোমার কাকা' প্রভিসের

অনেক উপকার হবে। তোমার আসার কথা কাউকে বলবে না, আর একাই আসবে। আসবার সময় এই চিঠিখানা নিয়ে আসবে।"

অদ্ভুত চিঠি! যে লিখেছে সে তার নাম দেয়নি। যা করতে হয় এখনই স্থির করতে হবে। কারণ পরশু দিন আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কাজেই এই চিঠি অনুযায়ী কাজ করতে হলে আজ বিকালেই বেরুতে হয়! হার্বার্ট ও কাছে নেই যে, তার সঙ্গে পরামর্শ করব! অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করলাম এবং তাড়াতাড়ি হার্বার্টের নামে দু লাইনে এক চিঠি লিখে রেখে গাড়ি ধরবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। চিঠিতে লিখলাম যে, আমি মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ী যাচ্ছি।

গাড়িতে বসে বসে গোটা ব্যাপারটার কথা আবার ভাবতে লাগলাম। চিঠিটা বেনামী। তার উপর নির্ভর করে এভাবে আসা ঠিক হলো কি! কিন্তু প্রভিসের ভালো হবে, এই কথাটাই সব চেয়ে বড় করে দেখা দিল।

গাড়ি থেকে নেমে যখন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন নটার আর বেশী বাকী নেই। আকাশে দু'চারটা তারা ছাড়া চারদিক অন্ধকার। শেষ পোড়ো বাড়িটার ভিতরে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় সেই বেনামী চিঠিটা আর একবার পড়ব ভেবে পকেট হাতড়ে দেখি, চিঠিটা নেই। ভাবলাম, গাড়িতে বোধহয় কোথাও পড়ে গেছে!

ঘরটির অবস্থা জরাজীর্ণ। একপাশে একটা টুল আর এককোণে একটা সাদাসিধে বিছানা। টুলটায় বসে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "ঘরে কেউ কোথাও আছেন কি?"

কোন উত্তর পেলাম না। আবার ডাকলাম, সেই একই ফল হলো। এই অবস্থায় বাইরে যাব কিনা ভাবছি, এমন সময় মুষল-ধারে বৃষ্টি শুরু হল। সাথে তেমনই এলোমেলো হাওয়া। তখন আমার হাতঘড়িতে কটা বাজছে দেখবার জন্য আলোর কাছে যেতে, হঠাৎ কে যেন আলোটা নিবিয়ে দিল। ভাবলাম, ঝোড়ো হাওয়ায়ই

আলোটা নিবল। কিন্তু সাথে সাথেই অন্ধকারে আমার গলায় একটা দড়ির ফাঁস এসে পড়ল।

কে যেন বিকৃত গলায় বলে উঠল, "বাছাধন! এবার!"

গলায় ফাঁসে টান পড়তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর।"

"শত চেঁচালেও এই ঝড়-বৃষ্টিতে তোমার ডাক কেউ শুনবে না। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না।" এই বলে সে আমাকে একটা থামের সাথে শক্ত করে বাঁধতে শুরু করল। আমার পোড়া হাতের ঘা তখনও ভাল করে শুকায়নি। এক হাতে যথাসম্ভব বাধা দিয়েও কোন ফল হলো না।

আমাকে বাঁধা শেষ করে সে আলো জ্বালল। আর সেই আলোয় আমি দেখলাম, যে আমায় বেঁধেছে সে আর কেউ নয়, অব্‌লিক!

বললাম, "অবলিক্! তোমার এ কাজ? এর মানে কি?"

"তোমাকে যমের বাড়ি পাঠানো।"

"আমার অপরাধ?"

"চিরকাল তুমি আমার পিছনে লেগেছ, আমার সর্বনাশ করেছ। বিডির কাছে আমার নামে লাগিয়েছ, মিস্ হ্যাভিসামের ওখানে আমার বিরুদ্ধে ভাঙ্গানি দিয়েছ। তুমি আমার চিরকালের শত্রু। তাই তোমাকে আজ শেষ করব।" এই বলে ঘরের এক কোণ থেকে সে একটা বন্দুক তুলে নিল।

বাঁধা অবস্থায় আমি আর কি করব। তাই স্থির হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সে আবার বলল, "তোমার দিদিকেও আমিই মারতে চেয়েছিলাম, যদিও একবারে মারতে পারিনি। কেন জান? তোমার দিদি আমাকে দু চোখে দেখতে পারত না। অনেক দিন ধরেই তোমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় ছিলাম। তোমার হোটেলে যেদিন প্রভিস প্রথম আসে, সেদিন সিঁড়িতে আমার গায়েই তোমার পা ঠেকেছিল। আমি ম্যাগ্‌উইচের নাম ভাঁড়িয়ে প্রভিস সাজার কাহিনীও জেনেছি, কম্পিসনের সাথে তার সম্পর্কও আমার

জানা হয়ে গেছে। আজ তোমাকে শেষ করব। তারপর তোমার উপকারী প্রভিসও যাতে শ্রীঘরে যায় সে ব্যবস্থাও করছি।" এই বলে সে হঠাৎ আমার গালে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করল।

সেই অতর্কিত আঘাতে আমি যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম। সেই অর্ধ অচেতন অবস্থায়ই এক সময় আমার কানে এল একাধিক পদধ্বনি ও হই-হট্টগোলের শব্দ। জ্ঞান হলে দেখি, আমার হাত পার বাঁধন খোলা। পাশে হার্বার্ট এবং স্টারটপ।

হার্বার্টের মুখে শুনলাম, স্টারটপের সাথে কথাবার্তা সেরে তারা দু'জনই আমার ওখানে এসে আমার টেবিলের ওপর অব্লিক এবং আমার দু'খানা চিঠিই পায়। উত্তেজনার মুখে অব্লিকের চিঠি আমি টেবিলের উপরই ফেলে রেখে এসেছিলাম! চিঠি দু খানা পড়ে তাদের মনে সন্দেহ হয়। তাই তারা এখানেই চলে আসে। তাদের দেখেই অব্লিক গা-ঢাকা দেয়!

তারা না এলে যে আমার কি হত, ভাবতেও শিউরে উঠলাম।

—চুয়াল্লিশ—

আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম বৃহস্পতিবার হামবুর্গ ও রটার্ডাম্ দু'জায়গায় দু'খানা জাহাজই লণ্ডন ছেড়ে যাবে। কোথায় গিয়ে আমরা জাহাজ ধরলে পুলিসের চোখ এড়াতে পারব, তাও ভেবে রেখেছিলাম।

মিঃ উইমিকের চিঠি অনুসারে বুধবার খুব ভোরেই আমি, হার্বার্ট ও স্টারটপ আমাদের নৌকায় চড়লাম। তখনও আকাশে আলোর রেখা ফুটে ওঠেনি, অন্ধকার কাটেনি। হার্বার্ট ও স্টারটপ দাঁড় বাইতে লাগল, আমি এক হাতে হাল ধরে রইলাম।

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রভিসও তাঁর গোপন আস্তানা থেকে আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তাঁর পরনে মাঝির পোশাক,

মাথায়ও সেই রকম টুপি। তিনি এসে মাথা মুখ ঢেকে চুপ করে বসে রইলেন।

আমরা চারদিকে চোখ রেখে চলতে লাগলাম। সারাদিন দাঁড় বেয়ে বেয়ে হার্বার্ট ও স্টারটপ তুজনেই পরিশ্রান্ত। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়াও দরকার। তাই একটা নিরালা জায়গায় নৌকা ভিড়িয়ে আমি আর হার্বার্ট খাবারের ব্যবস্থা করতে একটা সরাইখানায় ঢুকলাম। সেখানে আমরা তু'জনে খেলাম, প্রভিস এবং স্টারটপের জন্যও খাবার নিয়ে নিলাম।

খেতে খেতে সরাইওয়ালার কাছে কথাচ্ছলে একটা তুঃসংবাদ শুনলাম। আজই ভোরে নাকি একটা পুলিসের বোট কোন এক পলাতক আসামীর খোঁজে এদিক দিয়েই গেছে। ইচ্ছা ছিল সবাই এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেব। কিন্তু এ খবর শোনার পর আর এক মুহূর্তও এখানে দেরি করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। স্টারটপ ও প্রভিসের খাওয়া শেষ হতেই আমরা আবার নৌকা ভাসালাম।

বাকী দিন এবং সারাটি রাত আমাদের নৌকা চলল। ভোর হবার সাথে সাথে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌছলাম। দেখা গেল একখানা জাহাজ এদিকেই আসছে। স্টারটপ তার নিশান দেখে বলল, ওখানা হামবুর্গ যাবে। ব্যস্, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জাহাজে চড়তে পারব। তাহলেই প্রভিস নিশ্চিন্ত! আবার তিনি স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারবেন। দেখতে দেখতে অদূরে আর একখানা জাহাজের ধোঁয়াও নজরে পড়ল। সেখানা যাবে রটার্ডাম!

আমরা যখন মুক্তির আনন্দে মশগুল, এমন সময় হঠাৎ একখানা পুলিসের নৌকা আমাদের নৌকার কাছে এসে ভিড়ল। আমরা তার পাশ কাটিয়ে যাবার উপক্রম করতেই আমাদের উপর হুকুম হলো, "থামো। তোমাদের নৌকায় একজন ফেরারী আসামী আছে। আমরা তাকে গ্রেফতার করব।"

বলতে না বলতেই তু'জন লোক আমাদের নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল

এবং প্রভিসকে জোর করে তাদের নৌকায় নিয়ে তুলল। এমন সময় একটা প্রবল ঢেউয়ে আমাদের নৌকা ডুবে গেল, আমরা তিনজন কোনো রকমে পুলিসের নৌকায় লাফিয়ে পড়ে নিজেদের বাঁচালাম!

এদিকে পুলিসের নৌকায় প্রভিসের মতই একজন লোক মাথামুখ ঢেকে বসেছিল। প্রভিস তাকে দেখেই হঠাৎ তার মুখের কাপড় টান মেরে সরিয়ে নিলেন। দেখা গেল সে ব্যক্তি কম্পিসন! আর যায় কোথায়। প্রভিস বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং হুটোপুটিতে ছু'জনেই জলে পড়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ পর প্রভিস ভেসে উঠলেন, কিন্তু কম্পিসনের আর খোঁজ পাওয়া গেল না। প্রভিসকে বোটে তোলা হলে দেখা গেল, তিনি বুকে খুব চোট পেয়েছেন, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায়ই পুলিস তাঁর হাতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দিল।

হামবুর্গ এবং রটার্ডামের ছু'খানা জাহাজই আমাদের চোখের উপর দিয়েই চলে গেল। প্রভিসের মুক্তির আশা ফুরিয়ে গেল। পুলিসের নৌকায়ই আমি প্রভিস ওরফে ম্যাগ্‌উইচের সাথে লণ্ডনের দিকে রওনা হলাম। হার্বার্ট আর স্টারটপ স্থলপথে ফিরে চলল।

প্রভিসের পাশে বসে আমি চুপি চুপি তাঁকে বললাম যে, আমাকে দেখতে আসার ফলেই তাঁর আজ এ দশায় পড়তে হলো। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তার জন্য তাঁর একটুও ছুঃখ নেই। তিনি যে আবার আমাকে দেখতে পেয়েছেন, জীবনে আমি যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে চলেছি, এই আনন্দ নিয়ে মরণেও তাঁর ছুঃখ নেই।

হায়! তিনি তো আর জানেন না, তাঁর টাকা পয়সার একটা আধলাও আমার হাতে আসবে না। সবই গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করে নেবে। সেই রূঢ় সত্য প্রকাশ করে আমি আর তাঁর সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গালাম না।

—পঁয়তাল্লিশ—

সাক্ষী যোগাড়ের জন্য প্রভিস ওরফে ম্যাগ্‌উইচের বিচার শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব হলো। ইত্যবসরে হার্বার্ট একদিন আমাকে এসে বলল, "ভাই হ্যাণ্ডেল! তোমার এই দুঃসময়ে আমাকে তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আমাদের কোম্পানি কাইরোতে একটা শাখা খুলেছে, আমাকে সেখানে গিয়ে তার ভার নিতে হবে। আমার তো একটা হিল্লে হয়ে গেল, তুমি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাবছ কি?"

"এখনও ভাববার সময় হয়নি।"

"কাইরোতে তো আমাদের একজন—"

"কেরানী দরকার, এই তো!"

"চিরকালই যে কেরানীগিরি করতে হবে, তা তো নয়। আমাকেই দেখ না। আমি তো কেরানী হয়েই ঢুকেছিলাম! আমি বলছি, তুমি এসো—আজ না হয়, দু'মাস পরে নয়তো এক বছর পরে—যখন তোমার সুবিধা হয় তুমি চলে এসো!"

"এত দিন দেরি করতে হবে না, যদি যাই দু'চার মাসের মধ্যেই যাব।"

হার্বার্ট চলে গেল। আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম।

আমার যখন একা একা দিন কাটছিল না, এমন সময় একদিন মিঃ উইমিক্ আমার এখানে এসে হাজির। বললেন, "আমাদের সব চেষ্টা এভাবে বিফল হবে, ভাবতেও পারিনি। কম্পিসন যে এখানেই ছিল এবং গোপনে গোপনে ম্যাগ্‌উইচের পিছনে লেগেছিল, তা বুঝেও বুঝে উঠতে পারিনি। আমার কোন কাজই এমন ভাবে বিফল হয়নি। আমার ভারী দুঃখ হচ্ছে যে, ম্যাগ্‌উইচের এতগুলি টাকা আপনার হাতছাড়া হয়ে গেল।"

"তার চেয়েও আমার বেশী দুঃখ, বেচারা আমাকে দেখতে এসেই এভাবে ধরা পড়ল।"

বিদায় নেবার আগে উইমিক্ আগামী সোমবার আমাকে তাঁর

বাড়ি যেতে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, "বেশীক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না। খাওয়া দাওয়া নিয়ে সবসুদ্ধ বড়জোর তিন ঘণ্টা আপনাকে থাকতে হবে।"

তাঁর অনুরোধ এড়ান গেল না। নিতে হলো নিমন্ত্রণ।

সোমবারে তাঁর বাড়ি যেতেই তিনি বললেন, "চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।"

বেড়াতে বেড়াতে একটা গির্জার পাশ দিয়ে যেতেই তিনি বললেন, "চলুন একটু ভেতরেও যাওয়া যাক্।"

ভেতরে গিয়ে দেখি, উইমিকের বাবা ও মিস্ স্কিফিন্স সেখানে হাজির। উইমিক্ ও মিস্ স্কিফিন্সের সেদিন বিয়ের ব্যবস্থা ঠিকঠাক।

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের ভোজও খাওয়া গেল। উইমিক্ খাবার ব্যবস্থা বেশ ভালোই করেছিলেন।

এর দিন কয়েক পরই ম্যাগ্উইচের বিচার শুরু হলো। মিঃ জ্যাগার্স তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জেল ভেঙে পালানো, কম্পিসনকে হত্যা—এগুলি সহজেই প্রমাণ হয়ে গেল। বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হলো। ম্যাগ্উইচ সে দণ্ড শান্ত ভাবেই গ্রহণ করলেন।

তাঁর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় তাঁর দু'চোখ জলে ভরে গেল। বললেন, "পিপ্ তোমারই মত আমার একটি মেয়ে ছিল। তোমাকে দেখলেই আমার তার কথা মনে পড়ত। তাই তোমাকে দেখতে এখানে আসা। আমার ফাঁসি হোক, দুঃখ নেই। তুমি সুখে থাক। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

"আপনার সে মেয়ে বেঁচে আছে। একজন বিত্তশালী মহিলা তাকে মানুষ করেছেন। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী হয়েছে। আর আমি তাকে ভালোবাসি।"

একথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রীর অশ্রুসজল চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—ছেচল্লিশ—

এত দিনের দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তার পর একদিন হঠাৎ আমাকে শয্যা নিতে হলো। এর মধ্যেই আমার উপর ঋণশোধের কড়া তাগিদ এল। ঋণও অল্পস্বল্প নয়—একশো তেইশ পাউণ্ড পনর শিলিং ছয় পেনি। অথচ হাতে একটি পেনিও নেই। তখনকার আইন অনুযায়ী ঋণ শোধ না করতে পারলে জেলে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

প্রবল জ্বরে আমি তখন অচৈতন্য। আমাকে কি জেলে পাঠানো হয়েছিল, না বাড়িই ছিলাম, কিছুই জানি না। তারপর জ্ঞান ফিরে আসতে একদিন দেখি, জো আমার পাশে বসে আছেন।

তাঁর মুখেই শুনলাম, আমার অসুখের খবর পেয়ে জো আজ এক মাসের উপর এখানে আছেন। বিডিই তাঁকে এখানে পাঠিয়েছে। পুরানো বন্ধুর মতই জো এতদিন আমার সেবা-যত্ন করে আমাকে সুস্থ করে তুলেছেন!

তাঁর এই সহৃদয়তায় আমার আর পরিতাপের সীমা রইল না। সম্পদের দিনে আমি আমার এই অকৃত্রিম সুহৃদকে কি অবহেলাই না করেছি!

কথায় কথায় একদিন মিস্ হ্যাভিসামের প্রসঙ্গ উঠল। শুনলাম তিনি তার পরে আর বেশী দিন বাঁচেন নি। মরবার আগে তিনি তাঁর বেশির ভাগ সম্পত্তিই এস্টেলাকে দিয়ে গেছেন। মিঃ ম্যাথু পকেটকেও চার হাজার পাউণ্ড দিয়ে গেছেন শুনে খুব আনন্দ হলো।

আস্তে আস্তে আমি ভাল হয়ে উঠলাম। বিছানা ছেড়ে একটু আধটু হাঁটতে শুরু করলাম। জো'র সাথেই আমি বেড়াতে যেতাম।

এ ক'দিন শুধু বিডি আর জো'র কথাই মনে মনে ভাবতাম। তাদের প্রতি কি অকৃতজ্ঞের মতই ব্যবহার করেছি। রোজই মনে করতাম, জো'র কাছে ক্ষমা চাইব। বিডির কাছে গিয়েও বলব, এক সময় সে আমায় ভালবাসতো। যদি আজও আমার প্রতি তার

সে ভালোবাসা থেকে থাকে, তবে সে আমাকে তার জীবনে স্থান দিক। আমারও এই ছন্নছাড়া জীবনের পরিসমাপ্তি হোক।

এই যখন আমার মনের অবস্থা, তখন একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি, জো নেই। টেবিলের উপর তাঁর লেখা একখানা চিঠি পড়ে আছে। বুঝলাম, বিডি তাকে লিখতে শিখিয়েছে! ছোট্ট চিঠি। তাতে লেখা, "তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছ। আমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই। তাই চললাম। সাবধানে থেকো।—জো।"

চিঠির মধ্যে আমার সমস্ত ঋণশোধের একটা রসিদ। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, জো আমার ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করেছেন। অথচ এত দিনের মধ্যে জো একদিন ঘুণাক্ষরেও এ কথা বলেন নি।

স্থির করলাম, আর দেরি নয়। জো'র কাছে গিয়ে আমার অতীতের অকৃতজ্ঞতার জন্য ক্ষমা চাইব, বিডির কাছে গিয়ে আমার মনের কথা বলব।

এই ভেবে আমি বিডির সাথে দেখা করবার জন্য তার বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। সে ছোট ছেলেমেয়েদের একটা স্কুল চালায় তা আমি শুনেছিলাম। গিয়ে দেখি তার স্কুলবাড়ি বন্ধ, বিডি সেখানে নেই।

মনে মনে একটু নিরাশ হয়ে আমি জো'র কামারশালার দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে গিয়ে দেখি কামারশালাও বন্ধ, জো সেখানেও নেই।

তাঁর বাড়ির দিকে চেয়ে দেখি, বাড়িঘর বেশ সাজানো। দরজা জানালায় সুন্দর সুন্দর পর্দা ঝুলছে! এখানে ওখানে ফুলের মালা বাতাসে দুলছে। ব্যাপার কি বুঝবার আগে দেখলাম, জো ও বিডি পরস্পরের হাত ধরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। দু'জনের পরনেই নতুন পোশাক, দু'জনের মুখেই হাসি।

আমায় দেখে দু'জনেই সাদরে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন। বিডিই প্রথম কথা বলল, "পিপ্ আজকের দিনে তোমায় পেয়ে কি খুশী হয়েছি, কি বলব! আমার আজ বিয়ের দিন। জো'কে আমি বিয়ে করেছি।"

যে কথা বলবার জন্য আমি বিডির স্কুলবাড়িতে ছুটে গিয়েছিলাম, সে কথা মনেই রইল। বললাম, "শুনে খুব খুশী হলাম। বিডি, তোমার কপাল ভাল, জো'র মত এমন স্বামী পেয়েছ।"

জো'কেও বললাম, "বিডির মত স্ত্রী পাওয়াও ভাগ্যের কথা। বিডি আপনার জীবন সুখে শান্তিতে ভরে তুলবে।"

খাওয়া দাওয়ার পর আমি বললাম যে, আমি শীঘ্রই এ দেশ ছেড়ে বহু দূরে চলে যাচ্ছি। আবার কবে দেখা হবে জানি নে। সেখানে আমাকে রোজগারের চেষ্টা করতে হবে, যাতে জো'র ধার শোধ করতে পারি।

জো আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "আমি তো তোমায় ধার দিই নি, পিপ্! তা শোধবার জন্য তোমার ব্যস্ত হবার কারণ নেই।"

জো'র উদারতায় আবার আমি মুগ্ধ হলাম। আমার দু'চোখ জলে ভরে এল। বললাম, "ছোটবেলায় আপনার কোলে পিঠে চড়েছি, আপনি আমায় কত ভালবেসেছেন। আমার সহস্র অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও আপনার সে ভালবাসা আজও তেমনি অটুট আছে। বিডি, তোমার কাছ থেকেও কত ভালবাসা পেয়েছি, প্রতিদানে আমি দিয়েছি অবহেলা। তবুও তুমি আমাকে মনে রেখেছ, ভালোবেসেছ। যেখানেই থাকি, তোমাদের এই স্নেহ ভালোবাসা চিরকাল আমার মনে থাকবে।"

এই বলে আমি বিদায় নিলাম। তারপর আমি ইংলণ্ডের বসবাস তুলে দিয়ে কাইরোতে হার্বার্টের ফার্মে যোগদান করলাম। সেখানে প্রথমে কেরানী, পরে অংশীদার হলাম। হার্বার্ট ক্লারাকে বিয়ে করে কাইরোতেই স্থায়ী বাসা বাঁধল। আমিও তাদের সংসারের একজন হয়েই রইলাম।

আমি বা হার্বার্ট কেউ আমরা লক্ষপতি হলাম না বটে, কিন্তু আমাদের অর্থের অভাবও রইল না। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই আমাদের দিন কাটতে লাগল।

—সাতচল্লিশ—

এগার বছর পর আমি একদিন জো ও বিডির সঙ্গে দেখা করতে এলাম। জো আগের মতই শক্তসমর্থ আছেন, শুধু তাঁর চুলে একটু আধটু পাক ধরেছে। বিডির চেহারা এখন বেশ সুন্দর হয়েছে। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়েও হয়েছে। ছেলেটির নাম রেখেছে পিপ্।

সেদিন জো যথারীতি কামারশালায় তার কাজে ব্যস্ত। আমি আর বিডি বাগানে বেড়াতে গেলাম। আকাশে নীলের আভা, বাতাসে মনোরম স্নিগ্ধতা, বিডির কোলে নিদ্রামগ্ন শিশুকন্যা।

বিডি মায়ের মমতা নিয়ে আমাকে এক সময় বলল, "পিপ্, তুমি কি বে থা করে সংসারী হবে না! না আজীবন তার স্মৃতি ধ্যান করেই কাটাবে?"

"জীবনে যা একবার জুড়ে বসে, তা কি ভুলবার বিডি? না তা ভোলা যায়? তবে বহুদিন যে স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, সে স্বপ্ন আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সে অলীক স্বপ্ন আর দেখি না।"

মুখে বললাম বটে, কিন্তু এস্টেলাকে দেখবার জন্য তার স্মৃতি-বিজড়িত মিস্ হ্যাভিসামের বাড়িটি আর একবার দেখবার জন্য মনের ব্যাকুলতা দূর হলো কই?

শুনেছিলাম, বেন্টলি ড্রামলের সাথে এস্টেলার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। ড্রামল যতদিন বেঁচে ছিল, নানা ভাবে এস্টেলার উপর অত্যাচার করেছে। মিস্ হ্যাভিসামের দেওয়া টাকাকড়ি এস্টেলার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। শেষে এক দুর্ঘটনায় প্রাণটাও হারিয়েছে। এও শুনেছি, এস্টেলা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছে। এ বিয়ে কেমন হয়েছে জানি না।

শেষ পর্যন্ত মনের ইচ্ছা দমন না করতে পেরে একদিন মিস্ হ্যাভিসামের বাড়ি অভিমুখে রওনা হলাম। গিয়ে দেখি, বাড়ির

আর সে চেহারা নেই। বাড়ির বেশির ভাগই ভাঙ্গা হয়ে গেছে। সবই গেছে, শুধু বাগানটা তার রুক্ষ মূর্তি নিয়ে এখনও টিকে আছে।

তখন বিকাল। আকাশের আলো একটু একটু করে নিভে আসছে। সেই ম্লান আলোকে আমি দোর ঠেলে বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেখি একটি নারীমূর্তিও বাগানের ওদিক থেকে আমার দিকেই আসছে। সবিস্ময়ে দেখলাম, সে মূর্তি এস্টেলার।

এস্টেলার সে চেহারা, সে লাবণ্য আর নেই। তবুও তাকে চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না। আমার মুখ থেকে শুধু অস্ফুট সম্বোধন উচ্চারিত হলো, "এস্টেলা! তুমি!"

"আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে চেহারাও নেই। তবুও তুমি এক নজরেই আমায় চিনতে পারলে?"

এস্টেলা কি করে বুঝবে, দিন রাত যার ছবি আমার মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তাকে চেনা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

আমরা দু'জনে পাশাপাশি একটা পাথরের উপর বসলাম। অনেকক্ষণ কারও মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। শেষে আমিই বললাম, "তোমার সাথে যেদিন প্রথম দেখা হয় সেদিন ঠিক এখানেই বসেছিলাম। আর শেষ বিদায়ের দিনে আজও আবার সেই একই জায়গায় দু'জনের দেখা হলো। একেই বলে অদৃষ্ট! তুমি কি মাঝে মাঝে এদিকে আস?"

"এ বাড়ি ছেড়ে যাবার পর আজই প্রথম এলাম। তুমি?"

"আমিও তাই।"

"মিস্ হ্যাভিসাম্ আমাকে অনেক কিছুই দিয়ে গিয়েছিলেন। তার সবই গেছে; আছে শুধু এই জায়গাটুকু। এখানেও আর এক ভদ্রলোক নতুন বাড়ি তুলবেন, সে ব্যবস্থাও হয়েছে। তাই একবার শেষ দেখা দেখতে এলাম। এখানে তোমার সাথে দেখা হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি তো এখনও বিদেশেই আছ?

"হ্যাঁ।"

"ভালোই আছ, আশা করি।"

"সারাদিন পরিশ্রম করে দু পয়সা রোজগার করি। কাজেই ভালোই আছি, বলতে পারো।"

"আমি প্রায়ই তোমার কথা ভাবি।"

"সত্যি ?"

"আগে ভাবতাম না, তখন তোমার কথা মনে হলে তা মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইতাম। আজকাল তা করিনে। বলতে দ্বিধা নেই, তুমি আজকাল অনেক সময়ই আমার মনের অনেকখানি জুড়ে থাক। এই জায়গা থেকে চির বিদায় নেবার আগে যে তোমাকে এ কথা বলে যেতে পারলাম, এতেও মনে খানিকটা শান্তি পাচ্ছি।"

"অনেক দিন ধরে আমি অনেক কিছু পাবার আশা করেছি। আমার সব আশাই বিফল হয়েছে। কিন্তু আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, এস্টেলা! আমার আশা একবারে নিষ্ফল হয়নি। আমি তোমার মনে স্থান পেয়েছি, পেয়েছি জো আর বিডির ভালোবাসা, পেয়েছি হার্বার্টের অকৃত্রিম সখ্য। জীবনের মণিকোঠায় এ সঞ্চয়ও বড় কম নয়!"

এস্টেলা ধীরে ধীরে তার একখানি হাত আমার হাতের উপর রাখল। সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে আকাশে তখন তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের আলো ফুটে উঠছে।

—শেষ—